

কাব্যসিদ্ধ তত্ত্বসার।

অর্থাৎ

বেহনার শিখনস্তুতি; মধুশভীসার, মণিকবিকাণ্ডক
 বৃক্ষ উবজাজ সংবাদ, লম্ফীস্তোত্র, শৈলজ
 মন্দুরীকেশবসংবাদ, পরাশর মৈত্রেয়
 সংবাদ, মুকুলমালা, ব্রহ্মবিহার,
 পদ্মসংগ্রহ, মহাপদ্ম, এবং
 ময়চূত একত্রে
 সংগ্ৰহীত।

“শুণানামস্তুতং আহু স্তুজ্জে জানাতি নেতৱ।
 মাশভীমলিকামোহং ভানং বেত্তি ন লোচনম্॥”

(চূক্তোচ শতক)

শ্রীভোগানাথ গুথোপাধ্যায়
 কর্তৃক সংগ্ৰহীত ও
 পঞ্চাশুব্দাদিত।
 প্রকাশক।

শ্রীবিষ্ণুর লাই।

কলিকাতা চিংশুলোক প্রকাশনা প্রত্ন কলা।
 সন্ধিকালীন প্রকাশ ন পৃষ্ঠা।
 ইংলিশ প্রকাশ কর্তৃক।
 পুনৰ্মাণ প্রকাশক।

କାବ୍ୟସିନ୍ଧୁ ତତ୍ତ୍ଵ ସାର ।

ଅର୍ଥାତ୍

ବେଦମାର ଶିବତୋତ୍ତମ, ମଣିଶତୀମାର, ମଣିକନିକାଷ୍ଟକ
ବ୍ରହ୍ମ ଭରତ୍ରାଜ ମଂବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀତୋତ୍ତମ, ଶ୍ରୀମୃତ
ଲକ୍ଷ୍ମୀକେଶବମଂବାଦ, ପରାଶର ମୈତ୍ରେୟ

ମଂବାଦ, ଶୁକ୍ଳମାଲା, ବ୍ରଜବିହାର,

ପଦ୍ୟମଂଗଳ, ମହାପଦ୍ୟ, ଏବଂ

ମେଘଦୂତ ଏକତ୍ରେ

ମଂଗରୀତ ।

“ ଶୁଣିନାମନ୍ତରଂ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରଜ୍ଜୋ ଜାନାତି ନେତର ।
ମାନ୍ତ୍ରିମଲିକାମୋଦଂ ଦ୍ରାଗଂ ବେତ୍ତି ନ ଲୋଚନମ ॥ ॥ ”

(ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶତକ)

ଶ୍ରୀତୋଲାନାଥ ଶୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ

କର୍ତ୍ତ୍ରକ ମଂଗରୀତ ଓ

ପଞ୍ଚବୁଦ୍ଧିତ ।

ପ୍ରକାଶକ ।

ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁର ଲାହି ।

କଲିକାତା ଚିଠିପୁର ରୋଡ ବଟତଳା ୧୧୫ ନଂ ଭବନ ।

ମୂଲ୍ୟ ୧୯୮ ଟଙ୍କା । ଡାରିଖ ୨ ଟଙ୍କା ।

ଇଂରାଜୀ ୧୮୭୬ ମାଲ ୩୧ ହେ ।

ମୂଲ୍ୟ ୧ ଏକଟାକା

সুচিপত্র।

অকরণ	পত্র হইতে পত্র পর্যন্ত।
বেদসার শিবস্তোত্র ১ নং ১১ শ্লোক।	১ ৮
(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য বিরচিত)	
দশশতীসার। ১নং ৯ শ্লোক	৫ ৯
অর্থাৎ ছুর্গার স্তুতি।	
মণিকগ্রিকাষ্টক। ১ নং ১০ শ্লোক।	১০ ১২
(মহোদয়গঙ্গাধর কবি রচিত)	
ব্রহ্ম ভরতাজ সংবাদ। ১ নং ৩০ প্রশ্নান্তর।	১০ ২৩
অর্থাৎ অথর্ব বেদাস্তুর্গত নিরলম্বে। উপনিষদ	
লক্ষ্মীস্তোত্র ১ নং ২ শ্লোক।	২৪ ২৬
শ্রীমৃত। ১ নং ১৫ শ্লোক	২৫ ৩০
লক্ষ্মী কেশব সংবাদ ১ নং ৪০ শ্লোক	৩০ ৪০
প্রাণর মৈত্রেয় সংবাদ ১ নং ৩১ শ্লোক	৪১ ৪৮
অর্থাৎ লক্ষ্মীর স্তোত্র	
মুকুম্ভমালা ১ নং ২২ শ্লোক	৪১ ৫৫
(কুলশেখররাজ বিরচিত)	
ব্রজবিহার ১ নং ১১ শ্লোক।	৫৬ ৫৯
(মহোদয় শ্রীধরস্বামি বিরচিত)	
পদ্ম সংগ্রহ ১ নং ১১ শ্লোক	৬০ ৬৩
মহাপদ্ম (কালীদাম রচিত)	০৪ ৭১
মেষমূত ১ নং ১৩৪শ্লোক	৭২ ১৩০
(কালীদাম রচিত)	
সুচিপত্র সমাপ্ত।	

পদ্যানুবাদকের নিবেদন

এই “কাব্যসিক্ষাত্মকাৰ,, পুস্তক খানি সমষ্টে পাঠক
মহোদয়গণকে অপৰ নৃতন কিছু বলিবার নাই। যেহেতু ইহার
সূচিপত্র পাঠ কৰিলেই সে সকলই জানিতে পারিবেন। তৎপৰ
“কাব্যরত্নমার সংগ্ৰহে,,” যাহাই বলিয়াছি ইহাতেও আমাৰ
তাহাই উদ্দেশ্য; এক্ষণে পাঠকগণের পাঠোপযোগ্য হইলে
আম সকল অনুভব কৰিব। নিবেদন ইতি ॥

মুখোপাধ্যায়োপাধিক
অ)ভোলানাথ শৰ্ম্মা

আপনাৰ মুখ আপনি দেখ, কিছু কিছু বুঝ প্ৰহ্যন,
প্ৰতাসযজ্ঞ ১ম ২য় এবং তৃতীয় খণ্ড পদ্য শ্ৰীমন্তাগ্ৰবত ১ম ও
২য় ক্ষন্দ চিত্তরঞ্জন পাচালী, প্ৰতাসমিলন, মৈথিলীমিলন,
কুকুৰান্বেষণ, নলদৰয়ত্তি, কুবযোগান্ধ্যান, তুর্কাসাৱ পাঁৰণ,
রামেৰ রাজ্যপ্রাপ্তি, কলঙ্কভঞ্জন, মান ভিক্ষা, বামন ভিক্ষা,
পাণ্ডবেৰ অজ্ঞাতবাসাদি নাটক, কবিতাদপুণ, কাব্যরত্নমার
সংগ্ৰহ ও আৱৰ ২ কএক খানি পুস্তক প্ৰণেতা ।

କାବ୍ୟସିଦ୍ଧୁତତ୍ସାର । ୫୩

ବେଦମାର ଶିବ ସୋତ୍ର ।

୨୬୧ *

ପଶୁନାଂ ପତିଂ ପାଶନାଶଂ ପରେଶଂ, ଗଜେଜୁଦ୍ୟା କୁଣ୍ଡିଲି
ବମ୍ବନଂ ବରେଣ୍ୟମ୍ । ଜଟଜୂଟ ମଧ୍ୟେ କୁବୁଳାଙ୍ଗବାରିଂ,
ମହାଦେବ ମେକଂ ମୁରାମି ମୁରାରିମ୍ ॥ ୧ ॥

ଯିନି ପଶୁଦେରପତି, ପାଶନାଶକର । ପରମ ଈଶ୍ଵର, ପରିଧାନ
ବ୍ୟାସ୍ତାତ୍ମର ॥ ଉଦୀଗୁ ଜାହିବୀଜଳ ଜଟେ ରନ ଧରି । ସେଇ ଏକ ମୁର-
ରିପୁ ମହାଦେବେ ମୁରି ॥ ୧ ॥

ପରେଶଂ କୁରେଶଂ ମୁରାରାତିନାଶଂ, ବିଭୁଂ ବିଶନାଥଂ ବି-
ଭ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତ୍ୱଃ । ବିକ୍ରପାକ ମିଷ୍ଟକ ବକ୍ତି ତ୍ରିମେତ୍ରଂ ସହ-
ନନ୍ଦ ମୀଡେ ଅଭୁଂ ପଞ୍ଚବକୁଂ ॥ ୨ ॥

ଯିନି ପରମେଶ, ଦେବଗଣେର ଈଶ୍ଵର । ଶୁରମୟୁହେରିପୁଚୟନାଶ-
କର ॥ ବିଷୁ ଓ ବିଶେର ପତି; କଲେବର ଯାଁର । ବିଭୁତିତେ ବିଭୂତି
ଅତି ଚମ୍ବକାର ॥ ବିକ୍ରପ ନୟନ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହତାଶନ । ଏହି ତିନେ
ଯାଁର ତିନ ନେତ୍ର ସୁଶୋଭନ ॥ ସେଇ ପଞ୍ଚମୁଖ ମଦାନନ୍ଦ ମହେଶ୍ଵରେ ।
ମର୍ବକଣ ଶୁର କରି ପବିତ୍ର ଅନ୍ତରେ ॥ ୨ ॥

ଗିରିଶଂ ଗଣେଶଂ ଗଲେ ନୀଲବର୍ଣ୍ଣ, ଗବେନ୍ଦ୍ରାଧିକାଳଂ ଶୁଣା-
ତୀତକପଂ । ଭବଂ ଭାସ୍ଵରଂ ଭମ୍ବୁ ଭୁଷିତାଙ୍ଗଃ, ଭବାନୀକଳତ୍ରଂ
ଭଜେ ପଞ୍ଚବକୁଂ ॥ ୩ ॥

ଗିରି ଅସୁହେର ଯିନି ହର ଈଶକପ । କୁର୍ଜ ନିକରେର ଯିନି ଈଶ୍ଵର
ସ୍ଵକପ ॥ ଗଲଦେଶେ ନୀଲବର୍ଣ୍ଣ ଯାଁର ସୁଶୋଭନ । ବୃଦ୍ଧାକ୍ତ ଶୁଣାତୀତ
ବିକ୍ରପ ଯେ-ଅମ ॥ ଉଦ୍‌ଭୂତ ଦେହ ବାଁର ସେଇ ପଞ୍ଚମନ । ଭାସ୍ଵର
ଭବେର କରି ମର୍ବଦା ଉଜନ ॥ ୩ ॥

କାବ୍ୟମିଳୁ ତତ୍ତ୍ଵସାର ।

ଶିବାକାନ୍ତ ଶତ୍ରୋ ଶଶୀକାର୍ଜମୌଲେ, ମହେଶାନ ଶୂଳିନ୍
ଜଟାଜୂଟ ଧାରିନ୍ । ଉମେକୋ ଜଗଦ୍ୟାପକେ । ବିଶ୍ଵରୂପ,
ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତୋ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ॥ ୪ ॥

ହେ ଶିବାନୀପତେ ! ଶତ୍ରୋ ! ଚନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଜଳିଶେଖର । ହେ ମହେଶ ! ହେ
ଶୂଳିନ ଜଟାଜୂଟଧର ! ॥ ସମ୍ପତ୍ତ ଜଗଥ ଆଛ ଆପନି ବ୍ୟାପିଯା ।
ଓହେ ବିଶ୍ଵରୂପ ! କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଯା ॥ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉନ ଓହେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ-
ମୟ । ପ୍ରସନ୍ନ ହଉନ ଦେବ ! ଇହାଇ ବିନୟ ॥ ୫ ॥

ପରତ୍ତାନମେକଂ ଜଗଦ୍ୟାଜମାଦ୍ୟଂ ନିରୀହଃ ନିରାକାର ମୋ-
ଙ୍କାରବେଦ୍ୟଃ । ସତୋ ଜ୍ଞାଯାତେ ପାଲ୍ୟାତେ ସେନ ବିଶ୍ଵଃ,
ତମୀଶଃ ତଜେ ଲୀୟାତେ ଯତ୍ର ବିଶ୍ଵଃ ॥ ୫ ॥

ଯିନି ଏକ ପରମାତ୍ମା ସଲିଯା ନିଶ୍ଚର । ଜଗତେର ଆନ୍ତରୀଜ ଯେଇ
ସଦାଶୟ ॥ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଓ ନିରାଧାର ଯେଇ ସଦାଚାର । ଓଙ୍କାର ମାତ୍ରେର
ବେଦ୍ୟ ଯିନି ହନ ଆର ॥ ଯାହା ହୋଇତେ ଏଇ ବିଶ୍ଵ ହୋଇସେ ସ୍ତରନ ।
ଯିନି କରିଛେନ ଏଇ ବିଶ୍ଵକେ ପାଲନ ॥ ଯାହାତେ ଏ ବିଶ୍ଵ ପୁନଃ
ଛଇବେ ବିଲୀନ । ମେହି ଈଶ ଉପାସନା କରି ଅନୁଦିନ ॥ ୫ ॥

ନ ଭୂମି ର୍ତ୍ତାପୋ ନ ବହି ର୍ତ୍ତା ବୀରୁ, ନ ଚାକାଶ ଆଣ୍ଟେ ନ ତତ୍ତ୍ଵା
ନ ନିଦ୍ରା । ନ ଗ୍ରୀଯୋ ନ ଶୀତୋ ନ ଦେଶୋ ନ ବେଶୋ, ନ
ସମ୍ୟାନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଂ ତମୀତ୍ତେ ॥ ୬ ॥

ଭୂମି ଜଳ ଅଧି ବ୍ୟୋମ ମମୀରଣ ଆର । ତତ୍ତ୍ଵା ଆର ନିଦ୍ରା ନାହିଁ
ଏ ସବ ଯାହାର ॥ ଶୀତ ଗ୍ରୀଥ ଏ ଉତ୍ତର ଯିନି ବିବର୍ଜିତ । ଦେଶ ବେଶ
ଶୂନ୍ତ ଆର ଆକାର ରହିତ ॥ ଅଥଚ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଧର ମହିମା ଅପାର ।
ସ୍ଵତନ୍ତେ କରିତେଛି ଶ୍ରଦ୍ଧନ ତ୍ରୀହାର ॥ ୬ ॥

ଅଜଂ ଶାଶ୍ଵତଂ କାରଣଂ କାରଣାନଂ, ଶିବଂ କେବଳଂ ଭାବକଂ
ଭାସକାନଂ । ତୁରୀୟଂ ତମଃ ପାର ମାଦ୍ୟନ୍ତ ହୀନଂ, ଅପଦ୍ୟେ
ପ୍ରରଂ ପାବନଂ ଦୈତ୍ୟିନଂ ॥ ୭ ॥

যিরিঅজ, বিষ্ণু আর কারণ-কারণ, শিব সর্ব মঙ্গলের
পরম সদন। অকাশিত পদ্মার্থের প্রকাশক আর ॥ আদ্যস্ত
বিহীন, তমঃ, পারশ আকার ॥ তিনিই তুরীয় জ্ঞান; তাহার
শরণ । লহীম, তাঁর ক্ষপা দৃষ্টির কারণ ॥ ৭ ॥

নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তি, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্তি ।

নমস্তে নমস্তে তপোযোগ গম্য, নমস্তে নমস্তে শুভ্রি
জ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥

ওহে বিভো ! ওহে বিশ্বমূর্তি সদাচার । আপনাকে নমস্কার
পুনঃ নমস্কার ॥ ওহে চিদানন্দ মূর্তি ! তোমার সদনে । প্রণত
হোতেছি দেখ পরম যতনে ॥ তপঃ ও যোগের গম্য প্রভু সদা-
চার । আপনাকে নমস্কার পুনঃ নমস্কার ॥ ৮ ॥

প্রভো শূলপাণে বিভো ! বিশ্বমাত্র, মহাদেব শত্রো ত্রি-
নেত্রো মহেশ । শিবাকান্ত শান্ত সুরারে পুরারে,
সুদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥ ৯ ॥

হে প্রভো ! হে শূলপাণে ! বিভো ! হে বিশ্বেশ ! ওহে মহা-
দেব শত্রো ! ত্রিনেত্রো মহেশ ! ॥ হে শিবাণীপতে ! শান্ত !
সুরারে ! পুরারে ! বরেণ্য ও মান্য তুমি যিনি সবাকারে ॥ ৯ ॥

শত্রো মহেশ করুণাময় শূলপাণে, গৌরীপতে পশুপতে
পশুপাশনাশিন । কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক
স্তুৎ হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোসি ॥ ১০ ॥

ওহে শত্রো ! হে মহেশ ! হে করুণাময় । ওহে শূলপাণি
গৌরীপতি শুণময় ॥ ওহে পশুপতে ! পশুপাশনাশকারি ।
ওহে কাশীপতে ! তৃষ্ণি করুণা বিস্তারি ॥ একাকী এ অগত্যের
হৃষি হিতি লয় । করিতেছ, মহেশ্বর ! ভূমিই নিশ্চয় ॥ ১০ ॥

କାନ୍ତାଲିକୁ ତମ୍ଭମାର ।

ଅତ୍ରୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ତୁ ଶ୍ଵରାରେ, ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟେବ ତିର୍ତ୍ତି
ଜଗନ୍ମହାତ୍ମ ବିଷ୍ଣୁନାଥ । ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟେବ ଗଚ୍ଛତି ଲମ୍ବଃ ଜଗହେତୁଷୀଶ
ଲିଙ୍ଗାଞ୍ଚକୋ ହର ଚରାଚର ବିଶ୍ଵକପିନ୍ ॥ ୩୧ ॥

ହେ ଦେବ ! ହେ ଭବ ! ଓହେ ମଦନନିଧନ । ତୋମା ହତେ ହିତେହେ
ଜଗନ୍ ରତ୍ନ ॥ ହେ ମୃତ ! ହେ ବିଶ୍ଵନାଥ ! ଆପନାତେ ଆର । ବର୍ତ୍ତମାନ
ରହିଛାହେ ଜଗନ୍ ସଂଶାର ॥ ହେ ଈଶ ! ତୋମାତେ ଇହା ହିବେକ
ଲମ୍ବ । ନିଶ୍ଚୟ ଇହାଇ, ନାହି ତାହାତେ ସଂଶୟ ॥ ହେ ହର ! ସହିତ
ତୁମି ଲିଙ୍ଗାଞ୍ଚକ କପ । ତଥାଚ ସମ୍ମଦ ବିଶ୍ଵ ଆପନ ସ୍ଵର୍ଗପ ॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶକ୍ତରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିରଚିତ ବେଦମାର ଶିବକ୍ଷୋତ୍ର ସମାପ୍ତ ।

সপ্তশতিসাল ।

লক্ষ্মীশ্রেণীগম্ভীরাং প্রতজ্ঞতি কুজগাধীশ জন্মে সদা
 পাছুৎপন্নো দানবৌ তচ্ছুবণ মলময়াঙ্গো মধুং কৈটভং ।
 চৃষ্টু। তীতস্য ধাতুর্ভিত্তি রভিতুতা মাণু তৌ বাশমুক্তীং
 হৃগাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষা পছন্দুলনায় ॥ ১ ।
 তগবান মারায়ণ শেষশর্ব্যোপর । যোগবিদ্বা সমাজয় করিষ্যে
 তৎপর ॥ তাঁর কর্ণমূল মলা হইতে তখন । মধু ও কৈটভ জন্মে
 দানব দুঃখ ॥ তৎকালীন জিঘরের নাভিপদ্মোপর । বিস্তা-
 ছিলেন বিধি চারি মুখ ধর ॥ ঐ ছাই দানবেরে করিয়া দর্শন ।
 বিশেষ ভয়ান্ত তাঁর হোয়েছিল মন ॥ বিবিধ স্তবন তিনি
 করিয়া প্রয়োগ । করিয়াছিলেন আঁক্যা ভবানীর মোগ ॥ তা-
 হাতে প্রসঙ্গ যিনি হইয়া সম্ভবে । বিনাশ করেব ঐ ছাই দৈত্য-
 বরে ॥ অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন । আমি সইতেছি সেই
 দুর্গার শরণ ॥ ১ ॥

বুদ্ধে নির্জিত্য দৈত্যঃ স্তরকুলমধিলং বস্তুসীরেযু
 ধিক্ষেয়স্থাপ্তাপ্য স্থান্বিধেয়ান স্বয়মগমসমসৌ শক্তাং
 বিজ্ঞেণ । তৎ সামাত্যাগ্নিত্রিঃ মহিষ অভিবিহত্যাক্ষয়
 মূর্কাধিরচাং হৃগাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপছন্দু
 লনায় ॥ ২ ॥

মহিষ মাসেতে দৈত্য অভি দূরাশয় । সমরে অমরসগণে করি
 পরাজয় ॥ বশীভূত দৈত্যদলে তাঁহের কার্য্যেতে । বিশুদ্ধ
 করিয়া নিজ ভুক্ত বিজ্ঞমেতে ॥ আপনি ইজ্জত পদ করে অধি-
 কার । সেই অহিষ্বেরে, তাঁর সঙ্গীগণে আর ॥ সদাচ করিয়া
 মহিষের শিরোপর । বামাঙ্গুষ্ঠ কারা যিনি করিলেন অন্ত ॥
 অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন । আমি সইতেছি সেই
 দুর্গার শরণ ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুৎপত্তি প্রণাশ হিতি বিজ্ঞতি পরেদেবী ঘোরা-
অস্ত্রারিদ্বাসাং ত্রাস্তুং কুলং নঃ পুনরপি চ মহাসঙ্কটে-
স্বীচুশেবু । আবিভুং যাঃ পুরস্তাদিতি চরণ নমঃ সর্ব
গৌর্বাগ বর্গাং হুর্গাং দেবীঃ প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপ
ছন্দুলাভ ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুর যে জীভা, সৃষ্টি, স্থিতি, আর লয় । হে দেবি ! আপনি
কর সেই সন্মুক্ত । তৃপ্তিই নিরতা আছ তাহে অনুক্ষণ । ওগো
মা ! পুনশ্চ যদি সঙ্কট এমন ॥ উপস্থিত হয এই অস্তরের ভয়
আমাদের কুল রক্ষা জন্য সে সময় ॥ আবিভু তা হটিবেন, এই
নিরবেদন । এ প্রকার দেবগণ করিয়া স্তবন । প্রাতমনে স যতনে
চরণে ঘাহার । প্রণাম করেন হোয়ে বিপদে উদ্ধাব ॥ অশেষ
আপদে মুক্ত হইতে এখন । আমি লইতেছি সেই হুর্গার
শরণ ॥ ৩ ॥

হস্তং শুভ্রং নিশ্চলং ত্রিদশগণমুতাং হেমদোলাং হি-
মাশুরাবৃকচাং বৃজসৈন্যান যুধি নিহতবতীং ধূঢুক চশ-
মুক্তান্ব । চামুণ্ডাখ্যাং দধানা মুপসমিতমহারক্তবীজো-
পসর্গাং ছুগাং দেবীঃ প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপন্দু-
অুলমাভ ॥ ৪ ॥

শুভ্র ও নিশ্চল দৈত্যে বধিতে সমরে । দেবগণ কৃত যিনি শুভ
হোয়ে পরে ॥ হিমালয়ে গিয়া অনোহর ঝুপ ধরি । সুবর্ণ পর্যকে
রূপ অবস্থিতি করি ॥ আর যিনি চমৎকার বৃহের দ্বারায় ।
যে যে সর্ব সৈন্য ছিল সংস্থিত তথার ॥ ধূঢুলোচনাখ্যা চশ শু-
ণাদি ভীৰু । শুভ্র নিশ্চলের সৈল সংরক্ষক গণ ॥ সমরে তাদের
তিনি করেন নিহত । আর যিনি চশ শুণে রথে করি হত ॥
তাহাদের হিম শুণ করি আনয়ন । লোক মাঝে চামুণ্ডা নামেতে
খ্যাত হন ॥ রক্তবীজ অস্তরের উপন্দুব আর । উপশম হয় এক

কৃপাত্তেই দাঁড়া ॥ অশেষ আপরে মুক্ত হইতে এখন । আমি
লইতেছি সেই দুর্গার শরণ ॥ ৪ ॥

অজ্ঞেশ কন্দ নারায়ণ কিটি নরসিংহেন্দ্রশক্তীঃ স্বভূত্যাঃ
কৃত্বা হস্তা নিষ্ঠুঃ জিত বিবুধগাং ত্রামিতাশেষ লোকঃ ।
একীভূত্যাথ শুভ্রঃ রণশিরসি নিহত্য শ্রীতা মাত্র ধৰ্ম্মাঃ
ছুগাং দেবীঃ প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপদম্ভূলনায় ॥ ৫ ॥

সমরে অসুরসেনা করিতে নিধন । বিধি, হর কার্তিকেয় আর
নারায়ণ ॥ বরাহ ও নরসিংহ শক্তি স্বাকাশ । অর্থাৎ অজ্ঞাণী
আদি অষ্টমাতৃকায়) ॥ নিযুক্তা কারয়া যিনি নিষ্ঠু দানবে
নিহত করেন রথে ভুষ্ট দেব সবে ॥ দেবগণে ঐ দৈত্য করি
পরাজিত । কোরেছিল সকল ভুবন সন্ত্বাসিত । পরে যিনি একা-
কিনী শূল ধরি করে । কোরেছেন শঙ্খ দৈত্যে নিহত সঘরে ॥
অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন । আমি লইতেছি সেই
দুর্গার শরণ ॥ ৫ ॥

ত্রায়স্থ স্বামীনীতি ত্রিভুবন জননি প্রার্থনা স্বর্যপার্শ্বা
পাল্যস্তেহ্যার্থনায়াঃ ভগবতি শিশবং কিং স্বদন্ত্যা অরম্ভ্য ।
তত্ত্বাং স্যামুমসেত্যবনত বিবুধাহ্লাদিবীক্ষা বিসর্গাং
ছুগাং দেবীঃ প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপদম্ভূলনায় ॥ ৬ ॥

ওগো সর্বেশ্বরি ! ওগো ত্রিলোকজননি ! । আমাদিগে সং-
রক্ষণ করুন আপনি ॥ একপ প্রার্থনা করা তোমার সদনে ।
প্রয়োজন নাহি তাহা জানিতেছি মনে । কারণ ঈশ্বরী তুমি
জননী ও তার । পালন করিছ, কিবা কার্য প্রার্থনাই ॥ ওগো
ভগবতি ! তোমা বিনে কি কথন । অচমাতা অভিমান করিয়া
আবণ্য । একপ পালন কি করেন শিশুগণে । কখনই নচে
তাহা জানিতেছি মনে ॥ স্বভাবত জনকীয়া প্রার্থনা বিহুলে ।
শিশুগণে পালন করেন সবতনে ॥ অস্ত্রেব প্রার্থনা করিব আই

ଆଏ । ଆପନାକେ କେବଳ କରି ମା ନମଶ୍କାର ॥ ଏ ଅକାର ସ୍ଵର
କରି ସତ ଦେବଗଣ । ବିନାଁ ହଇଲେ, ଯିବି ତୀଦେର ତଥିନ । ଅନି-
ର୍ବଚନୀର ରୂପା କରି ବିତରଣ । ମାତ୍ରରେ ତୀଦେର ପ୍ରତି କରେନ ଦର୍ଶନ
ଅଶ୍ୱେ ଆପଦେ ଯୁକ୍ତ ହିତେ ଏଥିନ । ଆମି ଲାଇତେଛି ମେହି
ଛର୍ଗାର ଶରଣ ॥ ୬ ॥

ତୈଣ୍ଡ୍ୟାନାଃ ଶ୍ରୀନାମନୁସରଣରତାଃ କେଲିନାନାବତାରାଃ
ତୈଲୋକ୍ୟତ୍ରାଣଶୀଳାଃ ଦମ୍ଭଜକୁଳବନୀ ବହିକୌଳାସନୀଲାଃ ।
ଦେବୀଃ ସଚ୍ଚିନ୍ନାରୀଃ ତାଃ ବିପୁଲିତ ବିନନ୍ଦ ସତ୍ରିବର୍ଗାପବର୍ଗାଃ
ଦୁର୍ଗାଃ ଦେବୀଃ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଶରଣ ମହ ମଶେଷାପଦ୍ମବୁଦ୍ଧନାର ॥ ୭ ॥

ବିନି ନିତ୍ୟଜାନ ଓ ଆନନ୍ଦକପା ହନ । ନିଷ୍ଠାମ ଯେ ସବ ସଜ୍ଜ
ରତ ସ୍ୟକ୍ତିଗଣ ॥ ଆମଦେ ପ୍ରଗମି ସ୍ଵର କରରେ ବିଧାନ । ତାହା-
ଦେର ଅପଦ୍ୟ କରେନ ପ୍ରଦାନ ॥ ଅପର ଯାହାରେ ମାଯାସନ୍ତବ ବନ୍ଦ ।
ସର୍ବ ରଙ୍ଗ ତରଣ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେ ॥ ଇହାଦେର ଅନୁସରଣେତେ
ମନ ଯାଇ । ଯାହା ହୋଇତେ କ୍ରୀଡା ଜଣ ନାନା ଅବତାର ॥ ଆପନାର
ବିନିର୍ବିତ ପ୍ରପକ୍ଷ ପାଲନ । ଯାଇର ସ୍ଵତାବତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦିତ ଏମନ ॥
ଦୈତ୍ୟକୁଳ ରୂପ ଫୁଲ ବନେତେ ଯାହାର । ଦର୍ଶାପି ଶିଥାର ଶମ ସ୍ଵତାବ
ପ୍ରାଚାର ॥ ଅଶ୍ୱେ ଆପଦେ ଯୁକ୍ତ ହିତେ ଏଥିନ । ଆମି ଲାଇତେଛି
ମେହି ଦୁର୍ଗାର ଶରଣ ॥ ୭ ॥

ଶିଂହାକଢା ତ୍ରିନେତ୍ରାଃ କରତଳ ବିଲମ୍ବକ୍ର ଶାନ୍ତିଦିରମ୍ୟାଃ

ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମିଷ୍ଟ୍ରୁପ୍ରଦାତ୍ରୀଃ ତିରୁବନନ୍ଦନୀଃ ସର୍ବଲୋକୈକ ସଞ୍ଚୟାଃ ।

ସର୍ବାଲକ୍ଷାର ଦୀପ୍ତାଃ ବିଧୁଯୁତ ମୁକୁଟାଃ ଶ୍ଯାମଲାତ୍ମୀଃ କୁଶାତ୍ମୀଃ

ଦୁର୍ଗାଃ ଦେବୀଃ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଶରଣ ମହ ମଶେଷାପଦ୍ମବୁଦ୍ଧନାର ॥ ୮ ॥

ଯିନି ଶିଂହାକଢା, ତ୍ରିମୟନା ବଲି ଆର । ଶର୍ଵ ଚକ୍ର ଆଦି ଅତ୍ର
କରେ ଶୋଭି ଯାଇ ॥ ତାହାତେ ବିଶେଷ ତାର ଶୋଭା ମଲେ ପଣି ।
ଅତ୍ରର ଅତ୍ମାଷ୍ଟଦାତ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋକ ଜନନୀ ॥ ତିନି ଏକ ବନ୍ଦନୀର
ଲୋକ ସବାକାର । ସର୍ବ ରୂପ ଅନନ୍ତାରେ ଅଲଙ୍ଘି ଆର ॥ ଶ୍ଯାମୀ ଓ

সপ্তশতীসার।

১

কুশাঙ্কী, যাঁর মুকুটেতে আর। শশধর বসি করে কীরণ বিস্তার
অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই
দুর্গার শরণ ॥ ৮ ॥

এতৎ সন্তঃ পঠন্ত স্তব মাখিলবিপজ্জালতূলানলাভঃ হৃষ্ণো-
হধ্বান্তভানু প্রতিম মাখিল সঙ্গম কঞ্চকঞ্চঃ ।
দৌগং দৌগ্যত্যঘোরাতপ তুহিনকরপ্রথম্য মংহোগজেন্দ্র
শ্রেণী পঞ্চাম্য দেশ্যং বিপুলভয়দ কালাহিতাক্ষঃ-
প্রতাপঃ ॥ ৯ ॥

এই শ্রীদুর্গার স্তব অভুল্য অমূল্য। তুলারাশি কৃপ বিপদের
বহি তুল্য ॥ ধ্বান্ত কৃপ মানস মোহ যে ঘোর অতি। তাহাও
বিনাশে ইহা সম দিনপতি ॥ মানসীক বিষয় যে আছে সমু-
দয়। কঞ্চ বৃক্ষ নম তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥ দারিদ্র দ্বৰ্কপ যে
সন্তাপ ক্লেশকর। তাহা নিবারণ জন্য যেন শশধর ॥ পাপ-
কৃপ গজেন্দ্র শ্রেণীর পশ্চপতি। কালকৃপ সর্পের জানিবে খগ-
পতি ॥ অতএব ওহে সাধু পুরুষ নিকর। সদা পাঠ কর হোয়ে
পবিত্র অন্তর ॥ ৯ ॥

(সপ্ত শতীসার দুর্গার স্তব সমাপ্ত ।)

ଅଧିକାର୍ଥିକାନ୍ତକ ।

ବିକୋଃ ସୁତପ୍ରତପମ୍ବା ଚଲିତୋତ୍ତମାତ୍ମା । ହିଶେ ଶିତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧି-
ଦିବାସୁରତଃ ସୁକର୍ଣ୍ଣଂ । ଯା ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ମଳିଲେ ଲଲିତା
ପପାତ ସା ମେ ସଦା ଶିବକରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାନ୍ତ ॥ ୧ ॥

ଭଗବାନ୍ ବିଷ୍ଣୁର ତପେତେ ଯେ ସମୟ । ଶଙ୍କରେର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବିଚ-
ଲିତ ହୟ ॥ ଗଗନ ହିତେ ପଡ଼େ ବିଜ୍ଞ୍ୟଂ ଯେମନ । ତନ୍ଦ୍ରପ ଶିବେର
କର୍ଣ୍ଣ ହିତେ ତଥନ ॥ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ନୀରେ ଯିନି ହୋଲେନ ପତିତ ।
ତିନିଇ ଲଲିତା ‘ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା’ ବିଦିତ ॥ ଅଧିକ ତାହାରେ ଆମି
କି ବଲିବ ଆର । ଶିବକରୀ ହୋନ୍ ତିନି ସତତ ଆମାର ॥ ୨ ॥

ଚିନ୍ତାମଣି ଶୁଭ୍ରତାଂ ସହମାନ୍ତକାଳେ ତତ୍ତ୍ଵାରକଂ ବ୍ୟପଦିଶ-
ତ୍ୟଥ କର୍ଣ୍ଣିକାଯାଂ । ସମ୍ୟାଂ ମୃତୋ ନ ଭବ ମେତି ଭବପ୍ରସାନ-
ଦାଂ ସା ମେ ସଦା ଶିବକରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାନ୍ତ ॥ ୩ ॥

ଚିନ୍ତାମଣି ଝପ ଯିନି ଦେହଧାରିଦେର । ଅନ୍ତଃକାଳୋଦୟେ ଯିନି
ମରୁଷ୍ୟଗଣେର ॥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ମହିଞ୍ଜ୍ୟ ଅଶେଷ । ଅବଳ କୁହରେ
ଯିନି ଦୟାନ ଉପଦେଶ ॥ ଆର ଯଥା ଜୀବନ କରିଲେ ପରିହାର ।
ଶିବେର ପ୍ରସାଦେ ପ୍ରାଣ୍ୟ ନା ହୟ ସଂସାର ॥ ମେଇ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଖ୍ୟା
ମର୍ବଦା ଆମାର । ଶିବକରୀ ହିତୁ କି କବ ଆମି ଆର ॥ ୪ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରାଂଶୁକା ସୁନୟନା ଧରଳା କୁମାରୀ, ବେଦାଂଶ୍ଚ ପାଣି କମଲେ
ବର ମୌତ୍ତିକାତ୍ୟା । ଯା ଦୃଶ୍ୟତେ ସୁକୁତିତି ବରକାଶି-
କାର୍ଯ୍ୟାଂ ସା ମେ ସଦା ଶିବକରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାନ୍ତ ॥ ୫ ॥

ସୁନୟନା ସୁକୁମାରି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଯାର । ଚନ୍ଦ୍ରମମ ଶୁଭ୍ର ବାସ ପରା
ଚମ୍ରକାର ॥ ଯାର କରପତ୍ରେ ଶୋଭେ ବେଦ ସମୁଦ୍ରାୟ । ଗଲଦେଶେ
ମୁକ୍ତାହାର ସଦା ଶୋଭା ପାଇ ॥ ପୁଣ୍ୟବାଣି ଜନଗନ ଯାରେ ଅଶୁକ୍ଳଣ ।
ଶୁପ୍ରବିତ୍ର କାଶୀଧାମେ କରେନ ଦର୍ଶନ ॥ ମେଇ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଖ୍ୟା ମର୍ବଦା
ଆମାର । ଶିବକରୀ ହିତୁ କି କବ ଆମି ଆର ॥ ୬ ॥

ମାଲାଇ ଶୁଦ୍ଧଜମୟୀଂ କରକଷ୍ଟଯୋ ଯୀ ଧତ୍ତେ ସରୋଦୟତ କରେ
ଶୁଭମାତୁଳାଙ୍ଗେ । ସନ୍ଧପଣାନି ଯୁଗଲେ ଶୁଭ ପଞ୍ଚମାସ୍ୟେ
ସା ମେ ମଦା ଶିବକରୀ ମନିକର୍ଣ୍ଣକାଷ୍ଟ ॥ ୪ ॥

ଯାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମଦା ସର୍ବକୁଳ । କରେ, କଟେ ପଞ୍ଚମାଲା
କରେନ ଧାରଣ ॥ ସର ଦାନେ ଉତ୍ଥାତ ଯାହାର କର ଆର । ତାହାତେ
ଶୁଭରାଫଳ ଶୋଭେ ଚମ୍ଭକାର ॥ ଯାର ହଞ୍ଚ ଏକତ୍ରେ ସନ୍ଧିତ ଅନୁକୁଳ ।
ପଞ୍ଚମ ଦିକେତେ ମଦା ଯାହାର ବଦନ ॥ ମେହି ମନିକର୍ଣ୍ଣକାଖ୍ୟା ମତତ
ଆମାର । ଶିବକରୀ ହଉନ କି କବ ଆମି ଆର ॥ ୪ ॥

ଦାନାବଗାହ ଶୁରପୁଜନ ତର୍ପଣାଦି ସମ୍ୟାମନକୁ ଫଳଦଂ ଭବତି
ପ୍ରସଙ୍ଗୀଂ । ତତ୍ତ୍ୱ କୃତଂ ଯଦି ତଦେବ ଜଗନ୍ତ ପୁରୀତି ସା
ମେ ମଦା ଶିବକରୀ ମନିକର୍ଣ୍ଣକାଷ୍ଟ ॥ ୫ ॥

ମ୍ଲାନ, ଦାନ ଦେବାର୍ଚଣ ତର୍ପଣାଦି ଆର । ଯଥାଯ କରିଲେ ହୟ କଳ
ଲାଭ ତାର ॥ ଭକ୍ତିମତେ ଯଦି ତାହା କରଯେ ମାଧନ । ଜଗତ ପବିତ୍ର
ହବେ ବିଦିତ ଏମନ ॥ ମେହି ମନିକର୍ଣ୍ଣକାଖ୍ୟା ମତତ ଆମାର । ଶିବ-
କରୀ ହଉନ କି କବ ଆମି ଆର ॥ ୫ ॥

ସ୍ଵର୍ଗ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଭବତି ଚୀରଧରୋପି ରାଜୀ ମୃତ୍ୟୁଃ ମଧ୍ୟ ମୁଖ-
ହରୋପି ଶବଃ ଶିବଃସ୍ୟାଂ । ପାତୋପି ଯତ୍ର ଶୁରସମ୍ମତ ଉତ୍ତ-
ମାଦ୍ୟା ସା ମେ ମଦା ଶିବକରୀ କନିକନିକାଷ୍ଟ ॥ ୬ ॥

ଯେ ହାନେତେ ତୃଣ ତୁଳ୍ୟ ତାବଯେ ଅମରା । ରାଜ ସମ ଜୀବନ କରେ
କୌପୀନ ଯେ ପରା ॥ ସୁଧ ଧର୍ମସି ଶବ ସେଣ ଶିବଙ୍କପ ହୟ । ମେହେ
ମୟୁମ୍ବ ସଥା ପଢିବେ ବିଲାସ ॥ ମେହି ମନିକର୍ଣ୍ଣକାଖ୍ୟା ମତତ ଆମାର
ଶିବକରୀ ହଉନ କି କବ ଆମି ଆର ॥ ୬ ॥

କୃଷ୍ଣାପି ଯୋଗିମମତାଂ ସମୁଦ୍ରେତି ଯତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁରୋଦୟଦି
ଶିବଃ ସହି କାଳ କାଳଃ । ସନ୍ଧ୍ୟାନତୋହପ୍ୟଭର ମେତି ଚ
ଶୁର ବାବୀ, ସା ମେ ମଦା ଶିବକରୀ ମନିକର୍ଣ୍ଣକାଷ୍ଟ ॥ ୭ ॥

ଯୋଗିମମ ହୟ ସଥା କୁଣ୍ଡ ସ୍ଵର୍ଜି ଜନ । ମଘ ହୱେ ସଥା ଶିବ
କରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ॥ ଆପନି କାଳେର କାଳ ସମର୍କପ ହୟ । ସାର ଧ୍ୟାନେ
ଦୂରବାସୀ ଲଭ୍ୟେ ଅଭୟ ॥ ମେହି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଖ୍ୟା ସତତ ଆମାର ।
ଶିବକରୀ ହଟନ କି କବ ଆମି ଆର ॥ ୭ ॥

ସଂମଞ୍ଜି ବାୟୁରପି ଦୂରଗତଃ ସୁସୁନ୍ଧଃ ପାତାଲଗଃ ସୁରଗଃ
ଦିବିଗଃ କରୋତି । ଜନ୍ମନ୍ ପୁନାତି ସକଳାନପି ଗାଃ ଗତା-
ଯା ସା ମେ ସଦା ଶିବକରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାସ୍ତ ॥ ୮ ॥

ସାହାର ସଂମର୍ଗ ଲାଭ କରି ସମୀରଣ । ଶୂନ୍ୟ ହୟେ ଦୂରାନ୍ତରେ କରଯେ
ଗମନ ॥ ପାତାଲ ହଇୟା ଗତ ଦେଖ ତଥାକାର । ଦୂରଗଣେ ସ୍ଵର୍ଗଙ୍କ
କରାର ଚମ୍ବକାର ॥ ଧରିଗତ ହୋଇୟେ ତତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଣିଗଣେ । ପବିତ୍ର
କରିଛେ ଦେଖ ସାହାର କାରଣେ ॥ ମେହି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଖ୍ୟା ସତତ
ଆମାର । ଶିବକରୀ ହଟନ କି କବ ଆମି ଆର ॥ ୮ ॥

ସଂମାର ଚିନ୍ତାମଣି ରେବ ସମ୍ଯାଃ ତତ୍ତ୍ଵାରକଃ ସଜ୍ଜନ କରି-
କାଯାଃ । ଶିବୋଭିଧତେ ସହସାନ୍ତ କାଳେ ତତ୍ତ୍ଵୀଯତେ ବୁଦ୍ଧ-
ଜନେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକେତି ॥ ୯ ॥

ସଂମାରେର ଚିନ୍ତାମଣି କୁପେ ଯିନି ରଣ । ଯେ ହେତୁ ମେ ଶ୍ଵାନେ
ଅନ୍ତଃକାଳେ ତ୍ରିଲୋଚନ ॥ ଆପନି ତାରକମନ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜନ ଅବଶେ ।
ଅଦ୍ଵାନ କରେନ ଏହି ପ୍ରଧାନ କାରଣେ ॥ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଖ୍ୟା ତାମ ହୋ-
ଯେଛେ କୌର୍ବନ । ନିଶ୍ଚଯ ଜାନିବେ ଇହ ହିନ୍ଦୁ ନିରୂପଣ ॥ ୯ ॥

ମୋହଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପୀଠ ମନି ସ୍ତଞ୍ଚରଣ୍ୟଜ୍ଞୟୋଃ । କର୍ଣ୍ଣିକେତି
ତତଃ ପ୍ରାହୁ ସାଂ ଜନା ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଃ ॥ ୧୦ ॥

ଯିନି ମୋହଲକ୍ଷ୍ମୀକପା ହୋଇୟେଛେ ନିଶ୍ଚିତ । ମହାପୀଠ ମନି
ସାହା ଆଛୟେ ବିଦିତ ॥ ତାର ପାଦପଦ୍ମର କର୍ଣ୍ଣିକା ତାହା ହୟ ।
ତାହେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ବଲିଯା ଲୋକ କର୍ଯ୍ୟ ॥

ପଞ୍ଚାଧର କବି ରଚିତ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସ୍ତୋତ୍ର ସମାପ୍ତ ॥

অথর্ব বেদান্তগতি নিরলম্বোপনিষদ্ব।

ত্রিক্ষ ভরদ্বাজ সংবাদ ।

ভরদ্বাজ উবাচ ।

১ প্রশ্ন । কিং ত্রিক্ষতি ।

তাৰা । ভরদ্বাজ প্রশ্ন কৱি ত্রিক্ষ প্রতি আকৰ্ষণ আকৰ্ষণ, কৃপাকৱি কহ সদাশয় ॥

ত্রিক্ষোবাচ । অচিন্ত্যোপাদি বিনিমুক্তমনাদ্যেন্দ্রং শুঙ্কং শাস্তং
নিষ্ঠং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অথষ্টৈকরসং অবিতীয়ং চৈতন্তং
ত্রিক্ষ ॥

তাৰা । ভরদ্বাজে ত্রিক্ষা কন শুন বিবৰণ । অচিন্ত্য উপাদি
তিনি মায়াবৃত নন ॥ আদ্যন্ত রহিত, শুঙ্ক, শূন্য অহংকাৰ
কৃত্ত্বাদি কিছু মাত্ৰ নাহিক তাৰাৰ ॥ শাস্তভাব রাগদেৰ সকল
রহিত । নিষ্ঠন নির্মল সহৱজ গুণাতীত ॥ আকাৰ রহিত তিনি
নিত্যানন্দময় । অথষ্টৈকরস, সুখ ভিন্ন কিছু নয় ॥ এই সব
বাক্য দ্বাৰা যে চৈতন্ত হয় । তিনিই জানিবে ত্রিক্ষ, আৱি কিছু
নয় ॥

২ প্রশ্ন । কি সকলং ত্রিক্ষ (সর্বৎখলিদং ত্রিক্ষ)

তাৰা । পুনশ্চ ত্রিক্ষার প্রতি ভরদ্বাজ কয় । ‘সকল ত্রিক্ষ
কি ? , তাহা কহ কৃপাময় ॥

উত্তর । অব্যক্তামহদহক্ষার পৃথিব্যপ তেজো বায়ুকাশি-
অক তেম বহুজপেণাশুকোষেণ কৰ্ম্ম জ্ঞানৰ্থে ক্লুপতয়া তাৰমানং
সকল শক্ত্যপৰ্যাপ্তিতং সকলং ত্রিক্ষ ॥

তাৰা । প্রকৃতি, জীবাজ্ঞা, মহত্ত্ব অহক্ষার । পৃথিবী উদক,
অঘি বায়ু বোম, আৱি ॥ নানা কৃষ্ণ মানুজান ক্লুপে প্রকাশিত ।

ମର୍ମାଙ୍ଗି ବିଶିଷ୍ଟ ଯେ ବ୍ରଜାଣ୍ଡ ରଚିତ ॥ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ତ ଯାହା ହୟ
ଜୀବନ । ମକଳ ବ୍ରଜାଇ ତାହା ଶୁଣ ତପୋଦନ ॥

୩ ପ୍ରଶ୍ନ । କଃ ଈଶ୍ୱରଃ ।

ଭାବା । ଭରତାଜ କହେ ଦେବ ସଦୟ ହଇଯା । “ଈଶ୍ୱର କେ”,
କହ ତାହା ବିଶେଷରିଯା ।

ଉତ୍ତର । ଅନ୍ତର୍ମାଣ ଅପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତ୍ୟଭିଲେଶମାତ୍ରିତ୍ୟ ଲୋକାନ୍ତ
ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଦୀମିତ୍ୟେନ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ବ୍ରଜାଦୀନାଂ ବୁନ୍ଦ୍ୟାଦୀନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଯନ୍ତ୍ର୍ୟ-ବ୍ରା-
ଦୀଶ୍ୱରଃ ॥

ଭାବା । ଅକ୍ରତି ଶକ୍ତିର କରି ଆଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ । ସମସ୍ତ ସ୍ଥିର
ଅତି କରିଯା ଈକ୍ଷଣ ॥ ସବାକାର ଅନ୍ତର୍ଦୀମା ସବାର ଅନ୍ତରେ । ପ୍ରବେଶ
କରିବ ଚିନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ ମର୍ମରେ ॥ ବ୍ରଜା ଆଦି ଅଗତେର ସତ ଜୀବଗଣ
ଇହିଯାଦି ବୁନ୍ଦି ଅଷ୍ଟା ତ୍ଥାଦେର ସେତନ ॥ ଯେ ବ୍ରଜ ଈଶ୍ୱର ତିନି
ପ୍ରଭେଦ କି ତାମ । କହିଲାମ ବିଶେଷିଯା ସମସ୍ତ ତୋମାୟ ॥

୪ ପ୍ରଶ୍ନ । କୋ ଜୀବଃ ।

ଭାବା । ଭରତାଜ ପୁନଃ କହେ ହେ ଚତୁରାନନ । “କେବା ଜୀବ”,
କୁପାକରି କରନ କିର୍ତ୍ତନ ॥

ଉତ୍ତର । ବ୍ରଜେବ ବ୍ରଜା ବିଶୁଃ ବିଶେଷେନ୍ଦ୍ରାଦି ନାମକପ ଦ୍ଵାରାହ-
ମିତ୍ୟଧ୍ୟାଦବଶାନ୍ତ କୁଲେ ଜୀବାଃ ମୋଯମେକୋପି ଦେହାହଂ ଭେଦ-
ବଶାଦଂଶୀ ବହବୋ-ଜୀବାଃ ॥

ଭାବା । ବ୍ରଜା ବିଶୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁରମର । ବ୍ରଜାଇ ଆପନି
ମର ଧରେ କଲେବର ॥ ଆମି ବ୍ରଜା ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରଜାଙ୍ଗ ମୁଦର । ଆମି
ବିଶୁ ଚାରି ମୁଖ ଶାମାକଲେବର ॥ ଆମି ଶିବ ସ୍ଵେତକାନ୍ତି ଶୋଭେ
ପଞ୍ଚମାନ । ଆମି ଈଶ୍ୱର ମହାକାଶ କୁଞ୍ଜର ବରଗ ॥ ଏକପ ଚିନ୍ତାର ଦ୍ଵାରା
କୁଲ ଜୀବ ହୟ । କୁଲଜୀବ ହିତେହି ଜୀବ ସମୁଦୟ ॥

୫ ପ୍ରଶ୍ନ । କା ପ୍ରକୃତିଃ ।

ଭାଷା । ଭରଦ୍ଵାଜ କହିଲେନ, ହେ କମଳାସନ ॥ “ପ୍ରକୃତି କେ”
କୁଣ୍ଡା କରି କରନ କୀର୍ତ୍ତନ ॥

ଉତ୍ତର । ବ୍ରଜଗଂଧ ମକାଶାନ୍ ନାନାବିଧ ଜଗଦ୍ଵିଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମର୍ଥ
ବୁଦ୍ଧିକୃପା ବ୍ରଜଶକ୍ତିରେବ ପ୍ରକୃତିଃ ॥

ଭାଷା । ବ୍ରଜ ହୋତେ ସୁଷ୍ଠିର ହେ ବିଚିତ୍ର ଜିର୍ମାଣ । ବୁଦ୍ଧିକୃପା
ବ୍ରଜଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବିଧାନ ॥

୬ ପ୍ରଶ୍ନ । କଃ ପରମାତ୍ମା ।

ଭାଷା । ପୁନଃ ଭରଦ୍ଵାଜ କହେ କରିଯା ବିନୟ । “ପରମାତ୍ମା,,
କିବା,, ତାହା କହ ମଦାଶୟ ॥

ଉତ୍ତର । ଦେହାଦେଶ ପରମ୍ପାନ୍ ବ୍ରଜେର ପରମାତ୍ମା ।

ଭାଷା । ତୌତିକ ଯେ ଦେହ ତାହା ମାଯାର ବ୍ୟାପାର । ଦେହଟେ
ଯେ ବ୍ରଜ ; ନାମ ପରମାତ୍ମା ତାର ॥

୭ ପ୍ରଶ୍ନ । କେ ବ୍ରଜାଦ୍ୟାଃ ।

ଭାଷା । ଭରଦ୍ଵାଜ କହିଲେନ କରିଯା ବିନୟ । “ବ୍ରଜାଦି,, ଈଶ୍ଵରା
କେବା ବଳ ମଦାଶୟ ॥

ଉତ୍ତର । ମ ବ୍ରଜା ମ ଶିବଃ ମୋକ୍ଷର ମ ଈମ୍ବୁଦ୍ଧଃ ମ ବିକୁଣ୍ଠଃ ମ ରମ୍ଭନଃ
ତେମନଃ ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଃ ମ ଚନ୍ଦ୍ରମାଃ ତେ ସୁରାଃ ତେ ପିଶାଚାଃ ତେ ଜୀବାଃ
ତାଃ ଶ୍ରିଯଃ ତେ ପଞ୍ଚାଦରଃ ତଦିତର ସର୍ବମିହଃ ବ୍ରଜଶୋ ନା ନାନ୍ତି
କିଞ୍ଚନ ॥

ଭାଷା । ବ୍ରଜାଇ ବ୍ରଜେର ଝାପେ ହନ ବିଜ୍ଞାନିକା । ବ୍ରଜାଇ ଆପନି
ଶିବ ଜାନିବେ ନିଶ୍ଚିତ ॥ ବ୍ରଜାଇ ହେ ପରମାତ୍ମା । ବ୍ରଜାଇ ଧାରବ ।
ବ୍ରଜଟ ହେ ରତ୍ନ କୃପ, ବ୍ରଜାଇ କେଶବ ॥ ବ୍ରଜାଇ ଜାନିବେ ମମଃ ବ୍ରଜ
ଦିନକର । ବ୍ରଜାଇ ଶଶାଙ୍କ, ବ୍ରଜ ଦେବତାନିକର ॥ ବ୍ରଜାଇ ଆମିବେ

যত পিশাচ নিচয় । ত্রঙ্গই জানিবে বিশ্বে জীব সমুদ্র ॥ ত্রঙ্গই
কমলা, ত্রঙ্গ পথাদি সকল । যাবদীয় বস্তু আছে ত্রঙ্গই কেবল ॥
যাবদীয় বস্তু বিশ্বে হয় দরশন । ত্রঙ্গ ভিন্ন কিছু নাহি শুন
তপোধন ॥

৮ প্রশ্ন । কাৰ্যাত্তিৎ ।

তাৰা । ভৱদ্বাজ কহে পুনঃ বিনয় কৱিয়া । “কিবা জাতি,,
কহ দেৱ বিশেষ কৱিয়া ॥

উত্তৰ । চৰ্ম রক্ত বসা মাংস মজ্জা স্থি ধাতুনিত্যক্ষণি জাতিয়া-
ভানো ব্যবহারোপ কল্পিতা ॥

তাৰা । ত্রঙ্গা কন চৰ্ম রক্ত বসা মাংস আৰ । মজ্জা অঁহি
ধাত্যাদিতে জীবেৰ আকাৰ । সেই দেহে কৱে বাহা লৌকীক
ব্যভাৱ । তাৰাই জানিবে মাত্ৰ জাতি জীবান্নাৰ ॥

৯ প্রশ্ন । কিমকৰ্ম্ম ।

তাৰা । ভৱদ্বাজ কহিলেন, হে কমলাসন । “কি অকৰ্ম্ম,,
কুপা কৰি কুলন কীৰ্তন ।

উত্তৰ । ইন্দ্ৰিয় ক্ৰিয়মাণং নাহকাৰা কাৰইত্যধ্যাঅনৰ্ত্ত তয়া
তত্ত্ব কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম ।

তাৰা । ইন্দ্ৰিয় কৰ্ত্তৃক জীব হোয়ে ক্ৰিয়মান । আৰ্য কিছু কৱি
না যাহাৰ এ বিধান ॥ এ প্ৰকাৰ পৱনাৰ্থ নিষ্ঠ মনুষীৰ । কুত
কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম বলিয়া তাৰা স্থিৰ ॥

১০ প্রশ্ন । কি কৰ্ম্ম ।

তাৰা । ভৱদ্বাজ কহিলেন কৱিয়া বিনয় । “কৰ্ম্ম কিবা,, কুপা
কৰি কহ দয়াময় ।

ଉତ୍ତର । କର୍ତ୍ତ୍ଵ ଭୋକ୍ତ୍ଵାହଙ୍କାର ସ୍ଵର୍ଗପବନ୍ଧମଂ ଜମ୍ବୁଦ୍ଵି କର୍ମ
ନିତ୍ୟ ମୈରିସ୍ତ୍ରିକ ସାଗାଦ୍ଵି ବ୍ରତ ତପୋ ଦାନେସୁ ଫଳାନୁମନ୍ଦାନଂ ସଂ
ତ୍ୟ କର୍ମ ॥

ଭାଷା । ଆଁମି କର୍ତ୍ତା ଆଁମି ଭୋକ୍ତା ହେଲ ଅହଙ୍କାର । ତେ ସ୍ଵର୍ଗପ
ସେ ବନ୍ଧନ କାରଣ ତାହାର ॥ ଜଗ୍ଯ, ମୃତ୍ୟ, କରେ ଆର କାରଣାହେଷନ ।
ମୈରିସ୍ତ୍ରିକ ସାଗ ବ୍ରତ, ତପଃ ଦାନେ ଘନ ॥ ଇହାଇ ଜ୍ଞାନିବେ କର୍ମ
ଓହେ ତପୋଧନ । କରିଲାମ ବିଶେଷିଯା ତାହା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ॥

୧୧ ପ୍ରଶ୍ନ । କିଂ ତପଃ ।

ଭାଷା । ଭରତ୍ରାଜ ବିନୟ କରିଯା ପୂରଣ କର । “ତପ କିବା,,
ବିଶେଷିଯା କହ ମଦାଶୟ ॥

ଉତ୍ତର । ବ୍ରଦ୍ଧ ସତ୍ୟଃ ଜଗନ୍ଧିଥ୍ୟେତି ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନାଂ ଅଥିଲ
ବ୍ରଦ୍ଧାଦ୍ୟସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ବୌଜ ମନ୍ୟାସନ୍ତପଃ ॥

ଭାଷା । ମିଥା ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ବ୍ରଦ୍ଧ ଯାର ହେଲ ଘନ । ମେହି ଜନ କରେ
ସତ୍ୟ ତପ ଆଚରଣ ॥

୧୨ ପ୍ରଶ୍ନ । କିମ୍ବାନୁରମିତି ।

ଭାଷା । ଭରତ୍ରାଜ କହିଲେନ, ହେ କମଳାମନ । “ଆନୁରିକ
ତପ କିବା,, କରନ କୌରନ ॥

ଉତ୍ତର । ଅତୁଗ୍ର ରାଗ ଦେବାହଙ୍କାରୋପେତଃ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ହର୍ଯୁକ୍ତ
ତପ ଆନୁରଂ ॥

ଭାଷା । ରାଗ ଦେବ, ଅହଙ୍କାର ହିଂସା ଦଢ଼େ ଘନ । ଏ ପ୍ରକାରେ
ଆରାଧନା କରେ ଯେହି ଜନ ॥ ମେହି ଆନୁରିକ ତପ ଶୁଣ ମନ୍ୟାଚାର ।
କହିଲାମ ବିଶେଷିଯା ନିକଟେ ତୋରାର ॥

୧୩ ପ୍ରଶ୍ନ । କିଂ ଜ୍ଞାନମିତି ।

ଭାଷା । ଭରତ୍ରାଜ କହିଲେନ ଦେବ ପିତାମହ । “ଜ୍ଞାନ କିବା”
କୁପା ପ୍ରକାଶିଯା ତାହା କହ ॥

উত্তর। একাদশেন্দ্রির নিশ্চেহেণ সদগুরপাসনয়া অবল মনন
নিদিধ্যাসন দিক্ষুষ্য প্রকারং সর্বং নিরশ্য সর্বান্তরস্থং
ঘটপটাদি বিকার পদার্থেষু চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি
মাঙ্গাণ্কারান্তুভুবে জ্ঞানং ॥

তারা। একাদশ ইন্দ্রিয়েরে অধীন করিয়া। সদগুরুর
উপদেশ যে জন পাইয়া ॥ ঘট পট প্রভৃতিতে যাঁর ব্রহ্ম জ্ঞান ।
ওহে তপোধন ! বলি সেই জ্ঞান, জ্ঞান ॥

১৪ প্রশ্ন। কিমজ্ঞানং ।

তারা। সম্মেদিয়া বিধাতারে ভরত্রাজ কয় । “অজ্ঞান কি,,
কৃপা করি কহ মহাশয় ॥

উত্তর। রঞ্জু সর্প জ্ঞানমিবাদিতৌয়ে সর্বানুয্য তে সর্বময়ে
ব্রহ্মণি দৈবে তর্যগবানর শ্রীপুরুষ বর্ণাশ্রম বন্ধ মোক্ষাদি
নানা কল্পনায় জ্ঞানমজ্ঞানঃ ॥

তারা। যেমন রঞ্জুতে সর্প ভ্রম উপজয়ে । সেই কৃপ সর্ব
চিন্ত্য ব্রহ্ম সর্বময়ে ॥ দেব পশু পক্ষ আদি পুরুষ অঙ্গনা । বর্ণ-
শ্রম, বন্ধ, মৃত্যু, প্রভৃতি কল্পনা ॥ অজ্ঞানতা হেতু হয় সে সব
কেবল । নতুবা ব্রহ্মই সত্য, সতত নির্মল ॥ তদত্তীত বস্তু আর
নাহি সদাচার । অজ্ঞান জ্ঞানবে ব্রহ্মাতীত জ্ঞান যার ।

১৫ প্রশ্ন। কং সংসারঃ ।

তারা। ভরত্রাজ কহিলেন, হে চতুরানন । “সংসার কি,,
কৃপা করি কর্মন বর্ণন ॥

উত্তর। অনাত্তবিদ্ধা বাসনায়া জাতোহং মৃতোহহমিত্যাদি
ষড়ভাব বিকারঃ সংসারঃ ॥

তারা। অনাদি অবিদ্যা অহং বুদ্ধিতে যে হয় । জন্মিলাম মরি-
লাম ইত্যাদি যে কয় ॥ সেই ষড় বিকার যে আছমে কথিত
সংসার তাহার নাম জানিবে নিশ্চিত ॥

୧୬ ପ୍ରଶ୍ନ । କୋ ବନ୍ଧୁ ।

ଭାଷା । ଭରତ୍ରାଜ କହିଲେନ ଦେବ ପିତାମହ । ‘‘ବନ୍ଧୁ କି’’,
କୃପା କରି ବିଶେଷିଯା କହ ॥

ଉତ୍ତର । ପିତ୍ର ମାତୃ ମହୋଦରାପତ୍ୟ ଗୃହାରାମାଦି କ୍ଷେତ୍ରାଦି ସଂସା-
ରାବରଣ ସଂକଳ୍ପେ । ବନ୍ଧୁ କାମାଦି ସଂକଳ୍ପେ କର୍ତ୍ତ୍ରାତ୍ମହଙ୍କାର ଶକ୍ତ୍ଵା
ଲଜ୍ଜା । ତୟ ଗୁଣ ସଂଶୟାଦି ସଂକଳ୍ପେ । ଦେବ ମନୁଷ୍ୟାଦି କୃପ ନାନା
ଯତ୍ତ ବ୍ରତ ଦାନ ନାନା କର୍ମ ସଂକଳ୍ପେ ଆଚ୍ଛକ୍ଷାତ୍ତ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ
ସଂକଳ୍ପଃ ସଂକଳ୍ପମାତ୍ରଃ ବନ୍ଧୁ ॥

ଭାଷା । ପିତା, ମାତା ଭାତାପତ୍ୟ, ଗୃହ ଉପବନ । କେତ୍ର ଆଦି
ସେ ସକଳ ସଂସାରବରଣ ॥ ତାହାତେ ମାନସ, ତାହା ଜୀବିବେ ବନ୍ଧୁନ
କାମାଦି ସଂକଳ୍ପ ଆର ଏକୃପ ବର୍ଣନ ॥ କର୍ତ୍ତ୍ରାଦି ଅହଙ୍କାର ଶକ୍ତ୍ଵା
ଲଜ୍ଜା, ଭୟ । ଗୁଣ ଓ ସଂଶୟ ଯାହା ଚିତ୍ରନୀୟ ହୟ ॥ ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ
କୃପ ଯତ୍ତ ବ୍ରତ ଦାନ । ନାନା କର୍ମ ସଂକଳ୍ପାଦି ଅଦୃଷ୍ଟ ଜଗାନ ॥
ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସଂକଳ୍ପ ତାହାକେ ବଳା ଯାଇ । କହିଲାମ ବିନ୍ଦୁରିଯା
ଇହାଓ ତୋମାଯା ॥

୧୭ ପ୍ରଶ୍ନ । କୋ ମୋକ୍ଷ ଇତି ।

ଭାଷା । ପୁନଃ ଭରତ୍ରାଜ କହେ ବ୍ରଜକୀର୍ଣ୍ଣ ସଦନେ । “ମୋକ୍ଷ
କିବା”, କୃପା କରି ବଲୁନ ଏକଣେ ॥

ଉତ୍ତର । ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବିଚାରାଦି ନିତ୍ୟ ସଂସାର ସମସ୍ତ
ସଂକଳ୍ପକୟୋ ମୋକ୍ଷଃ ।

ଭାଷା । ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଏହି ବୋଧ ହୟ ସୀର । ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ
ବନ୍ଧୁ ସେବା କରଯେ ବିଚାର ॥ ତାହାଇ ଜୀବିବେ ମୋକ୍ଷ ଓହେ ତପୋ-
ଧନ । ମୁମ୍ବ ଉପଦେଶେ କର ସଂଶୟ ଛେଦନ ।

୧୮ ପ୍ରଶ୍ନ । କିଃ କୁର୍ଖଃ ।

ଭାଷା । ଭରତ୍ରାଜ କହିଲେନ, ଓହେ ପିତାମହ । “କୁର୍ଖ କିବା”,
କୃପା କରି ଏଇକଣେ କହ ॥

উত্তর। সচিদানন্দৰূপতয়া জ্ঞানানন্দাবহু সুখং সুখং।

তাষা। সচিদানন্দের কাপ চিত্তিয়া ষে জন। জ্ঞানানন্দে রহে
সদা শুল্ক করি ঘন ॥ ভ্রমেও না মনে জন্মে মিরানন্দ ঘার। সেই
সুখ বিনা কিবা সুখ আছে আর ॥

১৯ প্রশ্ন। কিং দুঃখং ।

তাষা। ভরদ্বাজ কহে শুন হে কমলাসন। “ দুঃখ কিবা,,
কৃপা করি করুন বর্ণন ।

উত্তর। অনাত্ম বস্ত্র সংকল্প এব দুঃখং ।

তাষা। অনাত্ম বস্ত্র করে সংকল্প যে জন। সেই দুঃখ
আর দুঃখ কি আছে এমন ॥

২০ প্রশ্ন। কণ্ঠ স্বর্গঃ ।

তাষা। পুরৎ ভরদ্বাজ কহে বিনয় করিয়া। “ স্বর্গ কিবা,,
কহ দেব বিস্তার করিয়া ॥

উত্তর। সৎ সঙ্গৎ স্বর্গঃ ।

তাষা। সৎসঙ্গেতে সহবাস করি সদা রয়। তাহাই জানিবে
স্বর্গ ওহে সদাশয় ॥ (তত্ত্ব পথে শুল্ক হোয়ে যাবা সদা রয়।
তাহারাই সৎ বলি হোয়েছে কৌর্তন ॥)

২১ প্রশ্ন। কো নরকঃ ।

তাষা। ভরদ্বাজ কহিলেন, ওহে সদাচার। “ নরক কি,, কহ
তাহার করিয়া বিস্তার ॥

উত্তর। অসৎ সংসার বিষয়ী সংসর্গ এব নরকঃ ।

তাষা। অসৎ সংসর্গে কাল করয়ে ছিরণ। নরক বলিয়া
হয় তাহারাই কৌর্তন। (সৎসংয়ে অত্যন্ত সুখ হোয়ে যাবা রয়।
অসৎ বলিয়া তাহারাই বাচ্য হয় ॥)

୨୨ ପ୍ରଶ୍ନ । କିଏ ପରମପଦ ।

ଭାଷା । ପୁନଃ ଭରତ୍ରାଜ କହେ ଓହେ କୁପୀମୟ । “କି ପରମ-
ପଦ”, କହ ହଇରା ମଦୟ ॥

ଉତ୍ତର । ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରୟାସ୍ତଃ କରଣ୍ଠଦେଃ ପରତରଃ ସଚିଦାନନ୍ଦମ୍ ଦ୍ଵି-
ତୌରଃ ମର୍ବମାକ୍ଷିଣଃ ମର୍ବଗତଃ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ବ୍ରଦ୍ଧବ୍ରକ୍ଷପଂ ପରମଃ ପଦଃ ॥

ଭାଷା । ପ୍ରାଣେର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ଅନ୍ତରେର ଆର । ଅତୀତ ସଚିଦା-
ନନ୍ଦ ମମ ନାହିଁ ଯାର ॥ ମର୍ବମାକ୍ଷି ମର୍ବମୟ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ । ବ୍ରଦ୍ଧ-
କ୍ରପ ବଲି ହୟ ସେ ପଦ ବିଧାନ ॥ ତାହାଇ ପରମପଦ; ଓହେ ମଦ-
ଚାର । ଏ ବିଷୟେ ନାହିଁ କୋନ ସଂଶୟ ତୋମାରି ॥

୨୩ ପ୍ରଶ୍ନ । କ ଉପାସ୍ୟଃ ।

ଭାଷା । ପୁନଃ କହିଲେନ, ଭରତ୍ରାଜ ତପୋଧନ । “ଉପାସ୍ୟ କେ,
କୁପା କରି କରନ କୌର୍ତ୍ତନ ॥

ଉତ୍ତର । ମର୍ବ ଶରୀରଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପକୋ ଶୁଭରପାସ୍ୟଃ ।

ଭାଷା । ସେ ଶୁଭ ମକଳ ଦେହେ ଚୈତନ୍ୟ ପାଓଯାନ । ତିନିଇ
ଉପାସ୍ତ ବାଲ ହୋଇଛେ ବିଧାନ ॥

୨୪ ପ୍ରଶ୍ନ । କୋ ବିଦ୍ଵାନ୍ ।

ଭାଷା । ଭରତ୍ରାଜ କହିଲେନ, ଓହେ ପିତାମହ । “ବିଦ୍ଵାନ
କେ, କୁପା କରି ବିଶେଷିଯା କହ ॥

ଉତ୍ତର । ମର୍ବାସ୍ତରଙ୍କୁ ସତିଦୁରପଂ ପରମାଜ୍ଞାନଃ ସେ ସେତ୍ତି ମ
ବିଦ୍ଵାନ୍ ।

ଭାଷା । ନିତ୍ୟଜ୍ଞାନ କ୍ରପ ପରମାଜ୍ଞାନକେ ଘେଜିଲ । ମର୍ବାସ୍ତରଙ୍କରଙ୍ଗ
ଶ୍ରିତ ଜାନେନ ଏମନ ॥ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷକ୍ରପ ପରମାଜ୍ଞାନାର । ଜ୍ଞାନ-
ଯାହେ ସେ ଜଳ ବିଦ୍ଵାନ ବଲି ତାଯାର ॥

୨୫ ପ୍ରଶ୍ନ । କୋ ମୁକ୍ତଃ ।

ଭାଷା । ଭରତ୍ରାଜ ଜିଜ୍ଞାସିଲ ପୁନଃ ବିଧାନକାରେ । କୁପାକ୍ରମି
ବଲ, ଦେବ ! ମୁକ୍ତ ବଲି କାରେ ॥

উত্তর । কর্তৃত্ব ভোক্তৃ স্বাদহস্তার ভরণাকৃতঃ মৃচঃ ।

ভাষা । আমি কর্তা আমি ভোক্তা মন্ত্র অহংকারে । সেই
জন মৃচ বলি বিদিত সংসারে ॥

২৬ প্রশ্ন । কং সন্ধ্যাসী ।

ভাষা । বিধাতারে ভরদ্রাজ কহে পুনর্বার । “সন্ধ্যাসী কে”,
কৃপাকরি কহ সদাচার ॥

উত্তর । স্ব স্বকপাবস্থায়াৎ সর্ব কর্ম ফলত্যাগী সন্ধ্যসীতি ।

ভাষা । সর্ব কর্ম ফলত্যাগী সর্বদা যে জন । তাঁরেই
সন্ধ্যাসী বলি শুন তপোধন ॥

২৭ প্রশ্ন । কিং গ্রাহ্যঃ ।

ভাষা । পুনর্বার ভরদ্রাজ সবিনয়ে কয় । “গ্রাহ্য কিবা,,
কহ দেব হইয়া সদয় ॥

উত্তর । দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছদ রহিতঃ চিন্মাত্র বস্তু গ্রাহ্যঃ ।

ভাষা । দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছদ হীন আর । চিন্মাত্র যে বস্তু
গ্রাহ্য অভিধেয় তার ॥

২৮ প্রশ্ন । কিমগ্রাহ্যঃ ।

ভাষা । ভরদ্রাজ কহিলেন হে কমলাসন । “অগ্রাহ্য কি”
কৃপাকরি করুন কীর্তন ॥

উত্তর । দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছদ রহিতঃ স্বস্বকপং ব্যতি-
রিক্ত মায়াময়ং মনো বৃক্ষীন্দ্রিয় গোচরং জগৎসত্যং ইত্যথ
চিন্তনং অগ্রাহ্যঃ ।

ভাষা । দেশ কাল বস্তু আর পরিচ্ছদ হীন । আপন আপন
কপ হইয়া বিহীন ॥ মায়াময় মন, বৃক্ষীন্দ্রিয় ঘোগে আর ।
কেবল জগৎ সত্য এই চিন্তায়ার ॥ তাহাই অগ্রাহ্য বলি
হৈরেছে বর্ণন । সংশয় নাহিক তাহে শুন তপোধন ॥

୨୯ ପ୍ରଶ୍ନ । କଃ ସମାଧିଃ ।

ଭାଷା । ଭରତ୍ରାଜ ତପୋଧନ ପଞ୍ଚାମନେ କର । “ ସମାଧି କି”,
କୁପାକରି କହ ସଦାଶବ୍ୟ ।

ଉତ୍ତର । ସର୍ବମନ୍ୟୁ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ନିର୍ମମୋ ନିରହଙ୍କାରୋ ଭୂତ୍ଵା
ବ୍ରଜନିଷ୍ଠ ଶରଣମଧିଗମ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵମୟାଦି ମହା ବାକ୍ୟାଧିଃ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ-
ନିବିକଳ୍ପ ସମାଧିନା ସ୍ଵତତ୍ତ୍ଵ ସମୟଶ୍ଚରତ୍ତ ମୟୁକ୍ତଃ ସ ପୂଜ୍ୟଃ
ସ ପରମହଂସଃ ମୋବଧୂତଃ ସ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ସ ସତ୍ୟଃ ସାନ୍ଦିସ ସର୍ବବିଦିତ ।

ଭାଷା । ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯାଛେ ସମସ୍ତ ଯେଜନ । ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଭୃ-
ତିତେ ରତ ନହେ ମନ ॥ ବ୍ରଜନିଷ୍ଠା କରି, ଲୟ ବ୍ରଙ୍ଗେର ଶରଣ ।
ଜାନିଯାଛେ ମନେ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚଯ କାରଣ ॥ ବିକଳ୍ପ ରହିତ ହୋଇୟେ
ସମାଧି ଧରିଯା । ରହିଯାଛେ ଅନୁକ୍ରମ ନିଃକ୍ଷିପ୍ତ ହଇଯା ॥ ଦେଇ ମୁକ୍ତ
ଦେଇ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞ ମେ ଜନ । ଦେଇ ଅବଧୂତ ଦେଇ ଜାନିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ॥
କେ ହେବେ ପରମହଂସ ତିନି ଭିନ୍ନ ଆର । ତିନିଇ ଜାନିବେ ସତ୍ୟ,
କେବା ସମ ତୀର ॥

୩୦ ପ୍ରଶ୍ନ । କୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ।

ଭାଷା । ଭରତ୍ରାଜ କହିଲେନ ବ୍ରଜାକେ ଏମନ । “ କେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ”,
କୁପାକରି କରନ କୌରତ ॥

ଉତ୍ତର । ବ୍ରଜବିଦି ସ ଏବ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ॥

ଭାଷା । ବ୍ରଜାକେ ଯେ ଜାନିଯାଛେ ଓହେ ତପୋଧନ । ନିଶ୍ଚଯ
ତୋମାକେ ବଲି ତିନିଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ॥

ବ୍ରଜ ଭରତ୍ରାଜ ମଂବାଦ ସମାପ୍ତ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୋତ୍ର ।

ସୁଃ ଶ୍ରୀ କପେନ୍ଦ୍ର ମଦନେ ମଦନୈକ ମାତା,
ଜୋଙ୍ଗାସି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖାସେ ।
ଶୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭା ମିତରଗଞ୍ଜିତମେ ପ୍ରଭାସି,
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସୀଦ ସତତଃ ଅମତଃ ଶରଣ୍ୟେ ॥ ୧ ॥

ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ! ଇନ୍ଦ୍ରର ବାସେ ତୁମି ଶ୍ରୀଶ୍ଵରପା । ହେ ମଦନ ମାତଃ !
ଚନ୍ଦ୍ରମଧ୍ୟ ଜୋଙ୍ଗାକୁପା ॥ ଓଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରଚାରୁଆସେ । ତପନେତେ
ଆର । ପ୍ରଭାକରପେ ଆପନିଇ କରେନ ବିହାର ॥ ଆପର ଯେ ଶ୍ରୀ-
ଭୂତ ଆଛେ ତିଭୁବନେ । ପ୍ରଭାକରପେ ଆପନି ସେ ସବ, ଜାନି ମନେ ॥
ଆପନି ପ୍ରସନ୍ନା ହେଉ ଏହି ନିବେଦନ । ହେ ଦେବି ! ଯାହାରା କରେ
ତୋମାର ବନ୍ଦନ ॥ ତାଦେର ଶରଣ୍ୟା ହନ ଆପନି ନିଶ୍ଚଯ । କୁପା
କରି ମମ ପ୍ରତି ହଉନ ମଦଯ ॥ ୧ ॥

ସୁଃ ଜାତବେଦାସ ମଦା ଦହନାତ୍ମକି ବେଧା
ଶ୍ରୁଯା ଅଗମିଦଃ ବିବିଧଃ ବିଦ୍ୟାଃ ।
ବିଶ୍ଵତ୍ତ ରୋପି ବିଭୂତାଦିତ୍ଥିଲଃ ଭବତ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ପ୍ରସୀଦ ସତତଃ ଅମତଃ ଶରଣ୍ୟେ ॥ ୨ ॥

ହେ ଦେବି ! ଆପନି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ । ଅଧିତେ ଦହନା-
ଅକା ଶକ୍ତିଇ ଅଦ୍ଦନି ॥ ଆପନାତେ ଭକ୍ତି ବିଧି କରି ମରମଣ ।
ଅଧିଲ ଜଗନ୍ତ ଆଦି କରେନ ଶ୍ରଜନ ॥ ତବ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଵତ୍ତର ଅଧିଲ
ମଂସାର । ପାଞ୍ଚନ କରେନ, କିବା ଅନ୍ୟଥା ତାହାର ॥ ଆପନି ପ୍ରସନ୍ନା
ହେଉ ଏହି ନିବେଦନ । ହେ ଦେବି ! ଯାହାରା କରେ ତୋମାର ବନ୍ଦନ ॥
ତାଦେର ଶରଣ୍ୟା ହନ ଆପନି ନିଶ୍ଚଯ । କୁପା କରି ମମ ପ୍ରତି ହଉନ
ମଦଯ ॥ ୨ ॥

ଶ୍ରୀମୃତ ।

ହିରଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣାଂ ହିରଣ୍ୟାଂ ସୁବନ୍ ରଜତତ୍ତ୍ଵଜାଂ ।

ଚନ୍ଦ୍ରାଂ ହିରଣ୍ୟାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଜାତ ଜୋନା ମ ଆବହ ॥ ୩ ॥

ଓହେ ଜାତବେଦଃ ଓହେ ଅଧି ସଦାଶଯ ! ଯାର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତୁର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ଶୋଭା-
ମୟ ॥ ହିରଣ୍ୟ କୃପେତେ ଯିନି କରେନ ବିହାର । ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ରୋପ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଛାଲ୍ୟ
ଶୋଭେ ଗଲେ ଯାର ॥ ଚନ୍ଦ୍ରେର ସଦୃଶ ଯିନି ହନ ପ୍ରଭାସ୍ତିତ । ହିରଣ୍ୟ
କଲେବର ଯାହାର ଶୋଭିତ ॥ ସେଇ ଶ୍ରୀକେ ମମ ଜନ୍ୟ କ୍ଷର ବାର ବାର ।
ହେ ଅଧି : ଆପନି ହୋତା ମସ ଦେବତାର ॥ ତୋମାର ଅଧୀନ ଜାନି
ଶ୍ରୀର ଆବାହନ । ସବିନୟ କରି କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧନ ॥ ୪ ॥

ତାଂ ମ ଆବହ ଜାତବେଦୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନପାମିନୀଂ ।

ସମ୍ୟାଂ ହିରଣ୍ୟ ବିନ୍ଦରେଂ ଗା ମଶ୍ଵଂ ପୁରୁଷାନହ୍ ॥ ୨ ॥

ହେ ଅନନ୍ତ ! ଅପଗତି ହୀନା କମଳାୟ । ଆହ୍ଲାନ କରୁନ ମମ
ମଙ୍ଗଳ ବିଧାର ॥ ଆକୃତା ହିଲେ ଯିନି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ଧେନୁ, ହୟ, । ପୁରୁ
ପୌଜ ଦାସ ଦାସୀ ପାଇବ ନିଶ୍ଚଯ ॥ ୨ ॥

ଅଞ୍ଚପୁର୍ବାଂ ରଥମଧ୍ୟାଂ ହଣ୍ଡିନାଦ ପ୍ରବୋଧିନୀଂ ।

ଶ୍ରୀଯଃ ଦେବୀ ମୁପନ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ମା ଦେବୀ ଜୁଷତାଂ ॥ ୩ ॥

ଯାର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୟ ତୁରଙ୍ଗ ନିଚୟ । ଯାର ମଧ୍ୟେ ବିମାନ ସକଳ
ଶୋଭାମୟ ॥ ହଣ୍ଡିରବ୍ରଂହିତ ଧର୍ମନିଦ୍ଵାରା ଯାର ତରେ । ପ୍ରକୃଷ୍ଟ
କୃପେତେ ବୋଧ ଜଗାନ ଅନ୍ତରେ ॥ ଦେବନବିଶିଷ୍ଟା ଯିନି ଓ
ଆଶ୍ୟନୀୟା । ଡାକିତେଛି, ସେଇ ଶ୍ରୀକେ ଆହ୍ଲାନ କରିଯା ॥ ଆ-
ମାର ସମୀପେ ତିନି କରି ଆଗମନ । କରୁନ ଆମାକେ ସେବା ଏହି
ନିବେଦନ ॥ ୩ ॥

କାଂ ସମ୍ମିତାଂ ହିରଣ୍ୟ ପ୍ରାକାରା ମାର୍ଜାଂ ଜଲଭ୍ରିଂ

ତୃତ୍ତାଂ ତପ୍ୟମୃତୀଂ ପଞ୍ଜେ ଶ୍ରିତାଂ ପଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣାଂ ତାମି-

ହେପନ୍ତରେ ଶ୍ରୀଯ ॥ ୪ ॥

বিনি ব্রহ্মকপা, মৃচ্ছাস্য মুখে যার । সুবর্ণ সৃষ্টি যার সুন্দর
আকার ॥ ক্ষীরোদ সাগরে যিনি উৎপন্ন হওয়াতে । স্বভাবতঃ
আদ্রতাব তাহার তাহাতে ॥ সদা প্রকাশিতা যিনি, প্রীতা হয়ে
আর । ভক্তদের ঘনোরথ দ্বারা আপনার ॥ করেন সম্পূর্ণ ;
যিনি রণ পঞ্চাপরে । কমল বরণ যার অতি শোভাকরে ॥ সেই
শ্রী দেবীকে ডাকিতেছি কায় মনে । আসুন এখন তিনি আমার
মনে ॥ ৪ ॥

চন্দ্রাং প্রতাসাং যশসা অলস্তীং শ্রিযং লোকে
দেবজুষ্টামুদ্বারাঃ । তাং পঞ্চিনী মীং শরণঃ
প্রপদ্যে ইলস্তী মে নশ্যতাং স্বাং বৃণোমি ॥ ৫ ॥

চন্দ্রের সমান যিনি সদা প্রকাশিতা । যার প্রতা প্রকৃষ্টা বিশেষ
সুশোভিতা ॥ প্রকাশিতা যিনি সদা কীর্তির কারণ । যারে স্বর্গে
সেবে ইন্দ্র আর্দ্র দেবগণ ॥ যিনি দানশীলা, পদ্মলতা কৃপা আর
ঈকার বাচ্যতে যার মহিমা অপার ॥ সেই শ্রীর সমীপেতে বিনয়
করিয়া । হলেম শরণাগত রক্ষিত্ব বলিয়া ॥ অতএব হে কমলে !
করি নিবেদন । অলস্তীকে অবিলম্বে করুন হরণ ॥ তাহার কা-
রণ আমি এই আপনাকে । শরণার্থে বরিতেছি রাখনু
আমাকে ॥ ৫ ॥

আদিত্য বর্ণে তপসোহভিজাতো বনস্পতি স্তব
বৃক্ষে হর্থ বিলৃঃ । তস্য কলানি তপসা গুদন্ত মা-
য়া অন্তর্বী যাশ্চ বাহ্যা অলস্তীঃ ॥ ৬ ॥

হে লক্ষ্মি ! স্বর্যের সম তোমার বরণ । তোমার নিয়মে কলবান্-
তরুগণ ॥ বিনা পুষ্পে সমুচ্ছ হয়েছে সুন্দর । তব জন্য হইয়াছে
বিলু তরুবর ॥ সেই সে বৃক্ষের পকু কল ঝুপায় তোমার । অন্তর
ইন্দ্রিয ও মা বাহ্যেন্দ্রির আর ॥ সমবিজ্ঞী অলস্তীকে করুন
বিদায় । ইহাই প্রার্থনা মম তব রাঙ্গা পায় ॥ ৬ ॥

ଉପେତୁ ମାଂ ଦେବମଥ୍ର କୌର୍ତ୍ତିଷ ଅଧିନା ମହ ।

ଆହୁତୋହମ୍ନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ହକୀତିମୃଦ୍ଧିଂ ଦମାତୁମେ ॥ ୭ ॥

ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ! ଶିବେର ମଥ୍ରା, କୁବେର ଉଦାର । କୌର୍ତ୍ତିଭିମାନିନୀ
ଶ୍ରୀ ଦେବପତ୍ନୀ ଆର ॥ କୋରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହ ମମ ଅଶୁନ ସଦନେ । ଉତ୍ସପତ୍ର
ହେଯେଛି ଆମି ଏହାନେ ଏକଥେ ॥ ତୁହାରା ଆମାର ମନେ ସଙ୍କଳ
ହିଇଯା । କୌର୍ତ୍ତି ଆର ସର୍ବ ବଞ୍ଚି ମୟୁଦ୍ଧି କରିଯା ॥ ମଦା ମୁଖ ମୋ-
ଭାଗ୍ୟତେ ରାଖୁନ ଆମାର । ଇହାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମମ ତଥ ରାଜୀ
ପାଇ ॥ ୭ ॥

ଶୁଦ୍ଧପିପାସାମଳାଂ ଜ୍ୟୋତିଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ନାଶ୍ୟାମ୍ୟହଂ ।

ଅଭୂତି ମମମୃଦ୍ଧିକ୍ଷ ସର୍ବାଂ ନିର୍ଣ୍ଣଦ ମେ ଗୃହଂ ॥ ୮ ॥

ଶୁଦ୍ଧାଯ ତୁଷାଯ ଭାନା ଜ୍ୟୋତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକେ । ସତ୍ତରେ ବିନାଶ ଆମି
କରି, ମଦାଜ୍ଞିକେ ॥ ତୁମି ମମ ଅମୃଦ୍ଧି କର ନିବାରଣ । ଇହାଇ
ପ୍ରାର୍ଥନା ମମ ଜାନିବେ ଏଥନ ॥ ୮ ॥

ମନ୍ତ୍ରଦ୍ଵାରାଂ ଦୁର୍ବାଧର୍ମାଂ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟାଂ କରିଷିଣୀଂ ।

ଈଶ୍ୱରୀଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଭାମିହୋପର୍ମୟେ ତ୍ରିଯଃ ॥ ୯ ॥

ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଗଢକ, ଆର କେହ ଯାରେ । କଥନ ଧର୍ମ ନାହି ପାରେ
କରିବାରେ ॥ ମଦା ଗାତ୍ରୀ ଅଶ୍ଵାଦିତେ ଯିନି ମୟୁଦ୍ଧିନି । ଦକଳ ପ୍ରାଣିର
ହନ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଯିନି ॥ ସେଇ ଭୁମିକପା ଶ୍ରୀକେ କରି ଆବାହନ ।
ଇହ ଲୋକେ ଆମି ତିନି ଦିନ ଦରଶନ ॥ ୯ ॥

ମନମଃ କାମ ମାକୁତିଂ ବାଚଃ ସତ୍ୟମଶାମହି ।

ପଶୁନାଂ କୃପମନ୍ମସ୍ ମର୍ମ ଶ୍ରୀଃ ଶ୍ରୀଃ ଶ୍ରୀଃ ଶ୍ରୀଃ ॥ ୧୦ ॥

ହେ ଶ୍ରୀ ଏହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ ଏଜନେ । ବାମନ ହଇବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଯାହା ହବେ ମନେ ॥ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଯାହା ହବେ କୁମାରନ । ବାଂଗେ-
ଦ୍ଵିର ସତ୍ୟପଥେ କରିବେ ଗମନ । ଗାତ୍ରୀ ମହିଷ୍ୟାଦିଦେଵ ଶ୍ରୀରାଧି
ଦକଳ । ଚତୁର୍ବିଧ ଭକ୍ତ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ହଇବେ ସଜ୍ଜନ । ଆର ଏହ ନିର୍ବେଦନ
କହି ବିବରିଯା । ମଲ୍ଲଭିତ୍ତି କୁର୍ବି ରବେ ଆଶ୍ୟ କରିଯା ॥ ୧୦ ॥

କର୍ଦ୍ଦମେନ ପ୍ରଜା ଭୂତା ମରି ସନ୍ତବ କର୍ଦ୍ଦମ ।

ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ବାସର ମେ କୁଲେ ମାତରଂ ପଦ୍ମମାଲିନୀଃ ॥ ୧୧ ॥

କର୍ଦ୍ଦମ ପୁତ୍ରେର ଦ୍ଵାରା ହେ ଶ୍ରୀ ଯଶୋମତି ! । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୃପେତେ ହଇ-
ଯାହ ପ୍ରଜାବତି ॥ ହେ କର୍ଦ୍ଦମ ! ଆପନି ଶ୍ରୀପୁତ୍ର ଯଶୋଧନ । ଆମାର
ଗୁହେତେ ବାସ କରନ ଏଥନ ॥ ପଦ୍ମମାଲାଭୂତା ତବ ମାତାକେ ଆ-
ନିଯା । ବ୍ସାଓ ଆମାର ବଂଶେ କୁପା ପ୍ରକାଶିଯା ॥ ୧ ॥

ଆପଣ ସ୍ଵଜନ୍ତ ଶିଖାନି ଚିକ୍ଳୀତ ବମ ମେ ଗୁହେ ।

ନିତ୍ୟଂ ଦେବୀ ମାତରଂ ତେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ବାସର ମେ
କୁଲେ ॥ ୧୨ ॥

ଜ୍ଲାତିମାଲିନୀ ଦେବତାରା ଅନୁକ୍ଷଣ । ମ୍ରେହୟକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବ
କରନ ସାଧନ ॥ ହେ ଚିକ୍ଳୀତ ଶ୍ରୀତମର କୁପା ପ୍ରକାଶିଯା । ଆମାର
ଗୁହେତେ ବାସ କରନ ଆସିଯା ॥ ଶ୍ରୀଦେବୀକେ ଜାନି ତିନି ତୋମାର
ଜନନୀ । ନିତ୍ୟ ତାରେ ମମ ବଂଶେ ବ୍ସାଓ ଆପନି ॥ ୧୨ ॥

ଆଦ୍ର୍ଦ୍ରିଂ ପୁଷ୍ଟରଣୀଃ ପୁଷ୍ଟିଃ ପିଞ୍ଜଳଂ ପଦ୍ମମାଲିନୀଃ ।

ହିରଣ୍ୟାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ଜାତ ବେଦୋ ମ ଆବହ ॥ ୧୩ ॥

ଆଦ୍ର୍ଦ୍ରିଙ୍କ ଓ ଅଭିଷେକ ଉଦ୍ୟୁକ୍ତ ବପିନୀ । କମଳମାଲିନୀ,
ପଦ୍ମଲତା ସବପିନୀ ॥ ପୃତ୍ୟାତିମାଲିନୀ ଆର ପିଞ୍ଜଳବରଣା ।
ହିରଣ୍ୟା ଶ୍ରୀଦେବୀକେ କର ଆରାଧନା ॥ ଓହେ ଜାତବେଦ ! ତାହା ଏ
ଜନ କାରଣେ । ଆହ୍ଵାନ କରନ ତାରେ ଆମାର ସନ୍ଦର୍ଭେ ॥ ୧୩ ॥

ଆଦ୍ର୍ଦ୍ରୀଃ ସଃ କରିଣୀଃ ସହିଂ ଶୁରଣ୍ଣଃ ହେମମାଲିନୀଃ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଃ ହିରଣ୍ୟାଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ଜାତ ବେଦୋ ମ
ଆବହ ॥ ୧୪ ॥

ଯିନି ଆଦ୍ର୍ଦ୍ରିଙ୍କ ଆର ଲକ୍ଷ୍ମୀରିଣୀ । ଦଶକୁପା, ଶୁରଣା,
କାଞ୍ଚନ ମାଲିନୀ ॥ ସୂର୍ଯ୍ୟମର ପ୍ରକାଶିତା କାଞ୍ଚନ ବରଣ । ମେଇ ଶ୍ରୀଲ-
କ୍ଷୀକେ ଭୂମି ଆମାର କାରଣ ॥ ଓହେ ଜାତବେଦଃ ! କର ଆହ୍ଵାନ
ଘନେ । ବିଶେଷ ସନ୍ତକ୍ତ ଆମି ହଇ ତବେ ମନେ ॥ ୧୪ ॥

ତାଂ ମ ଆବହ ଜାତବେଦୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନପଗାମିନୀ ।

ସମ୍ୟଃ ହିରଣ୍ୟ ଅଭୂତଃ ଗାଁବୋ ଦାସ୍ୟୋହସାନ୍ ବି

ଦେୟଃ ପୁରୁଷାନହଃ ॥ ୧୫ ॥

ଓହେ ଜାତବେଦଃ ! ତୁମି ଆମାର କାରଣ । ଅନପଗାମିନୀ ଶ୍ରୀକେ
କର ଆବାହନ ॥ ଯାହା ହୋତେ ହିରଣ୍ୟ ଗୋ ଅଶ୍ଵ ଦାସ ଦାସୀ ।
ସମ୍ପ୍ରାଣ୍ତ ହଇବ, ଆମି ଯାହା ଅଭିଲାଷୀ ॥ ୧୫ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମୁଖ ସମାପ୍ତ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀକେଶବ ମହାବାଦ ।

ମେହୁପୃଷ୍ଠେ ସୁଖୋମୀନାଂ ଲଙ୍ଘନୀଂ ପୃଞ୍ଜତି କେଶବଃ ।

କେନୋପାରେନ ଦେବି ତ୍ଵଃ ନୃତ୍ୟଂ ଭବସି ନିଶ୍ଚଳା ॥ ୧ ॥

ଶୁମେରୁ ଶୈଲେର ପୃଷ୍ଠେ ନାରାୟଣ ମନେ । ବିରାଜ କରେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁ-
ଲକିତ ମନେ ॥ ତେବେଳୀନ କେଶବ କହେନ କମଳାଯ । ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ !
ନରେର କିବା କର୍ମେର ଦ୍ଵାରାୟ ॥ ମଦା ଶୁଦ୍ଧେ ଥାକ ତୁମି ନିଶ୍ଚଳା
ହୁଇଯା । ଶୁନିତେ ବାସନା ମମ ବଳ ବିଶେଷିଯା ॥ ୧ ॥

ଆଉବାଚ ।

ଶୁଦ୍ଧାଃ ପାରାବତା ଯତ୍ର ଗୃହିଣୀ ଯତ୍ରଚୋଜଳା ।

ଅକଳହ ବର୍ମତି ଯତ୍ର ତତ୍ର କୁଷଃ ବସାମ୍ୟହଃ ॥ ୨ ॥

ଓହେ କୁଷଃ ! ଯାର ଗୃହେ ଧବଳ ଆକାର-ପାରାବତ ରହେ, ନାରି
କୃପବତୀ ଯାର ॥ କଲହ ନା ଥାକେ, ଏହି ତିନ ଯଥା ରହୁ । ତଥାଯ ଆ-
ମାର ଶ୍ରିତି ଜାନିବେ ନିଶ୍ଚଳ ॥ ୨ ॥

ଧାନ୍ୟଃ ଶୁଦ୍ଧର୍ମ ସଦୃଶଃ ତଣ୍ଡୁଲାଃ ରଜତୋପମାଃ ।

ଅନ୍ନାଈଶ୍ଵର ତୁଷଃ ଯତ୍ର ତତ୍ର କୁଷଃ ବସାମ୍ୟହଃ ॥ ୩ ॥

ହେ କୁଷଃ ! ଯେଜନ ଧାନ୍ୟେ ତାବୟେ କଞ୍ଚନ । ତଣ୍ଡୁଲେରେ ମନେ
କରେ ରଜତ ଯେମନ ॥ ଅନ୍ନତେ ଯାହାର ତୁଷ ଦର୍ଶନ ନା ହୁଯ । ତାର
ଗୃହେ ଥାକି ଆମି ଜାନିବେ ନିଶ୍ଚଳ ॥ ୩ ॥

ଯଃ ସମ୍ମିଭାଗୀ ପ୍ରିୟବାକ୍ୟଭାବୀ ହଙ୍କୋପମେବୀ ପ୍ରିୟ
ଦର୍ଶନଶ । ଅଶ୍ପ ପ୍ରଲାପୀ ନ ଚ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ତଲିନୁ
ମଦାହଃ ପୁରୁଷେ ବସାମି ॥

ହେ କୁଷଃ ! ଯେ ଜନ ଧାନ୍ୟ ଭ୍ରଯାଦି ପାଇଯା । ଆପନି ସକଳ
ନାହି ଭକ୍ଷଣ କରିଯା ॥ ବିଭରଣ କରି ତାହା କରଯେ ଭକ୍ଷଣ । ପ୍ରିୟ-
ବାକ୍ୟ ସକଳେରେ କହେ ଅନୁକ୍ଷଣ ॥ ବହୁଦ୍ରଶୀ ଲୋକେର ମଂସର୍ଗେ ମଦା
ରହେ । କୃପବାନ, ଆର ବଛ ବାକ୍ୟ ନାହି କହେ ॥ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପ-

ହିତ ହୋଲେ କରେ ଅସାପନ । ସେଇ ପୁରୁଷେତେ ଥାକି, ଶୁଣ
ନାରୀରଗ ! ॥ ୮

ଯୋ ଧର୍ମଶୀଳୋ ବିଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଶ ବିଦ୍ୟାବିନୀତୋ ନ
ପରୋପତାପୀ । ଅଗର୍ବିର୍ଭିତୋ ଯଶ ଜନାମୁରାଗୀ ତ୍ୱିନ
ସଦାହଂ ପୁରୁଷେ ବସାମି ॥ ୯ ॥

ଧାର୍ମିକ ଓ ରିପୁଗଣେ ଯେବା କରେ ଜୟ । ବିଦ୍ୟାବାନ ହୋଇୟେ, ହୟ
ଶ୍ରାବକ ନିଶ୍ଚତ୍ର ॥ ପର-ପୀଡ଼ନେତେ ଆର ନାହିଁ ଧାୟ ମନ । ଅହଙ୍କାର
ମନୋମଧ୍ୟେ କରେ ନା କଥନ ॥ ସକଳେର ଅନୁରାଗ କରିଯେ ପ୍ରକାଶ ।
ସେଇ ମନୁଷ୍ୟେତେ ଆମି ସଦା କରି ବାସ ॥ ୧୦ ॥

ଚିରଂ ଜ୍ଞାତି ଜ୍ଞତଂ ଭୁତ୍ତକେ ପୁଷ୍ପଃ ପ୍ରାପ୍ୟନ ଜିନ୍ତି ।

ଯୋନ ପଦେହ ସ୍ତ୍ରୀରଂ ନଗ୍ନଃ ନିଯତଂ ମଚ ମେ ପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୧ ॥

ଦୀଘରକାଳାବଧି ଜ୍ଞାନ କରେ ଯେଇଜନ । ଅର୍ପକାଳ ମଧ୍ୟେ କରେ
ସମାପ୍ତ ଭୋଜନ ॥ ପୁଷ୍ପ ପାଇଲେଇ ତାର ନାହିଁ ଲୟ ଭ୍ରାନ୍ତ । ଉତ୍ସନ୍ଧ
ନାରୀର ଦିକେ ଫିରିଯେ ନା ଚାନ ॥ ଓହେ ଭଗବାନ ! ଆମି ବଲିଛେ
ନିଶ୍ଚତ୍ର । ସେଇ ଜନ ଆମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୟ ॥ ୧୨ ॥

ତ୍ୟାଗଃ ସତ୍ୟକ୍ଷଣ ଶୌଚତ୍ୱ ତ୍ରୟ ଏତେ ମହାଶୁଣାଃ । ଯଃ

ଆପ୍ନୋଭି ଶୁଣାନେତାମ୍ଭର୍ଦ୍ଵାବାନ୍ମୁଖ ମେ ପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୩ ॥

ଦାନ, ସତ୍ୟ, ଶୁଚିତ୍ଵ ଏ ଗୁଣ ତ୍ରୟ ମାର । ଆର ଏକ ଅନ୍ତା ଆହେ
ମତି ତାତେ ଯାର ॥ ସେଇଜନ ଆମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୟ । ଓହେ
ଭଗବାନ ! ଇହା ଜାନିବେ ନିଶ୍ଚତ୍ର ॥ ୧୪ ॥

ସର୍ବଲଙ୍ଘନ ମଧ୍ୟେ ତୁ ତ୍ୟାଗ ଏବ ବିଶିଷ୍ୟାତେ ।

କାଳେଚ ଦେଶେ ପାତ୍ରେଚ ମୁଚ୍ଚ ତ୍ୟାଗଃ ପ୍ରଶଂସ୍ୟାତେ ॥ ୧୫ ॥

ଆମାର ବାସେର ସେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକରଣ । ତାର ମଧ୍ୟେ ଦାନ ଏକ ପ୍ର-
ଧାର କାରଣ ॥ ସେଇ ଦାନ ଶୁଦ୍ଧକାଳେ କାଶ୍ୟାଦି ଭୀର୍ବେତେ । ସେଇ ନୟ
ଦ୍ୟାୟ କୋନ ଉତ୍ସମ ବ୍ୟଜିତେ ॥ ଓହେ ଭଗବାନ ! ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ
ହୟ । ସେଇ ଦାନକର୍ତ୍ତା ମମ ପ୍ରିୟ ଅଭିଶର ॥ ୧୬ ॥

ନିତ୍ୟଂ ଆମଲକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିତ୍ୟଂ ସ୍ଵଭବି ଗୋମଯେ ।
ନିତ୍ୟଂ ଶଙ୍ଖେ ଚ ପଞ୍ଚେ ଚ ନିତ୍ୟଂ ଶ୍ରୀଃ ଶୁଦ୍ଧବାସସି ॥ ୯ ॥

ନିତ୍ୟ ଆମଲକୀ ବୁକ୍ଷେ ଗୋମଯେତେ ଆର । ଶଙ୍ଖେତେ ଓ ଶୁଦ୍ଧ
ବକ୍ଷେ ଶ୍ରିତି କମଳାର ॥ ୯ ॥

ବସାମି ପଞ୍ଚୋଽପଳ ଶଙ୍ଖମଧ୍ୟ ବସାମି ଚନ୍ଦ୍ରେ ଚ
ମହେଶ୍ୱରେ ଚ । ନାରାୟଣେଚୈବ ବନ୍ଦୁଦ୍ଧରାୟାଂ ବସାମି
ନିତ୍ୟୋଽସବ ମନ୍ଦିରେସୁ ॥ ୧୦ ॥

ପଞ୍ଚରକ୍ତୋଽପଳେ, ଶଙ୍ଖେ, ରେବତୀମୋହନେ । ରୁଷଭବାହନଶିବେ,
ନାରାୟଣେ, ଧନେ ॥ ପୃଥିବୀତେ ଭୂତ୍ୟଗୀତ ଯେ ଯେ ଗୁହେ ହୁଏ ।
ହେ କୁଷଣ ! ତଥାର ଥାକି ଜାନିବେ ନିଶ୍ଚଯ ॥ ୧୦ ॥

ଯଥୋପଦିଷ୍ଟା ଶୁରୁଭକ୍ତିଯୁକ୍ତା, ପତ୍ର୍ୟକ୍ରମେ ନାକ୍ର-
ମତେ ଚ ନିତ୍ୟ । ନିତ୍ୟକ୍ଷଣ ଭୁଂକେ ପତିଭୁକ୍ତ ଶେବଂ
ତସ୍ୟାଃ ଶରୀରେ ନିଯତଂ ବସାମି ॥ ୧୧ ॥

ଯେ ପ୍ରକାର ଶୁରୁଭକ୍ତି ଶାନ୍ତମତେ କର । ସେଇକ୍ରପ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେ
ରମଣୀ ହୁଏ ॥ ପତିର ଅନୁଭା ମଦା କରରେ ପାଲନ । ପତିର ଭୁକ୍ତା-
ବଶେବ କରରେ ଭୋଜନ ॥ ସେଇ ଶ୍ରୀର ଦେହେ ଆମି ମଦା କରି
ବାସ । ସ୍ଵର୍କପ ତୋମାରେ ଏହି ବଲି ପୀତବାସ ॥ ୧୧ ॥

ତୁଷ୍ଟା ଚ ଧୀରା ପ୍ରିୟବାଦିନୀ ଚ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ଚ
ସୁଶୋଭନା ଚ । ଲାବନ୍ୟଯୁକ୍ତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନା ଯା ପତିଭ୍ରତା
ଯା ଚ ବସାମି ତାଙ୍କୁ ॥ ୧୨ ॥

ହେ କୁଷଣ ! ଯେ ନାରୀ ମଦା ହର୍ଷଯୁକ୍ତା ହୁଏ । ଶ୍ରିରା, ଓ ମର୍ବଦା
ଲୋକେ ପ୍ରିୟବାକ୍ୟ କର ॥ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟା ହୁଏ, ଭାଗ୍ୟଶୀଳା
ଆର । ଲାବନ୍ୟେର ଭାରା ପ୍ରୀତ ଜଗାର ସବାର ॥ ମର୍ବଦା-ଯତନେ
କରେ ପତିର ମେବନ । ସେଇ ଶ୍ରୀଲୋକେତେ ଆମି ଥାକି ଅନୁ-
କ୍ଷଣ ॥ ୧୨ ।

ଶ୍ରୀମା ମୃଗାଙ୍କୀ କୁଶମଧ୍ୟଭାଗୀ ସ୍ଵଭବତ୍ ସୁକେଶୀ ସୁଗତିଃ
ସୁଶୀଳା । ଗଭୀର ନାଭିଃ ସମଦତ୍ପଂକ୍ତି ସ୍ତସ୍ୟାଃ
ଶରୀରେ ନିସ୍ତରଣ ବନ୍ଦାମି ॥ ୧୩ ॥

ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ, ମୃଗସମ ଶୋଭନ ନଯନ । କୌଣସିଧ୍ୟା, ଅ ସୁଗଲ ବିଶେଷ ଶୋଭନ ॥ ସୁକେଶୀ, ସୁଗତି ଆର ସୁଶୀଳା ସ୍ଵଭାବ । ସୁଗଭୀର
ନାଭି, ଦତ୍ତପଂକ୍ତ ସମଭାବ ॥ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଶୋଭନା ରମଣୀ ସେ ହୟ ।
ତାହାତେ ଆମାର ସ୍ତିତି ଶୁଣ ଦୟାମୟ ! ॥ ୧୩ ॥

ଯା ପାପରକ୍ତାପି ଶୁନସ୍ତଭାବା, ସ୍ଵାଧୀନ କାନ୍ତଃ
ପରିଭୂତରେ ଚ । ଅମର୍ଯ୍ୟକାମା କୁଚରିତ୍ରଶୀଳା,
ତାମଙ୍ଗନାଃ ପ୍ରେତମୁଖୀଃ ତ୍ୟାଗିମି ॥ ୧୪ ॥

ଯେ ନାରୀ କୁଟିଳା, ଆର ପାପାଚାରେ ରତ । ଆପନି ହଇୟା
କର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯତ ॥ ଆପନାର ପତିକେ କରିତେ ପରାଜୟ ।
କ୍ରୋଧ ପରବଶା ହୋଇୟେ ଅନୁକ୍ରମ ରର ॥ ମଦା କାଳ ହରେ ମନ୍ଦ ଆଚାର
ଆଚରି । ସେଇ ପ୍ରେତମୁଖୀ ଦ୍ରୌକେ ଆଁମି ତ୍ୟାଗ କରି ॥ ୧୪ ॥

ପୁଷ୍ପଃ ପର୍ମ୍ୟ ବିତଃ ପୁତିଃ ଶଯନଃ ବଛତିଃ ମହ ।

ଭଗ୍ନାସନଃ କୁନାରୀଞ୍ଚ ଦୁରତଃ ପରିବର୍ଜଯେଣ ॥ ୧୫ ॥

ବାସିପୁଞ୍ଜ, ଅନେକେର ସହିତ ଶୟନ । ଭାଙ୍ଗା ପିଡ଼ି, ଛୁଟ୍ଟା ନାରୀ
କରିବେ ବର୍ଜନ ॥ ତାହା ହୋଲେ ମମ କୁପା ହଇବେ ନିକର । ଆଲ-
କ୍ଷୀର ଚିକ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ରିୟ ॥ ୧୫ ॥

ଚିତାଙ୍ଗାରକ ମହୀନି ବକ୍ତିଃ ଭସ୍ୟ ଦ୍ଵିଜଞ୍ଚ ଗାଃ ।

ନ ପାଦେନମୃଶେଣ ପାଦଃ କାପାସାନ୍ତି ତୁଷ୍ଟଃ ଗ୍ରହଃ ॥ ୧୬ ॥

ଚିତାର ଅଙ୍ଗାର, ହାଡି, ଆର ଛତାଶନ । ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଥନ, ଆର
ଅପର ଚରଣ ॥ କାପାଶେର କାଟି, ଆର ଗୁରୁତର ଜନେ । କରିବେଳା
କତୁ ଶର୍ପ ଏ ସବ ଚରଣେ ॥ ଏ ସକଳ ପଦ ଦ୍ଵାରା ସେବା ଶର୍ପ କରେ ।
ସେଇ ନରାଧମେ ଆଁମି ତ୍ୟାଗିର ସହରେ ॥ ୧୬ ॥

নথ কেশোদকঘৈব মৈথুনং পর্ব সন্ধয়োঃ ।

বজ্জয়েনগশায়ি স্বং মেকাকী মিষ্ট ভোজনঃ ॥ ১৭ ॥

নথ আৱ কেশধৌতবাৱি ব্যবহাৱ। পৰ্বাদিতে সংক্রান্তিতে
সংক্ষা কালে আৱ। বিলাস; ও বস্ত্ৰ ত্যাগ কৱিয়া শয়ন। অন্যেৱে
না দিয়ে কৱে মিষ্টান্ব ভোজন। এই কয় দোষ যে জনাতে উপ-
জয়। তাৰাতে আমাৱ কচু কুপা নাহি হয়। এই কয় দোষে
লিষ্ট না রহে যেজন। আমি তাৱে কুপাকৱি ওহে নারায়ণ। ॥ ১৭

শিৱঃ সুপুষ্পাঃ চৱণৌ সুপুজ্জিতৌ নিজাঞ্জনাসেবন

মশ্পভোজনঃ। অমগ্নশায়িত্ব মপৰ্ব মৈথুনং চিৱ

প্ৰণষ্টাঃ শ্ৰিয়মানযন্তি ষট্ ॥ ১৮ ॥

শুক্লপুষ্প মন্তুকেতে যে কৱে ধাৰণ। সৰ্বদা পৰিত্ব রাখে
আপন চৱণ। আপন বনিতা ভিন্ন অন্য বনিতায়। কখন না
জন্মে মতি, আৱ অল্প থায়। উলঙ্গ হইয়া কভু কৱেনা শয়ন।
পঞ্চ পৰ্ব যথা মতে কৱয়ে পালন। বছকাল কমলা ত্যজিলৈ
সেই জনে। তথাচ এ ছয় বৃপ আচাৱ কাৰণে। পুনৰ্বাৱ লক্ষণী
লাভ কৱে সেই জন। নিষ্ঠয় এ কহিলাগ ওহে নারায়ণ। ॥ ১৮ ॥

সম্ভাজনী রজোবাতঃ নিষ্ঠ' গৌণ-লকুচস্তথা ।

রাত্রৌ বিলুপলাশঞ্চ কপিথং বজ্জয়েন্দিধি ॥ ১৯ ॥

ঝাঁটার ধূলী ও বায়ু নাহি লাগে গায়। নীল সেকালিক।
পুষ্প না লয় বিশায়। বেল, শাক, দধি, আৱ কপিথ মৌন্দাৱ।
রাত্রি কালে যেই জন না কৱে আহাৱ। সেই জনে মম কুপা
হইবে নিষ্ঠয়। অন্যথা নাহিক তাৰে শুন দয়াবয় ! ॥ ১৯ ॥

স্বগাত্রাসনয়োৰ্বাদ্যং অপুজা মুর্দ্ধপ্যদ্বায়াঃ ।

উচ্ছিষ্টং স্পর্শনং মূর্দ্ধি আন্ত্যঞ্চং বজ্জয়েৎ ॥ ২০ ॥

আপনাৱ অঙ্গ আৱ আপন আসন। যেই জন কচু নাহি
কৱয়ে বাদন। সৰ্বদা পৰিত্ব রাখে শিৱঃ পাদদ্বয়। উচ্ছিষ্ট

ଦ୍ରବ୍ୟାଦି କଭୁ ଗମ୍ଭେକେ ନା ଲାଗୁ ॥ ସ୍ଵାନ କରି ପୁନଃ ତୈଳ ନା କରେ
ମର୍ଦିନ । ଆମାର କୁପାର ପାତ୍ରୀ ହୟ ମେହି ଜନ ॥ ୨୦ ॥

ଶରୀରକାରେ ଚରାତ୍ରିବାସୋ ଦିନେ ତଥା ।

ହୀନାହୀର କୁବେଶକ୍ଷଣେ ବଜ ଯେଣେ ଶୁଙ୍କଭୋଜନ ॥ ୨୧ ॥

ଅଞ୍ଜକାରେ ଶରନ କରିଯା କାଳ ହରେ । ଦିବସେତେ ରାତ୍ରିବାସ
ପରିଧାନ କରେ । ମଲିନ ସମ ଆର କୁବେଶେତେ ଧାକେ । ଶୁଙ୍କଭୀ
ଭୋଜନ କରେ ; ତ୍ୟାଗ କରି ତାକେ ॥ ଏସକଳ ଅବଶ୍ୟାଇ କରିବେ
ବର୍ଜନ । ତାହା ହୋଲେ ହବେ ମମ କୁପାର ଭାଜନ ॥ ୨୧ ॥

ପରେଣୋ ଦ୍ଵର୍ତ୍ତିତ ବକ୍ଷକ୍ଷ ସ୍ଵର୍ଗ ମାଲ୍ୟାପକର୍ଷଣ ।

ଆଲସ୍ୟ ମବ୍ସାଦକ୍ଷ ନ କୁର୍ଯ୍ୟାଲୋକି ମର୍ଦିନ ॥ ୨୨ ॥

ଅନ୍ୟେର ଦ୍ୱାରାୟ ବକ୍ଷ କରାଯ ମର୍ଦିନ । ଅନ୍ୟାର କୁପେତେ କରେ
ମାଲ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ॥ ଆଲସ୍ୟ ଓ ଅବସନ୍ନ ହୋଇୟେ ମଦା ଥାକେ । କଠିନ
ମୂର୍ତ୍ତିକା ମାଥେ ; ତ୍ୟାଗ କରି ତାକେ ॥ ଏସକଳ ଅବଶ୍ୟାଇ କରିବେ
ବର୍ଜନ । ତାହା ହୋଲେ ହବେ ମମ କୁପାର ଭାଜନ ॥ ୨୨ ॥

ଶୁଙ୍କବାରେ ଚ ଯତ୍ତେଲଂ ଶିଲା ପିଣ୍ଡକ୍ଷ ଦର୍ଶକେ ।

ସ୍ଵର୍ଗ ବାମେନ ମୂର୍ଦ୍ଧାନ ପାଣିମା ନୈବ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଶେଷ ॥ ୨୩ ॥

ଶୁଙ୍କବାର ଆର ଅମାବସ୍ୟାର ଯେ ଜନ । ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆର ତୈଳ
କରେନା ପ୍ରଶନ । ବାମ କରେ ନାହିଁ ପ୍ରଶର୍ଣ୍ଣ ଶିର ଆପନାର । ନିଶ୍ଚଯ
ଦେ କୁପାକତ୍ତୀ ହିବେ ଆମାର ॥ ୨୩ ॥

ତାରକାଂଶ ପୁଷ୍ପବନ୍ତୌ ଚ ନ ପଶ୍ୟଦ ଶୁଚିତ ପୁରମ ।

ମେଷେନା ହୁଏ ପରାତ୍ମୀଣାଂ ନାତ୍ମଃ ଯାତ୍ମଃ ଦିବିକରଂ ॥ ୨୪ ॥

ଅଶୁଚି ହିଇଲା ତାରା, ଶଶାଙ୍କ, ଭାକ୍ରର । ଦର୍ଶନ ସେ ନାହିଁ କରେ
ମେହି ଭାଗ୍ୟଧର ॥ ତାହାତେ ଆମାର କୁପା ଉପଲକ୍ଷ ହୟ । ମେହି ମମ
ପ୍ରିୟପାତ୍ର ଶୁନ ଦୟାଗ୍ୟ ॥ ୨୪ ॥

କୁର୍ଯ୍ୟାଲୋନ୍ୟ ଧନ୍ୟକାଜ୍ଞାନଂ ପରାତ୍ମୀଣା ତୈଥେବଚ ।

ପରେଷାଂ ପ୍ରୀତିକୁଳକ୍ଷ ଉଦ୍‌ଦିତାକେ ପ୍ରବୋଧନ ॥

ନଥ କଟକ ରତ୍ନେଶ୍ଚ ମୃତ୍ତିକାଙ୍ଗାର ବାରିଭିତ୍ତି ।

ବୃଥାବିଲେଖନଂ ଭୂମୌ ନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀମକାଙ୍ଗଯା ॥ ୨୫ ॥

ମମ କୁପା ଲାଭ ଆଶା କରଯେ ଯେ ଜନ । ପରଧରେ ପରତ୍ରୀତେ ରା-
ଥିବେ ନା ମନ । ଅନ୍ୟେ ଅନିଷ୍ଟ ନାହିଁ ସାଧନ କରିବେ । ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣୋଦୟ
ମାତ୍ରେ ଶୟାଂତ୍ରଜିଯା ଉଠିବେ ॥ ନଥ କି କଟକ କିମ୍ବା ରତ୍ନ ମୃତ୍ତି-
କାଙ୍ଗ । ଅଙ୍ଗାର କି ଜଳ ଦ୍ଵାରା କଥନ ଧରାଯା ॥ ଅନର୍ଥକ ଲିଖିବେ
ନା ଶୁଣ ମାରାଯଣ । ତାହା ହୋଲେ ହବେ ମମ କୁପାର ଭାଜନ ॥ ୨୫ ॥

ଗ୍ରଥିତଥ୍ବ ସ୍ଵଯଂ ମାଲ୍ୟଂ ସ୍ଵଯଂ ସ୍ଵାଟଥ୍ବ ଚନ୍ଦନଂ ।

ନାପିତମ୍ୟ ଗୁହେ କୌରଂ ଶକ୍ତାଦପି ହରେ
ଶ୍ରୀଯଂ ॥ ୨୬ ॥

ଆପନି ଗୀଥିଯା ମାଳା ପରଯେ ଗଲାଯା । ଆପନି ଚନ୍ଦନ ସ୍ବି
ମାଥେ ନିଜ ଗାଯ । ନାପିତେର ନିକେତନେ କରିଯା ଗମନ । କୌରି
କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରେ ଏମନ ଯେ ଜନ ॥ ତାହାର ବିଷୟେ ଆର କି ବଲିବ
ବାଡ଼ା । ଇନ୍ଦ୍ରଭୂଲ୍ୟ ହୋଲେଓ ସେ ହବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଛାଡ଼ା ॥ ୨୬ ॥

ନ ନିନ୍ଦାଃ ଗନକେ ବିପ୍ରେ ପାଦଯେ ନ୍ରତ୍ନଂ ତଥା ।

ପ୍ରତିକୁଳଂ ଚରେତ୍ତ୍ରୀଣଂ ଭୁତ୍ତା ଚ ଦୟଧାବନଂ ॥ ୨୭ ॥

ନିନ୍ଦିବେନା ଗନକ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତଗେ କଥନ । ନାଚାବେନା ପଦଦ୍ଵର ଅଭି
ଅଲକ୍ଷଣ । ଶ୍ରୀଲୋକେର ପ୍ରତି ନା କରିବେ କୋପାଚାର । ଭୋଜନ
କରିଯା ଦସ୍ତ ମାଜିବେନା ଆର ॥ ଏହି ଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହି ଜନ ନାହିଁ
କରେ । ଆମାର ବିଶେଷ କୁପା ତାହାର ଉପରେ ॥ ୨୭ ॥

ଅୟୁତଂ ମାଂସ ଶୁପଞ୍ଚ ନଗାତ୍ମିବ ଶ୍ରୀଯଂ ତଥା ।

ଭକ୍ଷଣାଦର୍ଶନାକୈବ ଶକ୍ତାଦପି ହରେ
ଶ୍ରୀଯଂ ॥ ୨୮ ॥

ବୃଥା ମାଂସ ବୃଥା ଅମ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ଆର । ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିବେଦିତ
ଯେ କରେ ଆହାର ॥ ନଗା ଶ୍ରୀ ଯେ ଜନ ଆର ଦରଶନ କରେ । ଇନ୍ଦ୍ର
ଭୂଲ୍ୟ ହେଲେଓ ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରେ ॥ ୨୮ ॥

ଅନ୍ତେରୁକ୍ତଃ ପରଦାର ଦେବୀ ଆଚାର ହୀନଃ ପରମେବକଳ ।
ସଂକ୍ଷିର୍ଣ୍ଣାଚାରୀ ପରିବାଦ ଶୀଳନ୍ତ୍ରଃ ନିର୍ତ୍ତର୍ବଂ ଦ୍ୱା ମରଂ
ତ୍ୟଜାମି ॥ ୨୯ ॥

ଗୁରୁଦତ୍ତ-ମନ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗୀ, ପରଞ୍ଚୀତେ ରତ । ବିହିନ . ପବିତ୍ରମାର୍ଗ ଆ-
ଚାର ବିରତ ॥ ଦେବମୀର ସ୍ଵର୍ଗକେ ନା କରିଯା ଦେବନ । ଅନ୍ୟେର
କରରେ ଦେବା ହିଇଯା ଅଗନ ॥ ଇତର ଲୋକେର ସମ ଆଚରଣ କରେ ।
ମଦା ପରିବାଦ ସ୍ଵର୍ଗ ହୋଇୟେ କାଳ ହରେ ॥ ଦେ ନିର୍ତ୍ତର୍ବ ଅହଙ୍କାରୀ
ମାନବେ ନିଶ୍ଚଯ । ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମି ଶୁନ ଦୟାମୟ ॥ ୨୯ ।

ଶୟନଥାତ୍ମ ପାଦେନ ରାତ୍ରିବାସେ ଦିଲେ ତଥ ।

ନୋ ଉତ୍ସମଧମଃ କୁର୍ମ୍ୟଃ ଶୁଷ୍ଠ ପାଦେନ ଭୋଜନଃ ॥ ୩୦ ॥

ଆଦ୍ରପଦେ ଗିଯା କରେ ଅମନି ଶୟନ । ଦିବମେତେ ରାତ୍ରିବାସ
ବସନ ଧାରଣ ॥ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାମଛା ପରିଧାନ କରି ରଯ । ଭୋଜନ କରରେ
ନା ଧୁଇଯା ପଦଦୟ ॥ ଏହି ସବ ଆଚରଣ କରେ ଯେହି ନର । ନିଶ୍ଚଯ
ତାହାରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଦାଧର ! ॥ ୩୦ ॥

ଅଶ୍ଵଚ ମ୍ଲାନ ବସ୍ତ୍ରାଂଶୁ ଦୁର୍ଗଙ୍ଗା ମ କୃତ୍ୱାବହାଃ ।

ଅଭୂଷଣ ମପୁଷ୍ପାଃ ନ କୁର୍ମ୍ୟାଦାନ୍ତନ୍ତମୁଃ ॥ ୩୧ ॥

ଆପନ ଶରୀର ରାଖେ ଅଶ୍ଵଚ କରିଯା । ଦୁର୍ଗଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତ ବସ୍ତ୍ର ଧା-
କରେ ପରିଯା ॥ ଦୁଃଖୁକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ; ଏ ସବ ତ୍ୟଜିବେ । ପ୍ରସାଦିତ
ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ଧାରଣ କରିବେ ॥ ତାହା ହୋଲେ ମମ କୁପା ହିବେ ନିଶ୍ଚଯ
ନତୁବା ତାହାର ଦୁଃଖ ଚିରସ୍ଥିର ହୟ ॥ ୩୧ ॥

କଣେ ଚ ଆନନ୍ଦ ଭ୍ରାନ୍ତେ ତଥା କରତମେହପିତ ।

ପାଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣେ ତଥା ନେତ୍ରେ ନ କୁର୍ମ୍ୟାଦମୁଲେ ପରଂ ॥ ୩୨ ॥

କରେ ମୁଖେ ନାସିକାରୀ ଆର ହଜେ ପାର । ପୂର୍ଣ୍ଣେ ନେତ୍ରେ ଚନ୍ଦନ
ଲେଖିଲେ କଷ୍ଟ ପାଇ ॥ ୩୧ ॥

ଚକ୍ରଲଘେହତାଃ ଝୋଯେ ମୁଖ ଲଘେ ଧରକରଃ ଦରିଜ କର-
ଲଘେ ଚ ପାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣେ ତଥାଯୁଶଃ । କରେ ଚ ନାସିକାରକେ

বুদ্ধিমাণোমূলেপনং । তস্যাদ্বিবজয়ে দেতাননু-
লেপন ভাজনঃ ॥ ৩৩ ॥

চক্ষুতে যদ্যপি করে চন্দন লেপন । হইবে মঙ্গল নষ্ট নিশ্চয়
এমন ॥ যদ্যপি চন্দন করে লেপন বদনে । ধন নষ্ট হইবেক
তাহার কারণে । অবনে চন্দন দিলে দরিদ্রতা পায় । পদে পৃষ্ঠে
দিলে আয়ু ক্ষয় হয় তায় ॥ হস্তে ও নাসিকারক্ষে লেপিলে
চন্দন । বুদ্ধি নাশ হইবেক নিশ্চয় এমন ॥ অতএব ঐ সব স্থানে
কদাচিত । চন্দন লেপন করা না হয় উচিত ॥ ৩৩ ॥

গন্ধং পুষ্পং তথা তোয়ং রত্নঁঁঁঁঁৰ মহোদধিঃ ।

গৃহীতং প্রথমং বস্ত্রং বর্জয়েন্ন কদাচনঃ ॥ ৩৪ ॥

গন্ধ, পুষ্প, জল, রত্ন বহুমূল্যবান । কিম্বা বস্ত্র ; যদি কোন
বাস্তি করে দান ॥ প্রাপ্তি হোয়ে পুনঃ তাহা ত্যাগ যেবা করে ।
নিশ্চয় অশুভ তার ঘটিবে সহ্যরে ॥ ৩৪ ॥

অজরজঃ খররজঃ স্তথা সংমার্জনীরজঃ ।

স্ত্রীণাং পাদরজো রাজন_শক্রাদ্পি হরেৎ ক্রিযং ॥ ৩৫ ॥

ছাগলের পদধূলি, গর্জবের আর । ঝঁঁটার ও পদধূলি যোবিঃ
জনার ॥ স্পর্শ করিবেনা, যদি স্পর্শ কেহ করে । ইন্দ্রতুল্য
হোলেও তাহার লক্ষ্মী হরে ॥ ৩৫ ॥

কুচেলিনং দন্তমলং প্রধারিণং মহাশঠং নিষ্ঠু_র
বাক্যভাষিণং । স্মর্যেদয়ে চান্তমিতে তু শাস্তিঃ
বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনং ॥ ৩৬ ॥

অলিৰ বসন পরি ষেই জন রয় । দন্ত মা ধাবন করে, খাই
অতিশয় ॥ সকল লোকেরে বলে কঠিন রচন । স্মর্য অন্তোদয়
কালে করয়ে শরুন ॥ বিষুর সদৃশ যদি হয় সেই নৱ । কমলা
তাহাকে ত্যাগ করেন মন্ত্র ॥ ৩৬ ॥

ନିତ୍ୟଃ ଚେଦ ସ୍ତୁଗାନଃ କ୍ରିତି ନଥ ଲିଖନଃ ପାଦଯୋରଙ୍ଗ
ପୂଜା । ଦ୍ଵାନାମପଶୌଚଃ ବସନ ମଲିନତା ରୁକ୍ଷତା ମୁଦ୍ରି-
ଜାନାଃ ॥ ଦେଶକ୍ଷେତ୍ରଚାପି ନିର୍ଦ୍ଦା ବିବସନ ଶୟନଃ ଗ୍ରାସ
ହାସାତିରେକଃ । ସ୍ଵାଙ୍ଗେ ପୀଠେ ଚ ବାଦ୍ୟଃ ହରତି
ଧନପତେଃ କେଶବସ୍ୟାପି ଲଙ୍ଘନୀ ॥ ୩୭ ॥

ହଞ୍ଚଦ୍ଵାରା ତୁଣଭଙ୍ଗ କରା ଅନୁକ୍ଷଣ । ମଥେର ଦ୍ଵାରା କରା ଧରଣୀ
ଲିଖନ ॥ ପଦ ଅପବିତ୍ର ରାଖା, ଦଲେ ମଳା ଆର । ଝାନ ବନ୍ଦ ପରେ
କେଶ ନହେ ପରିଷ୍କାର ॥ ନିର୍ଦ୍ଦାନୀତ ହୟ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ।
ଶୟନ ସମୟେ ଅଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ରଯ ॥ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ, ବଡ଼ ଗ୍ରାସେ
କରଯେ ଭୋଜନ । ନିଜ ଦେହ ନିଜାମନ କରଯେ ବାଦନ । କୁବେର ଓ
କେଶବେର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ୟ । ହତଶ୍ରୀ ହଇୟା ଥାକେ କେବା ଆର
ଅନ୍ୟ ॥ ୩୭ ॥

ଏବଂ ସଃ କୁକୁରତେ ନିତ୍ୟଃ ମଯୋଜାନି ଚ କେଶବଃ ।

ତୁଷ୍ଟା ଭବାମି ତସ୍ୟାହଃ ଛୁଯେଷା ନିଶ୍ଚଳା ସଥା ॥ ୩୮ ॥

ହେ କେଶବ ! କରିଲାମ ସେ ସବ କୌର୍ତ୍ତନ । ସେ ଜନ ପାଲିବେ ମମ
ନିରେଧ ବଚନ ॥ ଆର ସାହା ଆଚରିତେ ବଲେଛି ତୋମାୟ ।
ସେ ଜନ ସବଦା ହବେ ନିରତ ତାହାୟ ॥ ତାହାର ଉପରେ ତୁଷ୍ଟ ହଇବ
ନିଶ୍ଚଳ । ସେମତ ନିଶ୍ଚଳା ତବ ଆହି ଦୟାମର୍ଯ୍ୟ ! ॥ ୩୮ ॥

ଆଭାବିତ ମିଦଂ ସ୍ତୋତ୍ରଃ ପ୍ରାତ ରୁଥ୍ୟାଯଃ ସଃ ପଠେଣ ।

ତଦ୍ ଗୃହଃ ବିପୁଲଃ ରମ୍ୟ ନିତ୍ୟଃ ଭବତି ନାନ୍ଦଥା ॥ ୩୯ ॥

ଆଭାବିତ ଏହି ଯହା ସ୍ତବ ଯେହି ଜନ । ପ୍ରାତଃ ଆର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ
କରେନ ପଠନ ॥ ସତୈଷ୍ୟେ ପୁଣ ହୟ ତାହାର ଭବନ । ସଂଶୟ ନାହିଁ
ତାହେ ଜାନିବେ ଏମନ ॥ ୩୯ ॥

ବ୍ୟାଧିତୋ ମୁଚ୍ୟତେ ରୋଗୀ ବଙ୍କୋ ମୁଚ୍ୟତେ ବଙ୍କନାଥ ।

ଆପଦସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ନଶ୍ୟନ୍ତି ତମଃ ଶୁର୍ଯ୍ୟାଦରେ ସଥା ॥ ୪୦ ॥

এই জ্ঞব প্রীতমনে করিলে পঠন। রোগ হোতে পরিমুক্ত
হবে রোগীগণ ॥ বঙ্গন বিমুক্ত হয় বঙ্গক জনার। সকল আপদ
হবে নিশ্চয় সংহার ॥ যে প্রকার দিনকর হইলে উদয়। সমুদয়
অঙ্গকার পরিত্যাগ হয় ॥ ৪০ ॥

ইতি লক্ষ্মীকেশব সংবাদ সমাপ্তি ।

পরাশর মৈত্রেয় সংবাদে লক্ষ্মীস্তোত্র ।

ইন্দ্র উবাচ ।

নমামি সর্বভূতানাং জননীমজসস্তবঃ ।

শ্রিয়মুনিদ্ব পদ্মাক্ষীং বিশু বক্ষস্থল হিতাং ॥ ১ ॥

বিনি সর্বলোকমাতা, পঞ্জোৎপন্না আর । অকুল কঠল
ভুল্য নয়ন যাহার । বিশুর হৃদয় ধামে যাহার বসতি । তিনিই
কমলা ; করি তাহাকে প্রণতি ॥ ১ ॥

ত্বং সিদ্ধি স্তুৎ স্বধা স্বাহা সধাত্বং লোক-পালিনী ।

সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূমির্মেধা অঙ্কা সরস্তী ॥ ২ ॥

হে দেবি ! তুমিই সকল মঙ্গল স্বীকৃপা । শ্রান্কে স্বধাকৃপা আর
হোমে স্বাহা কৃপা ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যে এই ত্রিভূবন ।
সর্বদা করিছ তাহা আপনি রক্ষণ ॥ চন্দ্রের অমৃত তৎ স্বীকৃপা
নারায়ণি । সন্ধ্যা আর রাত্রিকাল তাহাও আপনি ॥ শক্ত-
রের অনিমাদি অট্টেশ্বর্য যাহা । ওগো মা ! বিশেষ জানি
আপনিই তাহা ॥ সবার ধারণাবতী, শুক্রিকৃপা আর । তাহাও
আপনি, তব মহিমা অপার ॥ সাধুদের অঙ্কাকৃপা তুমি নারায়ণী
সকলের বাক্যকৃপা তুমিগো জননী ॥ ২ ॥

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে ।

আত্মবিদ্যা চ দেবিত্বং বিশুক্ষি কলদায়িনী ॥ ৩ ॥

মুজ্জ, জ্ঞান কৃপা তুমি ওগো নারায়ণি । যৈছাজ্ঞান কৃপ যাহা
তাহাও আপনি ॥ আপনিই গুহ্যজ্ঞান-কৃত্যে বিরমজিতা । শুক্ষি
বিধায়িনী কৃপে আপনিই স্থিতা ॥ আত্মজ্ঞান আর যাহা তাহাও
আপনি । সর্ব জ্ঞান কৃপা তুমি ওগো নারায়ণি ॥ ৩ ॥

আত্মক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতি স্তুমেব চ ।

সৌম্য সৌম্যে র্গজ্ঞাপৈ-স্তুর্যতদেবি পুরুষতৎ ॥ ৪ ॥

ତକ ବିଜ୍ଞା କୃପା ତୁମି ଓଗୋ ଲାରାଯନି । ଅକ୍ଷ, ସାମ, ସଜୁର୍ବେଦ
ତାହାଓ ଆପନି ॥ ଜୀଧିତା ସ୍ଵର୍ଗପା ତୁମି ଆଛି ମା ବିଦିତ । ଦେଖ
ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରକପା ତୁମିଇ ନିଶ୍ଚିତ ॥ ପାପ ଓ ପୃଣ୍ୟର ଦ୍ଵାରା ଜଗନ୍ନ
ମଂଦାର । ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତେହେ, ତୁମି ମୂଳଧାର ତାର ॥ ୫ ॥

କଥାନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଦେବି ସର୍ବ ସଜ୍ଜମୟଂ ବଗ୍ରତ ।

ଅଧ୍ୟାତ୍ମେ ଦେବ ଦେବମ୍ୟ ଯୋଗି ଚିନ୍ତ୍ୟେ ଗନ୍ଧାଭୃତଃ ॥ ୬ ॥

ହେ ଦେବି ! ଯେ ଗନ୍ଧାପାଣି ହରି ସର୍ବମୟ । ତାର ସର୍ବ ଅଜ୍ଞକପା
ତୁମିଇ ନିଶ୍ଚଯ ॥ ଯୋଗିଦେର ଚିନ୍ତନୀୟ ଦେହେ ଓମା ଆର । ତୁମି
ଭିନ୍ନ ହିତି ଶାଖ୍ୟ କୋନ୍ତ ଅବଳାର ? ॥ ତୁମିଇ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାହାର
କାରଣ । ଯୋଗିର ଦେହେତେ ରହିଯାଇ ସର୍ବଶବ୍ଦ ॥ ୬ ॥

ଅନ୍ତା ଦେବି ପରିତ୍ୟକ୍ତଃ ସକଳଃ ଭୁବନତ୍ରୟଃ ।

ବିନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ମ ଭବେଦ ହୃଦୟଦାନୀଂ ସମେଧିତ ॥ ୭ ॥

ହେ ଦେବି ! ତୁରନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ସଥନ ତ୍ୟଜିଯା । ମହୁଦ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ସାମ
କୋରେଛିଲେ ଗିଯା ॥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିଲ ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଲୋକ ତଥନ ।
ଅନୁତ ବର୍ଣ୍ଣି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ତ୍ରିବ୍ରତ ॥ ସମ୍ୟକ ପ୍ରକାରେ ତୁମି କୋରେଛ
ବର୍ଜିତ । ତୋମାର ମହିମା ଆହେ ତ୍ରିଲୋକେ ବିଦିତ ॥ ୭ ॥

ଦ୍ଵାରାଃ ପୁନ୍ଦ୍ରାନ୍ତଥାଗାରଃ ଶୁହଙ୍କାନ୍ୟଃ ଧନାଦିକ ।

ଭବତ୍ୟ ତ୍ୟାହାତାଗେ ନିତ୍ୟଃ ଦ୍ଵାରୀକ୍ଷଗାନ୍ତଃ ଶାନ୍ତଃ ॥ ୮ ॥

ଦେବି ! ତବ କୁପାଦୃଷ୍ଟି ଅତି ଚମ୍ପକାର । ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବହୁ ପୁନ୍ନ
ବହୁ ସର ଦ୍ଵାର ॥ ସହ ସର୍ଵ ସହ ଧର ଲଭ୍ୟ ହସ୍ତ ତାର । ଅତଏବ କୁପା-
ଦୃଷ୍ଟି କରନ ଆମ୍ରାଯ ॥ ୯ ॥

ଶ୍ରୀରାମାରୋଗ୍ୟ ଯୈଶ୍ଵର୍ୟ ଯରିପକ୍ଷ କ୍ଷୟଃ ଶୁଦ୍ଧଃ । ଦେବି

ଦୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟାନାଃ ପୁରାଷାନାଃ ମହୁଭାବଃ ॥ ୧୦ ॥

ହେ ଦେବି ! ଧାହାର ପ୍ରତି କରୁଥା କରିଯା । କୁପାକଳା ଦିତ-
ରିଯା ଦେଖେଛ ଚାହିଁଯା ॥ ଆରୋପ୍ୟ, ଏଶ୍ଵର୍ୟ ଶକ୍ତିକାଳ ଶୁଦ୍ଧ ଆର ।
ଏ ବକଳ ଛନ୍ଦଭାବ ହସ୍ତ କରୁ ତାର ॥ ୧୦ ॥

ସମସ୍ତା ମର୍ବଜୁତୀନାଃ ଦେବ ଦେବୋ ହରିହପିତା ।

ଶ୍ରୀଯୈତନ୍ତିଷ୍ଠନାଚାନ୍ଦ ଅଗନ୍ୟାଂଶୁ ଚରାଚରି ॥ ୧ ॥

ମକଳ ପ୍ରାଣିର ଏକ ତୁମି ପ୍ରସବିତା । ଦେବେର ଦେବତା ହରି
ମକଳେର ପିତା । ଆପନାର ଆର ଦେଇ ବିଷୁର କୃପାମ୍ବ । ବ୍ୟାଙ୍ଗ
ହଇଯାଇ ଅସେ ! ବିଶ୍ୱ ସମୁଦ୍ରାୟ ॥ ୨ ॥

ମାନେ କୋଷେ ତଥା କୋର୍ତ୍ତେ ମୌଖୁଦେ ମାପରିଛଦେ ।

ମାଶରୀରେ କଲତଙ୍ଗ ତ୍ୟଜେଥାନି ମର୍ବ ପାବନି ॥ ମା-

ପୁଞ୍ଜାନ୍ ମା ମୁହୁରଗାନ୍ ମାଗନ୍ଧନ୍ ମାବିଜୁଷନ୍ ।

ତ୍ୟଜେଥା ଦେବ ଦେବମ୍ୟ ବିକ୍ଷେପକ୍ଷତ କୁଳାତ୍ମରେ ॥ ୩ ॥

ଓଗୋ ନାରାୟଣି ! ବିଷୁ-ଶୁଦ୍ଧୟ-ଶୋଭନେ । ଓପୋ ମାତତ । ତୁମି
ତ୍ୟାଗ କର ଯେଇ ଜନେ ॥ ମାତ୍ର ଧନୀଧାର, ବାନୀ, ବାସଶ୍ଵାନ ଆର ।
ନବବନ୍ଦ୍ର, କଲେବର, ବନିତା, କୁମାର ॥ ବନ୍ଦୁବର୍ଗ ଗୋ, ମହିଷ ଆଦି
ଅଳକ୍ଷାର । ମରୁରେ ମକଳ ହୟ ବିନଷ୍ଟ ତାହାର ॥ ୧୦ ॥

ସତ୍ୟନାଶୋଚ ସହାଯାଃ ତଥା ଚ ଶୀଲାଦିଗ୍ରଣେ ।

ତ୍ୟଜସ୍ତେ ତେ ନରାଃ ମଦ୍ୟ ମର୍ବଜୁ । ସେ କୁରାମଲେ ॥ ୧୧ ॥

ହେ ଅମଲେ ! ତୁମି ତ୍ୟାଗ କର ଯେ କରାଇ । ନିଭାସ ହୃତ୍ପା-
ବାନ୍ ଜାନି ମା ତାହାର ॥ ମତ୍ୟ ଓ ଶୁଚିତ୍ତ, ବଳ, ଶୀଲତାଦି ଆର ।
ଯାବଦୀଯ ଶୁଣ ଧାକେ ଶରୀରେ ତାହାର ॥ ତଥ ଏକ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ବିନା
ସମୁଦ୍ର । ମକଳ ବିନଷ୍ଟ ତାର ଦେଇ କୁଳମ୍ବହର ॥ ୧୧ ॥

ତୁମାବଲୋକିତାଃ ମତ୍ୟଃ ଶଳା ଈକ୍ତରକ୍ଷିତିଲକ୍ଷ୍ୟତେ ।

କୁଲେଷ୍ଟରୈଶ୍ଚ ଯୁଜ୍ୟତେ ପୁରୁଷାନି ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟତ ॥ ୧୨ ॥

ହେ ମାତଃ ! ସେ ଜନେ କର କୃପା ବିତରନ । ମତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଲିପିନ୍ ସଦି
ହୟ ଦେଇ ଜନ ॥ ଶୀଲାଦି ଓ ଶୁଚିତ୍ତ କୁଳ ଈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟାଦି ଆର । ତଥ
କୃପା ଜମ୍ୟ ହୁବେ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ॥ ମତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କୃପାକ୍ଷେତ୍ର କରି ବିନାପା
କୃପାଦୃଷ୍ଟି କର, ମାତଃ ! ଏହି ଲିବେନାହ ॥ ୧୨ ॥

କାଣ୍ଡାଲକୁତୁତ୍ତ୍ଵ ପାଇ ।

ମ ହୀନ୍ୟଃ ମ ଗୁଣୀ ଧନ୍ୟଃ ମ କୁଳୀନଃ ସୁଦ୍ରିମାନ୍ ।

ମ ଶୂରଃ ମଚ ବିକ୍ରାନ୍ତୋ ସଞ୍ଜୁଯାଃ ଦେବି ବୀକ୍ଷିତଃ ॥ ୧୩ ॥

ହେ ମାତଃ ! ଯେ ଅନେ କର କୃପା ବିତରଣ । ଲୋକ ମଧ୍ୟେ ହୀନ୍ୟ-
ନୌନ୍ୟ ହୁଏ ହେଉ ଜନ ॥ ମେହି ଗୁଣବାନ୍ ମେହି ସଙ୍କୁଳୀନ ଆର । ମେହି
ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମହା ପ୍ରତାପ ତାହାର ॥ ୧୩ ॥

ପଦ୍ୟୋବିଶ୍ଵର୍ଣ୍ୟ ମାଯାର୍ଥ ଶୀଳାଦୟଃ ସକଳ ଗୁଣଃ ।

ପରାଂମୁଖ ଜଗନ୍ଧାତ୍ମୀ ସମ୍ୟ ତୃତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ବଲଭେ ॥ ୧୪ ॥

ହେ ବିଶ୍ୱବଲଭେ ଶାତଃ ଜଗନ୍ଧାଜନନି ! । ଯେ ଜନାର ପ୍ରତି ହୁଏ
ବିମୁଖୀ ଆପନି ॥ ଶୀଳାଦୟ ସକଳ ଗୁଣ ମେହି କ୍ଷଣେ ତାର । ବିନନ୍ଦ
ହିବେ ନାହିଁ ସଂଶୟ ତାହାର ॥ ୧୪ ॥

ନ ତେ ସମ୍ମିଳିତଃ ଶକ୍ତଃ ଗୁଣାନ୍ ଜିହ୍ଵାପି ବୈଧସାଃ ।

ପ୍ରମାଦ ଦେବୀ ପଞ୍ଚାହି ମାସ୍ୟାଂତ୍ର୍ୟାକ୍ଷିଃ କଦାଚନ ॥ ୧୫ ॥

ହେ ଦେବି ! ହେ କମଳାକ୍ଷିଃ କି କବ ତୋମାରେ । ବିଧାତାର
ଜିହ୍ଵା ତବ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣିବାରେ ॥ ସମର୍ଥ ନା ଧରେ, ବଲିତେଛି ଏକାରଣ ।
ଆମାଦିଗେ ତ୍ୟାଗ ଭୂମି କୋରନା କଥନ ॥ ବିନୟ କରିଯା ବଲି
ଚରଣେ ତୋମାର । ପ୍ରସରା ହଟୁନ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମରାର ॥ ୧୫ ॥

ପରାଶର ଉତ୍ସାହ ॥

ପରାଶରମୁନିଧାଯିଗନେର ପ୍ରତି କହିତେଛେନ ।

ଏବଂ ଶ୍ରୀଃ ସଂକ୍ଷତା ସମ୍ୟକ ପ୍ରାହ ହଟୁ । ଶିତକୁତୁ ।

ଶ୍ରୀଃ ତାଃ ଦେବ ଦେଵାମାଂ ସର୍ବକୁତ ଶିତା ଦ୍ଵିଜ ॥ ୧୬ ॥

ପରାଶର ମୈତ୍ରେଯକେ କରି ମହୋଦିନ । କହିଲେନ, ଦେବରାଜ
ଅଦିତୀନନ୍ଦନ ॥ ଏଇକପ ଶ୍ଵର କରିତେ କମଳାୟ । ଅବଶ
କରିଯା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୂଷା ହୋଇସାଯ ॥ ସକଳ ଦେଵେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରକେ
ତଥନ । ସକଳଭୂତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହେନ ଅହନ ॥ ୧୬ ॥

ଆରୁଧାଚ ।

ପରିତୁଷ୍ଟୁନ୍ମୟ ଦେବେଶ ସ୍ତୋତ୍ରେନାମେନ ହେତୁନା ।

ବରଂ ବୃଣୁ ବରନ୍ତିଷ୍ଟୋ ବରଦାହ୍ ତବାଗତୀ ॥ ୧୭ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେନ, ଓହେ ଦେସ ଦେବପତି ! । ତବ୍ କୁଳ ଶ୍ରବେ ତୁଷ୍ଟା
ଇଲାମ ଅତି ॥ ଅଭୀଷ୍ଟ ଯେ ବର ହୟ ଆମାର ମଦନେ । ବାଚଏଣ
କରହ ଆମି ଦିବ ଏଇକଣେ ॥ ଆପନାକେ ବର ଦାନ କରିବାର ତରେ
ଆଗମନ କରିଯାଛି ତୋମାର ଗୋଚରେ ॥ ୧୭ ॥

ଇନ୍ଦ୍ର ଉବାଚ ।

ବରଦା ଯଦି ଦେବି ତୁଂ ବରାହେଁ ଯଦି ବାପ୍ୟହ୍ ।

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ନ ତୃପ୍ତା ତ୍ୟଜ୍ୟ ମେବ ମେହସ୍ତ ବର ପାରଃ ॥ ୧୮ ॥

ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେନ ଦେବି ! ଆମାର କାରଣ । ବର ଦାନେ ଯଦି ତୁମି
ମରିଯାଛ ମନ ॥ ତବେ ଏହି ବଲିତେହି କରିଯା ବିନୟ । ଯଦ୍ୟପି ଏ
ଯାତ୍ରି ବର ଲାଭେ ଘୋଗ୍ୟ ହୟ ॥ କୋରୋମା ତ୍ରିଲୋକ ତ୍ୟାଗ କଥନ
ମାପନି । ଏହି ବର ଦେହ ସାହା ମନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗନି ॥ ୧୮ ॥

ସ୍ତୋତ୍ରେଣ ସମ୍ଭବେତେନ ତୁଃ ସ୍ତୋତ୍ୟତ୍ୟକ୍ଷି ସମ୍ଭବେ ।

ମସ୍ତ୍ରା ନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟୋ ଦ୍ଵିତୀୟମ୍ଭୁତ ବରୋ ମମ ॥ ୧୯ ॥

ହେ ମାତଃ ମୟୁଦ୍ରୋଽପଞ୍ଚ ! ବଲ ଆର ବାର । ଏହି ଶ୍ରବେ ଯେ
ଶରିବେ ଶୁବନ ତୋମାର ॥ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଓନା ତାହାକେ କଥନ
ହାଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର କରି ନିବେନନ ॥ ୧୯ ॥

ଆରୁଧାଚ ।

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ତ୍ରିମର୍ଣ୍ଣେଷ୍ଟ ନ ମଂ ତ୍ୟାଜାମି ବାସବ ।

ଦକ୍ଷୋବରୋ ମର୍ଯ୍ୟାମ୍ଭୁତଃ ସ୍ତୋତ୍ରେଣ ମହିତୁଷ୍ଟରା ॥ ୨୦ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରେର ଏକପ ବାକ୍ୟ କରିଯା ଆବଶ । ବାସବେ ମସ୍ତ୍ରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ମନ ତଥନ ॥ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହେ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ଶୁବନେ ତୌମାର । ଯଥୋ-
ତ ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ ହୋଇଯେହେ ଆମାର ॥ ତାହାତେହି ବରଦାନ କୌରେହି
ଆମାୟ । ଏକମେ ତୋମାର ବାକ୍ୟ ବଲି ପୁନରାର ॥ କୁଞ୍ଚାପି ତ୍ରି-

ଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନା ଆମା । ଅଭିଷ୍ଟ ହୁଏ ମିଛି ଏକଣେ
ତୋମାର ॥ ୨୦ ॥

ସମ୍ମାନୀୟଙ୍କ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ଶୋଭ୍ରେବାନେନ ମାନବ ।

ମାଂ ଶୋଭ୍ୟତି ନ ତମାହିଂ ଭବିଷ୍ୟାମି ପରାଂ ମୁଖୀ ॥ ୨୧ ॥

ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିକାଳେ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଆର । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରେ କରି-
ଦେବ କ୍ଷେତ୍ରନ ଆମାର ॥ ବିମୁଖୀ ହବନା ଆମି ତାହାକେ କଥନ ।
ନିଶ୍ଚଯ ଜାନିବେ ଏହି ଆମାର ବଚନ ॥ ୨୧ ॥

ପରାଶର ଉଦ୍‌ବାଚ ।

ଧ୍ୱିଗନକେ ପରାଶର ମୁଖ କହିତେହେନ ।

ଏବଂ ବରଃ ଦଦ୍ମୋ ଦେବୀ ଦେବରାଜୀଯ ବୈପୁରା ।

ମୈତ୍ରେଯ ଶ୍ରୀମହାଭାଗୀ ଶୋଭାରାଧନ ତୋଷିତା ॥ ୨୨ ॥

ପରାଶର ମୈତ୍ରେୟକେ କରି ସମ୍ବୋଧନ । କହିଲେନ ହେ ମୈତ୍ରେୟ ।
କରହ ଅବଶ ॥ ଭାଗ୍ୟଦାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କ୍ଷେତ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟୀ ହଇଲା । ଯେ ବର
ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଦ୍ୟାନ କୃପା ପ୍ରକାଶିଲା ॥ ପୂର୍ବକାଳେ ଜାନିବେନ ତାହାର
କାରଣ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଯୁକ୍ତ ପୁନଃ ହର ମକଳ କୁବମ ॥ ୨୨ ॥

ଭୁଗୋତ୍ସମ୍ମାନୀୟ ସମୁଦ୍ରପମ୍ଭା ଶ୍ରୀଃ ପୂର୍ବ ମୁଦ୍ରଥେଃ ପୁନଃ ।

ଦେବ ଦ୍ୟାନବ ସତ୍ରେନ ପ୍ରମୁଖତାହୃତ ମୁହଁମେ ॥ ୨୩ ॥

ହେ ମୈତ୍ରେୟ ! ଯାଇ ମାକା କରହ ଅବଶ । ପୁର୍ବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁବ
ବଂଶେ ସମୁଦ୍ରପମ୍ଭା ହନ ॥ ଜ୍ଞାନଶାଖରେ ପରିଭ୍ୟାଗ କରେନ ସଂଶାର
ଇନ୍ଦ୍ରେ ବର ଦ୍ୟାନ କରି ପଶ୍ଚାତ୍ତ ତାହାର ॥ ଯେ ମନ୍ଦରେ ଦେବାମୁଦ୍ର
ଏକତ୍ର ହଇଲା । ମୁହଁ ମୁହଁ କରେ ସତ୍ର କରିଲା । ତ୍ରୈକାଳୀନ ମୁହଁ
ହିତେ ପୁର୍ବକାର । କରନା ଉତ୍ତର ହର ଶୁଣ କରିଲାର ॥ ୨୩ ॥

ଏବଂ ଯଦା ଜଗନ୍ମହାମୀ ଦେବ ଦେବେ ଜନାନ୍ଦିନଃ ।

ଅବଭାରଃ କରୋତ୍ୟ ଯ ଭଧ୍ୟ ଶ୍ରୀତ୍ୟ ମହାହିନୀ ॥ ୨୪ ॥

ହେ ମୈତ୍ରେୟ ! କରି ଶୁଣ ରିଶେଷ କରିଲା । ମୁହଁ ହିତେ ଲାଭ
ଉପମା ହଇଲା ॥ ନାମାମ୍ବଣେ ବାସ କରି ଅଟିହେବ ଏଥନ । ସମ୍ମାନ

ଶୀନ ଦିଶକର୍ତ୍ତା ଦେବ ଜନାନ୍ତିନ ॥ ଅବତାର ହିବେନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେ ସମୟ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସହାୟିନୀ ହବେନ ନିଶ୍ଚଯ ॥ ୨୪ ॥

ପୁନଶ୍ଚ ପଞ୍ଚହତ୍ତୂତା ଯଦାଦିତୋହିତବନ୍ଧରିଃ ।

ଯଦ୍ୟ ଚ ଭାଗବୋ ରାମ ତୁମ୍ଭା ଭୁଜରଣୀ ଦ୍ଵିରଃ ॥ ୨୫ ॥

ହେ ମୈତ୍ରେସ ! କୋନ୍ତେ ହୁନେ ପୁନର୍ବାର । ଉତ୍ସପନ୍ନା ହବେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ;
କିଳପେତେ ଆର ॥ ସହାୟତା କରିବେନ, ସେଇ ସମ୍ମଦୟ । ବଲିତେଛି
ଶ୍ରୀ ହୋଇଲେ ପବିତ୍ର ହଦୟ ॥ ସେକାଳେ ହବେନ ହରି ଆଦିତ୍ୟାବତୀର ।
ପାଦ୍ୟ ହୋଇତେ ଆବିର୍ତ୍ତାବ ହବେ କମଳାର ॥ ସଥମ ପରଶୁରାମ ହିବେନ
ହରି । ଉତ୍ସପନ୍ନା ହବେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷିତି କୃପ ଧରି ॥ ୨୫ ॥

ରାୟବତ୍ରେ ଭବେ ସୀତା ରଙ୍ଗିଣୀ କୃଷ୍ଣଜନ୍ମନି ।

ଅନ୍ୟେ ଯୁଧାବତୀରେସୁ ବିକ୍ଷେପାରେସା ସହାୟିନୀ ॥ ୨୬ ॥

ହେ ମୈତ୍ରେସ ! ରାମ ଅବତାର ହୋଲେ ହରି । ଆବିଭୂତା ହସେ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା କୃପ ଧରି ॥ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚ କପେ ଦିଶୁ ଅନ୍ତାବେ ସଥମ ।
ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୃପ ଧରି କମଳା ତଥନ ॥ ସହାୟତା କରିବେନ ଈହାଇ
ନିଶ୍ଚଯ । ଏ ବିଷରେ କିଛୁ ମାତ୍ର ନାହିକ ସଂଶୟ ॥ ୨୬ ॥

ଦେବ ତ୍ରେ ଦେବଦେହେୟଃ ମାତୁସତ୍ତ୍ଵେ ଚ ମାତୁସୀ ।

ବିଷେଠେଦ୍ୟହାତୁକପାଇବ କରୋତ୍ୟୋଜନ ତୁଳଂ ॥ ୨୭ ॥

ହେ ମୈତ୍ରେସ ! ଆର ତୁମି କରଇ ଅବଧ । ଧରିବେନ ଯେ ଶ୍ରାକାରେ
କୃପ ନାରାୟନ ॥ କମଳାଓ ସେଇ ହୁନେ ତଙ୍କପ ଆକାରେ । ପ୍ରକାଶ
ହବେନ, ଆମି ସଲିଲୁ ତୋମାରେ ॥ ଯେ ହୁନେତେ ଦେବକୃପ ହବେନ
ଆହରି । ଉତ୍ସପନ୍ନା ହବେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀକୃପ ଧରି ॥ ମହୁଧ୍ୟ
ଆକାରେ ହରି ହୋଲେ ଅବତାର । ବାନବୀ କପେତେ ଅନ୍ଧ ହବେ
କମଳାର ॥ ୨୭ ॥

ସଂଶେଷତ୍ୱ ଶ୍ରମୁ ଆଜନ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟାଃ ସ୍ତୋତ୍ରଃ ପଠେନରଃ ।

ଶ୍ରୀରୋ ନ ବିଚ୍ୟତିନ୍ଦ୍ରୟ ଗୁହେ ଯାବଦ୍ବୁଲନ୍ତରଃ ॥ ୨୮ ॥

ଏହି କମଳାର କ୍ଷବ ଅନ୍ଧ କଥା ତୀର । ଯେ ଜନ ଆବଧ କରେ,

কিঞ্চ। পঠেআৱা। কখন কলা তাৰ বিচুতি না হয়। তিনি
কুলাবধি লক্ষ্মী স্থিৰ হোৱে রয়। ॥ ২৮ ॥

পঠ্যতে ষেষু উচ্চবেৰু গৃহেষু আন্তবো মুনে।

অলক্ষ্মী কলহ বাধান্ত তেষাণ্তে কদাচন। ॥ ২৯ ॥

হে মৈত্রে ! বলিতেছি তোমাকে নিশ্চিত। যে গৃহে এ
লক্ষ্মীস্তোত্র হইবে পঠিত। অলক্ষ্মী কখন তথা হবেনা উদয়।
রবেনা কলহ, ইহা জানিবে নিশ্চয়। উৎপাতাদি অমূল হবে
তিরোহিত। সর্বদা হইবে তথা মঙ্গল উদিত। ॥ ২৯ ॥

এততে কথিতং ব্রহ্মণ্যম্বাতং পরিপৃচ্ছসি।

ক্ষীরাঙ্গৌ আৰ্য্যথা জাতা পূৰ্বঃ ভুগ্নমুতা সতী। ॥ ৩০ ॥

হে ব্রহ্মণ ! বোলেছিলে করিতে কীর্তন। যে লক্ষ্মী ক্ষীরাঙ্গী
হোতে সমুৎপন্না হন। তিনিই কি পূৰ্বে ভুগ্নমুতা কৃপ ধৰি।
আবিষ্টুতা হন, সর্বজীবে কৃপা কৰি। তোমার সংশয় আমি
করিতে ছেদন। করিলাম তব স্থানে তাহাই কীর্তন। ॥ ৩০ ॥

ইতি সকল বিভুত্যবাণ্ণি হেতুঃ স্তুতি রিয়হিন্দ্ৰ-

মুখোৎ গতাহি লক্ষ্যঃ। অনুদিন মনুপঠ্যতে মৃ-
তিবৈর্বস্তন্ত ন তেষু কদাপিদপ্য লক্ষ্মীঃ। ॥ ৩১ ॥

সুখ সুখোৎপন্না সর্ব ঐশ্বর্যাদি আৱ। প্রাণ্তিৰ কাৰণ এক
কমলাই সাব। সেই কমলার এই স্তুতি যেই জন। প্রীত মনে
প্রতিদিন কৱেন পঠন। অলক্ষ্মী না হয় কভু তাহার উদয়।
অচলা হইয়া লক্ষ্মী চিৰদিন রয়। ॥ ৩১ ॥

ইতি বিশু পুৱাগোক্ত পৱাশৱ মৈত্রেৰ সংবাদে ইন্দ্ৰ কৰ্ত্তক
লক্ষ্মীস্তোত্র সমাপ্ত।

ମୁକୁନ୍ଦମାଳା ।

ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ମରିବିନ୍ଦଲାୟତାକ୍ଷଃ କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁଶାନ୍ଦଶନଃ
ଶିଶ୍ରଗୋପବେଶମ୍ । ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣବନ୍ଦିତପାଦ
ପୀଠଃ, ବ୍ରନ୍ଦାବନାଲୟମହଂ ବନୁଦେବମୁନ୍ମ ॥ ୧ ॥

ବନୁଦେବମୁନ୍ତ ସ୍ଥିତ ବ୍ରନ୍ଦାବନାଲୟେ । ତିନିଇ ମୁକୁନ୍ଦ, ବନ୍ଦି ତାହାକେ
ବିନୟେ ॥ ତାହାର ନୟନଦୟ ଅତି ମନୋହର । ପଞ୍ଚଦଳ ତୁଳ୍ୟ ଆର
ଆୟତ ସୁନ୍ଦର ॥ କୁନ୍ଦ, କିମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ର କିବା ଶଙ୍କେର ମର୍ଯ୍ୟାନ । ଦଶନ ମ-
ମୃହ ଶୁଭ ଅତି ଶୋଭମାନ ॥ ସେଇ ଭଗବାନ ଗୋପବାଲ ବେଶଧର ।
ତଥାଚ ବାସବ ଆଦି ଅମର ନିକର ॥ ନିରସ୍ତର ତାର ସେଇ ପାଦ ପ-
ଦ୍ରୋପରେ । ପ୍ରଣତ ହଇଯାଇହେ ପୁଲକ ଅନ୍ତରେ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭେତି ବରଦେତି ଦୟାପରେତି, ଭକ୍ତପ୍ରିୟେତି
ଭବନୁଷ୍ଠନ କୋବିଦେତି । ନାଥେତି ନାଗଶୟମେତି
ଜଗନ୍ନିବାସେତ୍ୟାଲାପିନଃ ପ୍ରତି ଦିନଃ କୁରୁ ମାଂ ମୁକୁନ୍ଦ ॥ ୨ ॥

ହେ ପ୍ରତୋ ମୁକୁନ୍ଦ ! ଯେନ ଆମି ମର୍ବକ୍ଷଣ । “ଓହେ ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭ ! ଓହେ
ବରଦରତନ ! ॥ ଓହେ ଦୟାମୟ ! ଓହେ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟଜନ ! । ହେ ଭବ-
ମୋଚନ ! ଓହେ ନାଥ ମଦ୍ଦାତ୍ମନ ! ॥ ହେ ଅନୁଷ୍ଠାରୀ !,, ଇହା ବଲିଯା
ବଦନେ । ଆଲାପ କରିତେ ପାରି ଇହା ମମ ମନେ ॥ କୃପାକଣା ବିତରଣ
କରି ଏ ବିଦ୍ୟାଯ । ଏ କପ ଆଲାପକାରି କରୁନ ଆମ୍ଯାଯ ॥ ୨ ॥

ଜୟତୁ ଜୟତୁ ଦେବୋ ଦେବକୀନନ୍ଦନୋହୟଃ, ଜୟତୁ ଜୟତୁ
କୁମେଳ ହୃଦ୍ୟବଂଶପ୍ରଦୀପଃ । ଜୟତୁ ଜୟତୁ ମେଘ ଶ୍ରୀ-
ମଳଃ କୋମଳାଙ୍ଗେ, ଜୟତୁ ଜୟତୁ ପୃଥ୍ବୀ ତାରମାଶୋ
ମୁକୁନ୍ଦଃ ॥ ୩ ॥

ଜୟ ସୁଜ ହୋନ ବିତୋ ଦେବକୀର ମୁତ ॥ ହୃଦ୍ୟବଂଶ ଦୀପ କୁମଳ
ହୋନ ଜୟ ସୁତ ॥ କୋମଳ ଅର୍ଥଚ ମେଘ ମମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାର । ମର୍ବତୋ
ପ୍ରକାରେ ଜୟ ହର୍ତ୍ତକ ତାହାର ॥ ତିନି କ୍ଷତିଭାର ହାରୀ ମୁକୁନ୍ଦ
ଦେବେଶ । ଜୟ ହୋକ ଜୟ ହୋକ ତାହାର ବିଶେଷ ॥ ୩ ॥

মুকুন্দ মূর্খ! প্রণিপত্য যাচে ভবন্ত মেকান্তমিয়ন্ত-
র্থম্। অবিশ্বতি স্তু চরণারবিন্দে ভবে ভবে
মেহস্ত তব প্রসাদাঃ ॥ ৪ ॥

হে মুকুন্দ! আমি নিজ মন্ত্রক দ্বারায়। প্রণাম করিয়া তব
অসামান্য পায়। চাহিতেছি এই অর্থ একান্ত অন্তরে। তো-
মার প্রসাদে যেন প্রতি জন্মান্তরে। তব চরণারবিন্দ সদা সর্ব-
ক্ষণ। স্মৃত্তিপথে থাকে, মম এই নিবেদন ॥ ৪ ॥

শ্রীগোবিন্দ পদাভ্রোজ মধুনো মহদন্তুতম্।

যৎ পায়িনো ন মুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি যদি পায়িনঃ ॥ ৫ ॥

মুকন্দের পাদপদ্ম সকলের সার। মধুরও চমৎকার গুণের
আধার। একবার পান করে যে সকল জন। ত্যজিতে না
পারে আর তাহারা কখন। যাহারা কখন তাহা করে নাই
পান। সেই সব জনে ত্যজে হোয়ে হতজ্ঞান ॥ ৫ ॥

নাহং বলে তব চরণয়োচন্দমন্দন্দু হেতোঃ, কুস্তী-
পাকৎ গুরুমপি হরে মারকং নাপনেতুম্। রম্যা
রামা হৃতকুলতালিঙ্গনের্ণাপি রস্তুং, ভাবে ভাবে
হৃদয় ভবনে ভাবয়েং ভবন্তম্ ॥ ৬ ॥

ওহে হরি! সুধ দুঃখাদিতে মুক্ত হব। এ আশায় সেবি নাই
পাদপদ্ম তব। গুরুতর কুস্তীপাক নরক দুষ্টার। নিষ্ঠারার্থে সেবি
নাই চরণ তোমার। বঙ্গ্যাসহ বিলাসেতে হব হর্ষ মন। তাহা ও
কামনা মম নহ নারায়ণ!।। এই আশা ভাবে ভাবে হৃদয়
ভবনে। ভাবনা করিব আমি তোমাকে যতনে।। ৬ ॥

নাস্তা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে,
বাটাব্যং তত্ত্বতু ভগবন্ম পূর্বকস্ত্রামুক্তপম্। এতৎ
প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেপি, স্তৎপাদা-
ভোরুহ যুগম্ভানিচলা ভক্তি রস্ত ॥ ৭ ॥

ওহে ভগবন् ! মম ধর্ষে কিম্বা ধনে । অথবা বিলাবে অ-
ভিলাষ নাই মনে ॥ পূর্বোক্ত বিষয় সব ভবিতব্য যাহা । পূর্ব-
কর্ষ অমুসারে হউক হে তাহা ॥ এই মাত্র বল্ল মত প্রার্থনা হে
মনে । জম্য জন্মাস্তরে যেন তোমার চরণে ॥ নিশ্চলা আমার
ভক্তি রহে নারায়ণ ! । ইহাতেই কর হরি ! কৃপা বিতরণ ॥ ৭ ॥

দিবি বা ভূবি বা মমাস্তু বাসে, নরকে বা নরকা-
স্তুক প্রকাম্য । অবধীরিত শারদারবিন্দো চরণে
তে মরণে বিচিন্ত্যামি ॥ ৮ ॥

ওহে নরকাস্ত ! স্বর্গে, মতে কিবা আর । অথবা নরকে বাস
হউক আমার ॥ কিছুমাত্র বলিবনা তাহার কারণে । তবে এই
প্রার্থনা তোমার শীচরণে ॥ তব পাদপদদ্বয় অতি মনোহর ।
শরতের পন্থকে কোরেছে হেয়তর ॥ মরণ সময়ে যেন সেই
পাদদ্বয় । চিন্তা করিবারে পারি ইহাই বিনয় ॥ ৮ ॥

সরসিজ নয়নে সশঙ্খচক্রে, মূরতিদি মা বিরমেহ
চিন্ত রন্তং । সুখতর মপুরং ন জাতু জানে হরিচরণ
স্মরণামৃতেন তুল্যং ॥ ৯ ॥

ওহে চিন্ত ! বলিতেছি শুন সাৰহিতে । পন্থনেত্ৰ শঙ্খচক্র-
ধারী মুৱারিতে ॥ হোওনা বিৱত ক্ষণকালেৱ কাৰণ । নিশ্চয়
অস্তরে আমি জানিহে এমন ॥ হরিপদ স্মরণ অমৃত তুল্য আৱ ।
সুখতর কিছু নাই সেই এক সাৱ ॥ ৯ ॥

মা তৈ মন্দ মনো বিচিন্ত্য বল্লধা বামীচিৱৎ যাতনা,
নৈবামী প্রতিবন্ধি পাপৱিপুবৎ স্থামী নমু আধীৱৎ ।
আলম্যং ব্যপনীয় ভক্তি সুলভং ধ্যায়ৰস্ত নারায়ণং,
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কি ন ক্ষমৎ ॥ ১০ ॥

ওৱে মন্দ মন ! যম-যাতনা যে হয় । চিন্তা করি তাহা কল্প
করিবনা জয় ॥ পাপৱিপু প্রসু হোতে কথন মাপাব । ভগবান-

আধির আছেন কর্তা তায় ॥ আলস্য ত্যজিয়া তুমি ভক্তি সহ যোগে
তপবান মারায়থে ধ্যান কর যোগে ॥ ভক্তির সুলভ তিনি জা-
নিবে নিশ্চয় । ত্রিলোকের বিপদ করেন আশু ক্ষয় ॥ দাসের
সন্কট তিনি করিতে হৃষ । অক্ষম কি হইবেন ? তেবনা
এগন ॥ ১০ ॥

তব জলধি গত্তানাং দ্বন্দ্ব বাতাহতানাং, সুত ছহিত
কলত্ব ত্রাণ ভারাবৃত্তানাম্ । বিষম বিষয় তোয়ে
মজ্জতামপ্লবানাং, ভবতি শরণ মেকো বিষু-
পোতো নরাণাম् ॥ ১১ ॥

সংসার সাগরে হোয়ে নিপত্তি ঘারা । সুখ ছুঁথ ক্রপ দ্বন্দ্ব
বায়ু দ্বারা ঢাঁরা ॥ আহত হওত আর বিনাবলম্বনে । মগ্ন হোতে
থাকে ঘোর বিষয় জীবনে ॥ তাহাদের পরিত্রাণ লাভের কারণ
একমাত্র বিষু ক্রপ পোত ক্রপ হন ॥ ১১ ॥

রঞ্জিনি নিপত্তিভানাং মোহ জালাবৃত্তানাং, জনন
মরণ দোলা দুর্গ সংসারভাজাং । শরণ মশরণ-
নামেক এবাতুরাণাং, কুশল পথ নিযুক্ত শচক্রপাণি
নরাণাং ॥ ১২ ॥

জন্মমৃত্যুদুর্গমসংসার ভাগীগণ । রঞ্জনে পড়িয়া তাহারা
অনুক্ষণ ॥ মোহ জালে আবৃত হইয়া সদা রয় ॥ আত্ম, রক্ষক-
হীন সহজেই হয় ॥ তাদের রক্ষক এক চক্রপাণী হন । তিনিই
করেন হিত চিন্তা অনুক্ষণ ॥ ১২ ॥

অপরাধ সহস্র সন্ধুলং পতিতং ভীমভবার্পবোদরে ।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবল আক্ষসাং
কুরু ॥ ১৩ ॥

সহস্র সহস্র অপরাধে, ওহে হরে । অপরাধী হয়ে এই সং-
সার সাগরে । নিপত্তি হইয়াছি, গতি আহি আর । কেবল

ଭରସା ଯାତ୍ର କୃପା ଆପନାର । ସେଇ କୃପା ବିଭବ କରି ଏହିକଥେ
ଆପନାର ଜୀବନ ଦୀନ ଜନେ ॥ ୧୩ ॥

ମା ମେ ଶ୍ରୀରୂପ ମା ଚ ମେ ସ୍ୟାତ୍ କୁଭାବୋ ମା ମୂର୍ଖରୂପ
ମା କୁଦେଶେବୁ ଜନ୍ମ । ଗିର୍ଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ମା ଚ ମେ ସ୍ୟାତ୍
କଦାଚିତ୍ ଜାତୋ ଜାତୋ ବିକୁଳଙ୍କୋ ଭବେଯଂ ॥ ୧୪ ॥

ହେ ପ୍ରଭୋ ! ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚରଣେ ତୋମାର । କହୁ ଯେନ ଶ୍ରୀରୂପ ଜନ୍ମ
ହୟ ନା ଆମାର ॥ କୁଭାବ, ମୂର୍ଖ କିମ୍ବା କୁଦେଶେ ଜନନ । ତାହାଙ୍କ
ନା ହୟ ଯେନ ଆମାର କଥନ ॥ ନାନ୍ଦିକତା କରଣେଓ ମତି ନାହିଁ ହୟ ।
ଜନେ ଜନେ ଯେନ ତବ ଭକ୍ତ ଦୀନ ହୟ ॥ ୧୪ ॥

କାରେନ ବାଚା ମନ୍ଦେଶ୍ଵରୀଶ୍ଚ, ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଅନା ବାନୁଶ୍ଚ ତି
ପ୍ରଭାବାତ୍ । କରୋମି ସଦ୍ୟ ମକଳଃ ପରଶ୍ମେ ନାରାୟା-
ଣାଯୈବ ସମର୍ପୟାମି ॥ ୧୫ ॥

କାର୍ଯ୍ୟ ମନଃ ବାକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦାରାୟ । ଯାହା ଯାହା କରି
ଆମି ସେଇ ସମୁଦ୍ରାୟ ॥ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନାରାୟଣେ । ଅର୍ପିତ
ହୃଦିକ ଏହି ଅତିଲାବ ଘନେ ॥ ୧୫ ॥

ୟଥ କୁତ୍ତଂ ଯଥ କରିବ୍ୟାମି ତଥ ମର୍ବଂ ନ ମନ୍ମା କୁତ୍ତଂ ।
ଦୁଇା କୁତ୍ତଙ୍କ କଲଭୁକ୍ ଦ୍ରମେବ ମଧୁସୁଦନ ॥ ୧୬ ॥

ଓହେ ଦେବ ! କୋରେଛି ସେ କର୍ମ ସମୁଦୟ । କିମ୍ବା ସା କରିବ
କିଛୁ ମମ କୃତ ନନ୍ଦ ॥ ଆପନି ସେ ସମୁଦ୍ରାୟ କରେନ ସାଧନ । ଆପନି
ତାହାର ଭୋଗ କର ନାରାୟଣ ! ॥ ୧୬ ॥

ତବଜ୍ଞାଧି ମଗାଧିଂ ଦୁଃଖରେଯଂ ନିଷ୍ଠରେଯଂ କଥମିହ ମିତି
ଚେତୋ ମାତ୍ର ଗାତ୍ର କାତରଦ୍ଵମ୍ । ସରମିଜଦୁଶି ଦେବେ
ତାବକୀ ଭକ୍ତିରେକା, ନରକଭିନ୍ନ ମିଷଣା ତାରମିଷ୍ୟ-
ତ୍ୟବଶ୍ୟମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ଓହେ ଚିତ୍ ! ପ୍ରଗତୀର ସଂସାର ସାଗର । ଅତିଶୟ ତମାବହ ଦ୍ୱି-
ତମ ଦୁଃଖର ॥ କିଥିକାରେ ପାର ହବ ଚିତ୍ତିଯା ଏହନ । କାତର ତମା

ତୁମି ତାହାତେ କଥନ ॥ କମଳପାଳାମନେତ୍ର ଉଗବାନ ପଦେ । ତକ୍ତି
ଯଦି ଧାକେ ତବେ ତରିବେ ବିପଦେ ॥ ୧୭ ॥

ତୃଷ୍ଣାତୋରେ ମଦନ ପବନୋଦ୍ଧୂତ ମୋହୋର୍ମିମାଲେ,
ଦାରୀବର୍ତ୍ତେ ତନୟ ସହଜଗ୍ରାହ ସଂସାରୁଲେଚ । ସଂସା-
ରାଥ୍ୟ ମହତି ଜଳଧୀ ମଜ୍ଜତାଂ ନ ଦ୍ଵିଧାମନ୍, ପାଦା
ଶ୍ରୋଜେ ନିହିତମନସାଂ ତକ୍ତିଭାବେ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୧୮ ॥

ଓହେ ଦେବ ! ଏ ସଂସାର ମହା ରତ୍ନାକର । ତୃଷ୍ଣାଇ ଇହାର ଜଳ ଅତି
କ୍ଲେଶକର ॥ କାମକପ ବାୟୁ ଦୀର୍ଘ ଇହାତେ ଭୀଷମ । ତରଙ୍ଗ ଉପିତ
ହେଇତେଛେ ଅନୁକ୍ଷଣ ॥ କଳଏ ସ୍ଵର୍ଗପାବର୍ତ୍ତେ ଅତି ଭୟକ୍ଷର । ପୁରୁଷକପ
ହାଙ୍ଗରାହି ତାହେ ଜଳଚର ॥ ଆମରା ହୋଇରେଛି ମଧ୍ୟ ଏମତ ସଂସାରେ ।
ତକ୍ତି ଭାବେ ମନଃ ସପିତେଛି ଆପନାରେ ॥ ଆମାଦେର ପ୍ରତି କ୍ଲପା-
କରି ବିତରଣ । ପ୍ରସନ୍ନ ହଟନ ପ୍ରଭୋ କରି ନିବେଦନ ॥ ୧୯ ॥

ପୃଥ୍ବୀରେଣୁ ରୁଣୁଃ ପରାଂମି କଣିକାଃ କଳ୍ପନଃ କୁଳି-
ଙ୍ଗେ ନୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠେ ନିଃଶ୍ଵସନଃ ମରୁତନୁତରଃ ରଙ୍ଗୁଃ
ଶୁନ୍ମୁକ୍ଷରଃ ନଭଃ । କୁନ୍ଦା ରୁଦ୍ରପିତାମହ ପ୍ରଭୃତ୍ୟଃ
କୌଟାଃ ସମକ୍ଷାଃ ଶୁରା, ଦୃଷ୍ଟେ ଯତ୍ର ସ ତାରକୋ ବିଜ-
ଯତେ ଶ୍ରୀପାଦ ଧୂଲୀକଣଃ ॥ ୨୦ ॥

ଯାହାର ଦର୍ଶନେ ହହୁ କ୍ଷିତି ମୟୁଦୟ । ଅତି ମୁକ୍ତ ଧୂଲୀକଣା ତୁଳ୍ୟ
ବୋଧ ହୟ ॥ ମାଗରାଦି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ସମ ଦରଶନ । ତେଜଃ ଅଶ୍ଵିକଣା ସମ
ପ୍ରକାଶେ କିରଣ ॥ ବାୟୁକେ ନିଶ୍ଚାସ ବଲି କରେ ଅନୁମାନ । ଆକାଶେରେ
ଭାବେ ଶୂନ୍ତ ରଙ୍ଗୁ ମୟାନ ॥ ବ୍ରଜାକୁନ୍ଦାଦିତେ ଅତି ଶୂନ୍ତ ବୁନ୍ଦି ହୟ ।
କୌଟମ ଜ୍ଞାନ କରେ ଦେବତା ନିଚୟ ॥ ମେହି ଭଗବାନ ହରି ପଦଧୂଲି
କଣା । ଅଯୁକ୍ତ ହୋକ ମମ ଇହାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ॥ ଆମାଦେର ନିଷ୍ଠାରିତେ
କିବା ଆହେ ଆର । ମେହି ଏକ ଧୂଲୀ ତାହା ସକଳେର ମାର ॥ ୨୧ ॥

ଅମାରାଭ୍ୟନାନ୍ୟରଣ୍ୟରୁଦିତଃ ରଙ୍ଗଚୁତାନ୍ୟନ୍ତଃ
ମେଦଚେଦପଦାନି ପୂର୍ବବିଧିଯଃ ମର୍ବଃ ହତଃ ଭମ୍ବନି ।

তৌর্ধ্বনাং মহগাহনানি চগজস্তানং বিনা যৎপদ্ম-
ন্দুং স্তোরহ সংস্কৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥ ২০॥

যাঁ রপদে শ্রব নাহি হইলে সঞ্চয় । বেদাভ্যাস, অরণ্যে রোদন
করা হয় ॥ ব্রতাচার মিছে মাত্র শরীর সুখায় । যাগ ষষ্ঠি আদি
সব ভস্মে হৃত প্রায় ॥ তৌর্ধ্বনাং মাতঙ্গের সুনানের সমান । জয়-
যুক্ত হোন সেই দেব ভগবান ॥ ২০ ॥

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম, নারায়ণানন্দ নিরা-
ময়েতি । বজ্রুং সমর্থে পি ন বক্তি কশ্চি দহো
জনানাং ব্যসনামি মোক্ষে ॥ ২১ ॥

কি আশ্চর্য ! লোকদের মোক্ষের বিষয় । গুরুতর বাধা তাহে
সদা উপজয় ॥ আনন্দ গোবিন্দ আর মুকুন্দ শ্রীরাম । নারায়ণ
নিন্দ্য নিরাময় আদি নাম ॥ সামথ ধাকিতে নাহি করে উচ্চা-
রণ । মোক্ষ জন্য দ্রুঃখ লভে তাহে নরগণ ॥ ২১ ॥

ক্ষীর সাগর তরঙ্গশীকরামারতারকিত চার মৃ-
র্ণয়ে । ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে মাধবায় মধু-
বিদ্বিষে মনঃ ॥ ২২ ॥

ক্ষীয়াক্ষির তরঙ্গের জীবন কণ্ঠায় । যাহার তারকাস্তিত দেহ
শোভাপায় ॥ অনন্ত শয্যায় হয় শরন যাঁহার । সেই মধুরিপু মাধ
বেরে নমস্কার ॥ ২২ ॥

কুলশেখর বাঁজ বিরচিতা মুকুন্দমালা সমাপ্ত ॥

ବ୍ରଜବିହାର ।

କଞ୍ଚଂ ବାଲ ବଳମୁଜ ସ୍ତୁରିହ କିଂ ମନ୍ଦିରାଶକ୍ଷୟା,
ବୁନ୍ଦଂ ତନ୍ମନୀତ କୁନ୍ତବିବରେ ହଞ୍ଚଂ କଥଂ ନ୍ୟସ୍ୟମି ।
କର୍ତ୍ତୁ ତତ୍ର ପିପାଲିକାପନୟନଂ ଶୁଷ୍ଟାଃ କିଶ୍ରଦ୍ଵୋ-
ରିତା ବାଲା ବନ୍ଦସ ଗତିଂ ବିବେକୁ ମିତି ସଂଜଣନ
ହରିଃ ପାତ୍ରବାଃ ॥ ୧ ॥

ବ୍ରଜ-ବିହାରେର କାଳେ ଏକଦିନ ହରି । କୋନ ଗୋପୀଗୁହେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ
ଅଭିଲାଷ କରି ॥ ପ୍ରବିକ୍ତ ହଇତେ ଗୋପୀ ଜାନିତେ ପାରିଯା ।
“କେରେ ତୁହି,, ବଲି କୁଷ୍ଣେ କହିଲ ଡାକିଯା ॥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲ,
“ଆମି ବଲାଯେର ତାଇ,, । ଗୋପୀ କହେ, ‘‘ହେଥା କେନ ଶୁଣି ବଲ
ତାଇ ॥ କୁଷ୍ଣ କନ, ‘‘ନିଜବାଟୀ ତାବିଯା ଏମନ । ତାଇ କରିଯାଛି
ଆଛି ଆମି ହେଥା ଆଗମନ,, ॥ ଗୋପୀ କହେ, ‘‘ତାହା ବୁଝି-
ଯାଛି ମନେ । ନବମୀତ କୁଷ୍ଣେ ହଞ୍ଚ ଦିଲେ କି କାରଣେ,, ॥ କୁଷ୍ଣ କହେ,
‘‘ପିପାଲିକା କରିତେ ମୋଚନ,, । ଗୋପୀ କହେ, ‘‘ତାହାତେଓ
ନାହି ପ୍ରଯୋଜନ ॥ ବାଲକ ସକଳ ହିଲ ଶୟ୍ୟାତେ ନିଦ୍ରିତ । କି
କାରଣେ କରିଲେ ତାଦେର ଆଗରିତ ॥ କୁଷ୍ଣ କହେ କୋଥାଯି ଗିଯାଛେ
ବନ୍ଦସଗମ । ଜାଗାଯେଛି ତାହାଦେର ଜାନିତେ କାରଣ ॥ ଏକପ ଜୟ-
ମାକାରୀ ଭଗବାନ ହରି । କରନ ରଙ୍ଗ ଏହି ନିବେଦନ କରି ॥ ୨ ॥

ଜୀର୍ଣ୍ଣ ତରିଃ ସରିଦତୀବ ଗଭୀରନୀରା, ବାଲା ବଯଃ
ସକଳ ମିଥ୍ୟମନର୍ଥ ହେତୁ । ନିଷ୍ଠାର ବୀଜ ମିଦମେବ
କୁଶୋଦ୍ଦୟିଗ୍ରାଂ ସମ୍ମାଧବ ଦ୍ରମମି ସଂପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଧାରଃ ॥ ୩ ॥

ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ତରି ଲାହେ ନନ୍ଦେର କୁମାର । କୁରିଛେନ ଗୋପୀଗମେ
ସମୁନାତେ ପାର ॥ ପାର ହଇବାର କାଳେ କହେ ଗୋପୀଚତ୍ର । ଓହେ ହରି
ତବ ତରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅତିଶୟ ॥ ନଦୀଓ ଗଭୀରଜଳା ହୋତେଛେ ଦର୍ଶନ ।
ଆମରା ବାଲିକା, ସବ ଭରେର କାରଣ ॥ ହେ ମାଧ୍ୟବ ! ତୁମ ହେ ହୋ-
ଯେହ କର୍ଣ୍ଧାର । ଆମାଦେର ନିଷ୍ଠାରେର ମୂଳ ମେହି ମାର ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟତି ଜଗତାଂ ଜୟନ୍ତାତା ଚ ପଞ୍ଚ,
ହର୍ତ୍ତା ଚାଲେ ହରତି ତଜତାଂ ସଂଚ ସଂସାରତୀତି ।
ରାଧାନାଥଙ୍କ ମଜଳ ଜଳଦ ଶ୍ୟାମଲଙ୍କ ପୌତବୀସା ହୃଦୀ-
ରଣ୍ୟ ବିହରତି ମଦା ମନ୍ତ୍ରମନ୍ଦରପଥ ॥ ୩ ॥

ତ୍ରିଲୋକେର ହିଂଟିଛିତିପ୍ରଳାପକାରଣ । ଭକ୍ତେର ସଂସାର-ଭୟ-
ହାରୀ ନାରାଯଣ ॥ ମଜଳ ଜଳଦ ଶ୍ୟାମ, ପରା ପୌତବୀସ । ହୃଦୀରଣ୍ୟ
ଅନୁକ୍ଷଣ କରେନ ବିଲାସ ॥ ବସ୍ତ୍ରତ ତିନିଇ ମାର, କି ବଲିବ ଆର ।
ନିତ୍ୟଜ୍ଞାନ ଆର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କୃପ ତୀର । ୩ ॥

ଜ୍ୟୋତିରକୃପ ପରମପୁରୁଷଙ୍କ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିତ୍ୟ ଦେବକ ॥
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିଧିଲ ଜଗତାମୀଶ୍ଵରଙ୍କ ବିଶ୍ଵବୀଜଙ୍କ । ଗୋ-
ଲୋକେଶଙ୍କ ଦ୍ଵିତ୍ତ୍ବ ମୁରଲୀଧାରିଙ୍କ ରାଧିକେଶଙ୍କ ବନ୍ଦେ
ହୃଦୀରକେଶଙ୍କ ହରି ହରି ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ପଥ ॥ ୪ ॥

ଜ୍ୟୋତିରକୃପ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ଵାନ । ନିଧିଲ ବିଶ୍ଵେର
ଯିନି ପୁରୁଷପ୍ରଧାନ ॥ ତିନିଇ ପବିତ୍ର କୃପ ହୃଦୀବନ ଧାମେ ।
ଦ୍ଵିତ୍ତ୍ବମୁରଲୀଧର ରାଧାନାଥ ନାମେ ॥ ବିରାଜ କରେନ, ଆଖି କି
ବଲିବ ଆର ॥ ହରିହର ଆୟଦି ହୃଦୀରକ ହୃଦୀ ତାର ନ ପାଦପଦ
ଅନୁକ୍ଷଣ କରେନ ବନ୍ଦମ । ଆଖିଓ ବନ୍ଦମା କରି ତୀର ଶ୍ରୀଚରଣ ॥ ୫ ॥

ଯେଥାଏ ଶ୍ରୀବନ୍ଦ୍ରଶୋଦା ଶୁଭପଦ କମଳେ ମାନ୍ତି ଭକ୍ତି
ନରାଣ୍ଙ୍କ ଯେବାମାତୀରକନ୍ୟା ଶ୍ରିଯ ଶୁଣ କର୍ତ୍ତନେ ମୋହୁ-
ରଙ୍ଗା ରମଞ୍ଜା । ଯେଥାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଲାଲ ଶୁଣିତ ଶୁଣ କଥା
ମାନରୋ ଦୈବ କଣ୍ଠୀ, ଧିକ୍ତାନ୍ ଧିକ୍ତାନ୍ ଧିଗେ-
ତାନ୍ କଥୟତି ନିତରାଏ କୀର୍ତ୍ତନହେ ଶୂନ୍ତଙ୍କ ॥ ୬ ॥

ଶ୍ରୀହରିର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେ ସମୟେ ହର । ହୃଦୟ ତ୍ୱରାନ୍ତେ ଏହି
ଶବ୍ଦ କରି କହ ॥ ଧିକ୍ତନି ଧିକ୍ତାନ ଧିଗେତାନ ଆର । ନିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର
ଜାନିକେ ଏହି ଆକେପ ତାହାର ॥ ଯାହାରୀ ନା ଚିନ୍ତା କରେ ହୃଦୟର
(୮)

ଚରଣ । ରସରତୀ ଆତୀରତନ୍ତ୍ରୟା ଗୋପୀଗନ୍ଧ ॥ ଯାହାଦେଇ ଅନୁରାଗ
ନା କରେ ପ୍ରକାଶ । ଆର ଯାରା କୁଞ୍ଜଗୁଣେ ନା ହସ ଉତ୍ତାସ ॥ ତାହା-
ଦେଇ କିବା ଆର ବଳିବ ଅଧିକ । ମୃଦୁଙ୍କ ତାଦେଇ ବଲେ ଧିକ ଧିକ
ଧିକ ॥ ୫ ॥

ବ୍ରଦ୍ଧାବନେ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରତାନୈ ବ୍ରଦ୍ଧାବନେଶ୍ୟ ବିହାର-
ହୋତାଃ । ପୂରା ବିଧାତ୍ରୀ ରଚିତାନ୍ କୁକୁଞ୍ଜାନ୍ ଜଗାମ
କୁଞ୍ଜଃ ମହ ରାଧରୀ ମଃ ॥ ୬ ॥

ବ୍ରଦ୍ଧାବନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବିହାର କାରଣ । ବୃକ୍ଷଲତା ଦ୍ଵାରା ଯେ ସକଳ
କୁଞ୍ଜବନ ॥ ନିର୍ମାଣ କରେନ ବିଧି, ମେଇ ମେଇ ବନେ । ବିହାର କରେନ
କୁଞ୍ଜ ଶ୍ରୀରାଧାର ମନେ ॥ ୬ ॥

ନବୀନ ମେଘାପମ ନୀଳ ଦେହଃ ଚୁପୀତ ପଟ୍ଟାନ୍ତର ବୁଗ-
ଧାରୀ । ଶିତାନନଃ କୁଞ୍ଜବାନ୍ କିରୀଟୀ ବଂଶୀଧରୋ
ମାଲତିମାଲ୍ୟଧାରୀ ॥ ୭ ॥

ନବୀନ ନିରଦସମ ନୀଳ ଦେହ ତ୍ତାର । ପରିଧାନ ପୀତ ପଟ୍ଟାନ୍ତ ଚମକାର ॥ ଈସଃ ହାସ୍ୟତେ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ । ଶ୍ରବନେ କୁଞ୍ଜଲ
ଶିରେ କିରୀଟ ଶୋଭନ । କରେତେ ବାଂଶରୀ ତ୍ତାର କିବା ଶୋଭା ପାୟ
ମାଲତୀ ପୁଷ୍ପେର ମାଲା ଶୋଭିତ ଗଲାର ॥ ୭ ॥

ଗୋପୀ ଜନାନନ୍ଦ କରୋ ମୁରାରି ବ୍ରଦ୍ଧାବନେନ୍ଦ୍ରୋ ବନ-
ମାଲ୍ୟ ଶୋଭୀ । ବଂଶୀ ନିନାଦେନ ବ୍ରଜାଙ୍ଗମାନାଃ
ମନାଂସି ମନ୍ଦୋହିତବାନ୍ ମ କାମୀ ॥ ୮ ॥

ଗୋପିର ଆନନ୍ଦକାରୀ ବ୍ରଦ୍ଧାବନେଶ୍ୱର । ତିନିଇ ମୁରାରି ; କରି
ବିହାରେ ଅନ୍ତର ॥ ମୋହନ ବାଂଶରୀ କରି ଅନ୍ତରେ ବାହନ । ବ୍ରଜ
ଗୋପିଦେଇ ଯାହେ ମୁଢ ହସ ମନ ॥ ୮ ॥

ଗୋପୀଜନା ଯମିହ କାମଦୂଶା ଭଜନ୍ତେ, ସଂ ଭକ୍ତି ଭାଜ
ଇହ କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବୈଃ । ସଂ ଘୋଗିନୋ ହଦି ଧିଯା
ପରିଚିନ୍ତାର୍ଥି, ତଂ କେବଳ କମଳଲୋଚନ ମାତ୍ରଯେହି ॥ ୯ ॥

ଗୋପୀଗଣ ବିଳାସ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତଜେ ଯାରେ । ଭକ୍ତେରା ଭଜନ କରେ
ଭକ୍ତି ଅମୁସାରେ ॥ ଆପନ ହଦୟ ମଧ୍ୟେ ସତ ଘୋଗିଜନ । ବୁଦ୍ଧି
ଅମୁସାରେ ତାରେ କରେନ ଚିନ୍ତନ ॥ ସେଇ ଏକ କମଲଲୋଚନ ପରାଥ-
ପରେ । ଆଶ୍ରଯ କରିବା ଚିନ୍ତି ସତତ ଅନ୍ତରେ ॥ ୯ ॥

ବନେ ବନେ କୁଞ୍ଜବନେ ମୁରାରି ଭମନ୍ ଭମନ୍ ଆଜତି
ରାଧିକା ଚ । ସହେବ କୁଞ୍ଜେ ରମତେ ଚ ରାଧୀଯା ପାଇଁ-
ଦପାଇଁଦିହ କୁଷଃ ଏକ ॥ ୧୦ ॥

ବନେ ବନେ କୁଞ୍ଜେ ରାଧୀସନେ ପୀତବାସ । ଭମନ୍ କ୍ରମେତେ ସଦା
କରେନ ବିଳାସ ॥ ଅପାରେ ତରିତେ ସେଇ ଏକ ମାତ୍ର ହରି । କର୍ମନ
ରକ୍ଷଣ ଏହି ନିବେଦନ କରି ॥ ୧୦ ॥

ବୁନ୍ଦାରଣ୍ୟେ ବିହରତି ସଦା ବାହୁଦେବୋ ଦରାଲୁ ଗୋପ-
ସ୍ତ୍ରୀଭିଃ ଶ୍ଵରଶର ଶତେ ଭିନ୍ନହଂ କାମୁକୀଭିଃ । ଗୋଟିପେ
ବାଲୈରପି ସହଚରେ ସାର୍ଜମାନମଦ୍ଭୁତୈ ରୋହିସୌ
କୁଷଃ ପରମକର୍ମଣ ସ୍ତଂ ସଦା ଚିନ୍ତଯେହଂ ॥ ୧୧ ॥

ବିଳାସାନୁରକ୍ତା ଯତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ସନେ । ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିହାର
କରେନ ବୁନ୍ଦାବନେ ॥ ଆଦି ରିପୁ ଶରେ ଯାର ବିଦରେ ହଦୟ । କହୁ
କହୁ ଯିନି ଲାୟ ଗୋପ ଶିଖୁଚର ॥ ବିହାର କରେନ, କୁପା ବିତରଣ
କରି । ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଚିନ୍ତେ ସଦା ଚିନ୍ତା କରି ॥ ୧୧ ॥

(ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଧରଦ୍ୱାମି ବିରଚିତ ବ୍ରଜବିହାର ମାଣ୍ଡଳ)

ପଦ୍ୟମ୍ଭଗ୍ନଃ ।

କାବ୍ୟେ ତବ୍ୟତମେହପି ବିଜନିବହୈ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମୁହଁ,
ଦୋଷାନ୍ଧେଷ୍ଟମେବ ଅସରଙ୍ଗ୍ୟାଂ ବୈସର୍ଗିକୋ ଛୁଟ ହଃ ।
କାଶାରେପି ବିକାଶି ପଞ୍ଚଜରେ ଖେଳାରାଲେ ପୁଣଃ,
ଜ୍ଞୋପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡ ପୁଟେନ କୁଞ୍ଚିତବପୁଣ ଶମ୍ଭୁକମଦ୍ୱେଷତେ ॥ ୧ ॥

ସେ କାବ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅତି ବିଜଜନଗଣ । ମୁହଁମୁହଁ ଯାର ଆଶାଦଲେ
କୁଞ୍ଚି ହନ ॥ ମର ପୁରୁଷ ଯତ ତାହାର କିତରେ । ସଭାବେର ଦୋଷେ
ଦୋଷ ଅନ୍ଧେଷ୍ଟ କରେ ॥ ସେ ଦୌଘିତେ ଭୂରି ଭୂରି ଫୁଟିଆ କମଳ ।
ଦୀପି ପାଇଁ, କୌଡ଼ା କରେ ମରାଳ ମକଳ ॥ କୁଞ୍ଚିତାକୁ ଏକ ଇହ
କରେ ନା ଦର୍ଶନ । ଚଞ୍ଚପୁଟେ ଶମ୍ଭୁକେର କରେ ଅନ୍ଧେଷ୍ଟ ॥ ୨ ॥

ଅତିରମଣୀରେ କାବ୍ୟେପ ପିଣ୍ଡନୋ ଦୂରଗ ମଦ୍ୱେଷଯତି ।

ରମଣୀରୁତରେ ବପୁରି ବ୍ରଗମିବ ମଙ୍କିକା ନିକରଃ ॥ ୨ ॥

ମନୋହର କାବ୍ୟେତେଷ ପିଣ୍ଡନ ସେଜନ । ପିଣ୍ଡନତା ବଶେ ଦୋଷ
କରେ ଅନ୍ଧେଷ୍ଟ ॥ ରମଣୀର କଲେବରେ ସେନ ମଙ୍କିକାର । ବ୍ରଗ ମାତ୍ର
ଅନ୍ଧେଷ୍ଟ କରିଆ ବେଡ଼ାଯ ॥ ୩ ॥

କିର୍ତ୍ତିସ୍ଵର୍ଗତରଙ୍ଗନୀତି ରଭିତୋ ବୈକୁଞ୍ଚମାପ୍ଲାବିତଃ ।
କୌଣୀନଥ ତବ ପ୍ରତାପ ତପନୈଃ ସନ୍ତାପିତଃ
କ୍ଷୀରଧିଃ । ଇତ୍ୟେବଃ ଦରିତାଯୁଗେନ ହରିଗୀ ହୁଃ ଯା-
ଚିତଃ ସାଞ୍ଚଯଃ, ହୃପଞ୍ଚଃ ହରଯେ ଶ୍ରିଯେ ସ୍ଵଭନଃ କଞ୍ଚ
ଗିରେ ଦୃତକାନ ॥ ୩ ॥

ତୁମ ! ତର୍ବ କିର୍ତ୍ତିକପ ସ୍ଵର୍ଗନୀ ଦ୍ଵାରାଯ । ଆପ୍ଲାବିତ ବୈକୁଞ୍ଚ
ଭବନ ହାଯ ହାଯ ॥ ପ୍ରତାପ ତପନ ତାପେ କ୍ଷୀରଦ ମାଗର । ସନ୍ତାପିତ
ହଇଯା ଉଠେହେ ଗୁରୁତର ॥ ତାହାତେ ଆଶ୍ରମ ମର ଶୂନ୍ୟ ହଇଯାହେ ।
ଏହତ ବଲିଆ ହରି ଆପନାର କାହେ ॥ ମୁଗଳ ବନିତା ମହ ପ୍ରାର୍ଥନା
କରାଯ । ହରିକେ ହନ୍ଦରପଦେ, ବାସେ କରନାଯ ॥ ବାଣୀକେ ଆପନ
କଞ୍ଚ ଆଶ୍ରମେର ଜମ୍ୟ । ଅନାମ କରିଆ ତୁମ ହଇମାଛ ଧନ୍ୟ ॥ ୩ ॥

ରସେଃ କରେଃ କିଂ ମନୁଷ୍ୟ ସାରଃ ହୁଏ ତ୍ରୀଂ କିଃ
କିମ୍ବଦିନ୍ତି ଭୁକ୍ତାଃ । ମଦା କର୍ତ୍ତଃ ଚାପ୍ୟକୁଳକ କେବେଂ
ଭାଗୀରଥୀତୀରସମାଞ୍ଜିତାନାଃ ॥ ୪ ॥

କେହ କୋନ ପଣ୍ଡିତେରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଲେ କର । ଶୁର୍ଯ୍ୟ କବି, ସଂଗ୍ରା-
ମେର ମାର କିବା ହୁ ॥ କୁବିର କି ଭୟ, କିବା ଥାର ଭୁବଚର । ମଦା
କାର ଭୟ, ମଦା କାହାର ଅଭୟ ॥ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ସର ହିଲ ଏ ମର ପ୍ରଶ୍ନେର
“ଭାଗୀରଥୀତୀର ସମାଞ୍ଜିତ ନିକରେର ” ॥ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହେ ବର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରଶ୍ନ କରିଯାଇ । କବି କହେ ମକଳେର ଉତ୍ସର ଦିଲାଇ ॥ ମାର୍ତ୍ତିଶେର
ମାର “ଭାଃ”, ଅର୍ଥେତେ ଦୌଷିଣ୍ୟ ହୁ । କବିର ମାର “ପୌ”, ଅର୍ଥେତେ
ବାକ୍ୟ ହୁ ॥ ସଂଗ୍ରାମେର ମାର “ରଥୀ”, ରିପୁଟୈନ୍ୟଦଲେ । କୁମକେର
ଭୟ “ଇତି”, ଅତି ବୃଦ୍ଧି ବଲେ ॥ ଭୁବନେର ଥାନ୍ତି “ରମ”, ମଧୁ ବଲି
କର ମଦା ଭୟ “ଆଞ୍ଜିତ”, ମେ ଶର ଅଭୟରମ୍ଭ ॥ ମର୍ମହା ଅଭୟ ମୁ-
ହୟ ଉତ୍ସରେର । “ଭାଗୀରଥୀତୀର ସମାଞ୍ଜିତ ନିକରେର ” ॥ ୫ ॥

ବାସଃ କାଞ୍ଚନ ପିଞ୍ଜରେ ନୃପକରାତ୍ମୋତ୍ତମେ ତୁନୁମାର୍ଜନଃ
ଭକ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵାତ୍ମ ରମାଲ ଦାତିର କଳଃ ପେତଃ ଜୁମାତଃ
ପର୍ଯ୍ୟ । ପୀଠଃ ସଂସଦି ରାମନାମ ମତତଃ ଧୀରମ୍ୟ କୀରମ୍ୟ
ମେ, ହାହା ହନ୍ତ ତଥାପି ଅନୁରିତିପି କୋଡ଼େ ମନୋ
ଧାରତି ॥ ୫ ॥

କୋନ ମମରେତେ ରାଜଗୃହେ ବିନ୍ଦ ଶୁକ । ଆବାମ ନୀଭାର୍ତ୍ତ ଯନେ
ହଇଲା ଉତ୍ସମୁଖ ॥ ପରକଟନ ଆପନାକ୍ଷାପନି କହେ ଛୁଟିଲେ । ରାଜଗୃହେ
ଶୁର୍ବର୍ଷ ପିଞ୍ଜରେ ଆହି ଦୁର୍ବେ ॥ ଶୁପତି କରେଲ ମମଶରୀର ଘାର୍ଜନ ।
ରମାଲ ଦାତିମ୍ବ କଳ ଥାଇ ଅନୁକଳ ॥ ଶୁର୍ବା ରମ ପାମୀର ପାରେକେ
ପେଟ ଭରି । ମତାତେ ମର୍ମହା ରାମନାମ ପାଠ କରି ॥ ଏ ମର ବିଜନ
ହୁହେ କି ସେହ ଉଦିତ । ଜୟକଳ କୋଟିରାର୍ଥ ମନ ଯାହୁଲିତ ॥ ୫ ॥

ଉଦିତ ମହି ଭାବୁଃ ପଶିମେ ହିମ ଶିଖାମେ, ତିର-
ମତି ହଦି ପର ପରିତଳାଃ ହିମାମେ । ଅନର୍ଥ

ସଦି ଯେବୁଃ ଶୀତତାଂ ସାତି ବହିଃ, ନ୍ତଚତି ଖଲୁଃ
ବାକ୍ୟଃ ମଜ୍ଜନାମଃ କର୍ମାଚିତ ॥ ୬ ॥

ସଦିଚ ପଞ୍ଚମେ ହୟ ତପନ ଉଦିତ । ସଦି ନଗଶ୍ରୁତେ ହୟ ପଦ୍ମ
ବିକଶିତ ॥ ସଦି ଶୁମେରୁର ଗତି ହୟ ଚଳାଚଳ । ସଦ୍ୟପି କଥନ ହୟ
ଅନମ ଶୀତଳ ॥ ମଜ୍ଜନ ଯେ ଜନ ତାଂର ବଚନ କଥନ । ଅନ୍ୟଥା ହବେ
ନା ତୟୁ ଜାନିବେ ଏମନ ॥ ୬ ॥

ନିର୍ବାଣ ଦୀପେ କିମୁ ତୈଲଦାମଃ, ଚୌରେ ଗତେ ବା କିମୁ
ସାଧାନଃ । ବରୋଗତେ କିଂ ସମିତା ବିଲାସଃ, ପ-
ଯୋଗତେ କିଂ ଖଲୁ ସେତୁବନ୍ଧଃ ॥ ୭ ॥

ନିର୍ବାଣ ହଇଲେ ଦୀପ ତୈଲ ଦିଲେ ତାଯ । କି ଆର ହଇବେ ବଳ
ତାହାତେ ଉପାୟ ॥ ଛୁରି କରି ଚୌର କରିଯାଛେ ପଲାଯନ ।
ପଞ୍ଚାମ ମତକ ହୋଲେ କି ହବେ ତଥନ ॥ ବିଲାସ କି କାର୍ଯ୍ୟ
ହୋଲେ ବାର୍କିକ୍ୟ ଉଦୟ । ଜନ ଗତ ହୋଲେ ବଂଧେ କିବା କଳ
ହୟ ॥ ୭ ॥

ବରମନ୍ଦିରା ତରୁତଲେବାଲୋ, ବରମିହ ଭିକ୍ଷା ବରମୁ-
ପବାସଃ । ବରମପି ଘୋରେ ନରକେ ପତନଃ, ନଚ ଧନ-
ଗର୍ଭିତ ବାଙ୍କବ ଶରଣ ॥ ୮ ॥

ଅସୀଧାରା ବ୍ରତ କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବାସ । ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା କରା
କିମ୍ବା ଉପବାସ ॥ ନରକେ ପତନ ହେଉଥାତାଓ ବରଂ ଶୟ । ଧନ ମନ୍ଦେ
ଗର୍ଭିତ ଯେ ଜନ ଜୋତି ହୟ ॥ ତାହାର ଅଧୀନ ହୋଇୟେ ତାହାର
ନିକଟେ କଥନ ରବେନା ସାର ବୁଦ୍ଧି ଆହେ ଘଟେ ॥ ୮ ॥

କୁତ୍ରାଶବାଦଃ କୁଜନ୍ଯ ସେବା, କୁତୋଜନଃ କୋଧୁର୍ଥୀ
ଚ ଭାର୍ଯ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟ ପୁଞ୍ଜୋ ବିଦ୍ସବାଚ କରିଯା, ବିଦ୍ସ-
ମିନା ସଂଦହତେ ଶରୀରଂ ॥ ୯ ॥

କୁଂସିତ ଗ୍ରାମେତେ ବାସ, କୁନ୍ଦବ୍ୟ ଭୋଜନ । କୋଥିମୁଖୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା,
ପୁଞ୍ଜହିନ ଅଧ୍ୟସ୍ତନ ॥ ବିଦ୍ୟା ତନ୍ମା, ଏହି କରେଇ ଭାରାର । ବିନା
ଅନଳେତେ ମନୀ ଶରୀର ଜୁଲାଯ ॥ ୯ ॥

ବରଂ ମୌନଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ ନଚ ବଚମୁକ୍ତଂ ସଦନୃତଂ, ବରଂ
କୈବ୍ୟଂ ପୁଂସାଂ ନଚ ପର କଳତ୍ରାଭିଗମନଂ । ବରଂ
ତୈକ୍ଷ୍ୟାଶିତ୍ରଂ ନଚ ପରଧନାସ୍ତାଦନ ସୁଥଂ, ବରଂ ଆଣ-
ତ୍ୟାଗୋ ନଚ ପିଶ୍ଚନ ବାଦେବୁତିରୁଚି ॥ ୧୦ ॥

ବରଂ ମୌନୀ ହୋଇଁ ଥାକା ଭାଲ ବୋଧ ହୟ । ତଥାଚ ସେ ମିଥ୍ୟା କଥା
ବଲା ଯୁକ୍ତି ନଯ ॥ ନପୁଂସକ ହୋଇଁ କାଳ କରିବେ ହରଣ । ତଥାଚ ନା
କରିବେକ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ ॥ ଭିନ୍ନା କରି ଭୋଜନ କରାଓ ଭାଲ ଜୀବି
ପରଧନ ଆସ୍ତାଦନ ମନେ ହେଁ ମାନି ॥ ବରଂ ଆଣତ୍ୟାଗ ଭାଲ ଜୀ-
ନିତେଛି ମନେ ! ଅନୁରାଗ କରିବେନା ପିଶ୍ଚନ ବଚନେ ॥ ୧୦ ॥

ନିଃସ୍ଵେ ବର୍ଷି ଶତଂ ଶତୀ ଦଶଶତଂ ଲକ୍ଷମହାରଥିପୋ
ଲକ୍ଷେଷଃ କ୍ଷିତିପାଲତାଂ କ୍ଷିତିପତି ଶତକ୍ରେଷ୍ଟରସ୍ତଂ
ପୁନଃ । ଚକ୍ରେଷଃ ପୁନରିନ୍ଦ୍ରତାଂ ଶୁରପତି ର୍ବ୍ରିଜଃ ପଦଃ
ବାଙ୍ଗତି, ବ୍ରଜା ବିଶୁପଦଃ ହରିଃ ଶିବପଦଃ ଦ୍ଵାଶ୍ୟବଧି
କୋ ଗତଃ ॥ ୧୧ ॥

ଶତ ମୁଦ୍ରା ଆଶା କରେ ନିଃସ୍ଵ ବ୍ୟକ୍ତି ଯତ । ମହାନ୍ତେ ଆଶା
କରେ ହୋଲେ ଏକ ଶତ ॥ ଦଶ ମହାନ୍ତେ ଆଶା ଯହତ୍ର ପାଇଲେ ।
ଲକ୍ଷେ ଆଶା ଜନ୍ମେ ଦଶ ମହା ହଇଲେ ॥ ଲକ୍ଷପତି ଆଶା କରେ ହତେ
ରାଜ୍ୟସ୍ଵର । ରାଜ୍ୟସ୍ଵର ଆଶା କରେ ହେତେ ଚକ୍ରେଷ୍ଟର ॥ ଚକ୍ରେଷ୍ଟର
ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ତ ଲଭିତେ ଆଶା କରେ । ବାସବ ରଙ୍ଗାରୁପୀନ ଚିନ୍ତନ ଅଭିରେ ॥
ବିଶୁପଦ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିତ ଶୁଷ୍ଟି ପତି । ଶିବପଦ ଲାଜେଚ୍ଛାର ରତ
ରମାପତି ॥ ଏକାରଣ ଆଶାର ଦୌମାର ହାହି ଶେଷ । କରିଲେ ପାରେ
ନା କେହ ଆଶାର ଉଦ୍ଦେଶ ॥ ୧୧ ॥

ପଞ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ ମନ୍ତ୍ର ।

ମହାପଦ୍ୟ ।

ତୋଜ ଭୁପତିର କଥା ଆହରେ ଅଚାର । ବିଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାର ତାର
ଛିଲ ଅଧିକାର ॥ ପଣ୍ଡିତ ମନୁଷୀ ତିନି ଲାଗେ ଅଶୁକ୍ଳ । ମନୁଷୀଙ୍କେ
କରିତେବ ସର୍ବଦା ସାପନ ॥ କତିପର ଶ୍ରତିଧର ଶାସ୍ତ୍ରଜ ପଣ୍ଡିତ ।
ସତ୍ୟ ହୋଇତେ ନରପତି ହୁଏ ଆନନ୍ଦିତ ॥ ଏକଦା କୌଣ୍ସିକ ଆର
ଶଠତା କାରଣ । ସର୍ବତ୍ରେ ଦିଲୋର ତୋଜ ଘୋଷଣା ଏମନ ॥ ଯେ କେହ
ମୂଳନ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଯା । ଅବସ କରାବେ ମମ ମଭାତେ ଆସିଯା ॥
ଲକ୍ଷ ମୂର୍ଦ୍ଵା ତାରେ ଆମି ଦିବ ପୁରକ୍ଷାର । ଅନ୍ୟଥା ହବେନା ଏହି ସଚନ
ଆମାର ॥ ମୂଳନ କବିତା ତୋଜେ କରାଲେ ଅବସ । ଲକ୍ଷ ମୂର୍ଦ୍ଵା ଲାଭ
ହବେ ସର୍ବତ୍ରେ ଏମନ ॥ ଅଚାର ହଇତେ ଯହା ଯହା କବିଗଣ । ତୋଜେର
ମଭାତେ କରେ କରେନ ଗମନ ॥ ବବୀଣା କବିତା କରି ରଚନା ଯତନେ ।
ଅବସ କରାନ ତୋଜେ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ॥ ଅବସ ମାତ୍ରେତେ ଯତ
ଶ୍ରତିଧର ପଥ । ଅବିଲହେ ଦେଇ ଶ୍ଲୋକ ବସିଯା ତଥନ ॥ ତୋଜରାଜେ
ମସ୍ତ୍ରୋଧନ କରି ଯବେ କହେ । ଏହି ଶ୍ଲୋକ ନୃତନ ଯେ, କରୁ ଇହା ନହେ ॥
ବହୁକାଳୀବି ଆହି ଆମରା ବିଦିତ । ଅବସ କରିଯା କବି ହଇଲ
ଲଜ୍ଜିତ ॥ ହତାଶ ହଇଯା ମଭା ତ୍ୟଜିଯା ତଥନ । ଅମନି ଆପନଙ୍କାନେ
କରେନ ଗମନ ॥ ଏକପେ ଯେ କବି ଏମେ ଝାଁଜାର ମଭାଯ । ଲଜ୍ଜିତ
ହଇଯା ପୁନଃ ଥିଲେ କିମ୍ବେ କାହା ॥

ମହାକବି କାଲୀଦାସ ଏକଦା ତଥନ । ତୋଜେର ବ୍ରଦ୍ଧାନ୍ତ ତିନି
କରିଯା ଅବସ ॥ ଶଠତାର ଉପରେତେ ଶଠତା କରିତେ । ତୋଜ ନଗ-
ଲେତେ ଯାତ୍ରା କରେନ ସ୍ଵରିତେ ॥ ଶକ୍ତର ନାମେତେ ଏକ ତୋଜେର
ପଣ୍ଡିତ ॥ ତାହାର କବିତା ଶଙ୍କି ହିଲ ଯଥୋଚିଙ୍କ ॥ କବିତା ଶୁଣାରେ
ତୋଜେ ଦ୍ୟାତି ବାହେ ତୋର । ତାହାର କାରଣେ ପ୍ରିୟଅଧିକ ଝାଁଜାର ॥
କିନ୍ତୁ ତିନି ମନ୍ଦା ଏହି ହିଲେନ ଚିନ୍ତାଙ୍କ । କାଲୀଦାସ ଯଦି ଏମେ
ତୋଜେର ମଭାର ॥ ତାହାର ରଚନା ଝାଁଜା କରିଲେ ଏକବଣ । ଆମାର
ମନ୍ଦାନ ଆର ରବେ ନା ଏହିବା ॥ ଏକାଇଥ କାଲୀଦାସ ଯାହାତେ କଥନ ।

ତୋଜେର ସଭାୟ ମାହି କରେନ ଗମନ ॥ ସର୍ବଦୀ ଶକ୍ତର ଛିଲ ତାହାତେ
ଶକ୍ତି । କାଳୀଦାସ ଦେ ବିଷୟ ହିଁରା ବିଦିତ ॥ ଆପନାର ମନେ
ମନେ ଭାବିଲ ଏମନ । ଶକ୍ତରେ ସମୀର୍ତ୍ତାରୀ ନା ହୋଲେ କଥନ ॥ ପ୍ରଦେ-
ଶିତେ ପାରିବ ନା ତୋଜେର ସଭାୟ । ଶକ୍ତର ବିଷମ ଦେବୀ ହିଁରେକ
ତାୟ ॥ ଆର ଯମ ନିଜରେଥେ ଶକ୍ତର ମଦନେ । ଯାଓରାଓ ବିହିତ
ବୋଧ ନାହି ହୟ ମନେ ॥ ଏତ ଭାବୀ ଆପନାର ବେଶ ପରିହରି ।
ସାଧାରଣ ପଞ୍ଚିତେର ସମ ବେଶ ଧରି ॥ ସାମାନ୍ୟ କବିତା ଏକ କରେନ
ରଚନ । ତୋଜ ତୁପତିର ସଂଶେଷ କରିଯା ବର୍ଣ୍ଣନ ॥ ଆପନାର ମୁଖ୍ୟତାଙ୍କ
କରେନ ପ୍ରକାଶ । ଯାହାତେ ଶକ୍ତର ମାହି ତାବେ କାଳୀଦାସ ॥

ଶ୍ଲୋକ ।

ଅନ୍ତିମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶଷ୍ଠୀବର୍ତ୍ତକରତ୍ତବ୍ଧା ।

ରାଜନ୍ ତବ ଯଶୋ ଭାତି ପୁନଃ ସମ୍ୟାମିଦନ୍ତମ୍ ॥

କାଲୀଦାସ ପୂର୍ବୋତ୍ତ କବିତା ଲମ୍ବେ କରେ । ଉପନୀତ ହିଁଲେନ
ଶକ୍ତର ଗୋଚରେ ॥ କହିଲେନ ପଞ୍ଚିତେରେ କରିଯା ପଠନ । ରଚନା
କୋରେଛି ଆମି କବିତା ମୂଳନ ॥ ମହାରାଜୀ ତୋଜେର ଇହାତେ ସଂଶେଷ
ଗାନ । ଆପନି ଆମାର ପ୍ରତି କରି ତୁପାଦାନ ॥ ଲହିଯା ଚଲୁନ
ତୋଜ ରାଜାର ମଦନେ । ଈହାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମି କରିଯାଛି ମନେ ॥

ଶୁଚତୁର କାଲୀଦାସ ଚାଲୁରୀ ତାହାର । ରୁକ୍ଷିଦେ ଶକ୍ତର କିମ୍ବା ସାଧ୍ୟ
ଆହେ ତାର ॥ ସାମାନ୍ୟ ଏ କବିତାଟି କରିବାକରିଯା । କାଲୀଦାସେ
ସାଧାରଣ ଭାଙ୍ଗନ ଭାବିଯା ॥ ଅନ୍ତରେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଁ ଅଭି-
ଶବ୍ଦ । ମନେ ମନେ ଭାବିଲେନ ଏହି ମେ ମୟ ॥ ଅଛି ଆମି ସଭା-
ହୁଲେ ହୋଇଁ ଉପନୀତ । କି ଅନ୍ତରୁକ୍ତରୀ ମାନେ ଛିଲାମ ଚିହ୍ନିତ ॥
ଭାଲ ହୋଲେ । ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଲହିଯା ସଭାର । କୌତୁକ କରିବ, ତୁପ ଡୁଟ
ହବେ ତାର ॥ କବିତାଟି ହକ୍କଗତ କରିଯା ତଥା । କାଲୀଦାସେ ଲମ୍ବେ
ମନେ କରେନ ଗମନ । ॥ ଉପନୀତ ହୋଇଁ ଶେଇ ତୋଜେର ସଭାୟ ।

(୧)

ଛନ୍ଦୋବକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲ ରାଜାର ॥ ରାଜାଓ ଯା କହିଲେନ
କରିଯା ରଚନ । ତାହାତେ ପ୍ଲୋକେର ହୟ ଅକ୍ଷାଙ୍କ ଶୋଭନ ॥ କାଳି-
ଦାସ କରିଲେନ ମର୍ବାଙ୍କ ଶୋଭନ । ଇହାର ନିଷେତେ ତାହା ହଇଲ
ମୁଖନ ॥

ଶକ୍ତର ପଣ୍ଡିତେର, ତୋଜରାଜାର, ଏବଂ କାଳିଦାସେର
ଶ୍ଲୋକ ।

ମୂଳ ।

(ଶ) ରାଜମଞ୍ଜୁଦମ୍ଭୋହଞ୍ଜ (ଭୋ) ଶକ୍ତର କବେ କିଂ ପଢ଼ି-
କାଯା (ଶ) ମିଦଂ ପଦ୍ୟଂ (ଭୋ) କିଂ ହି (ଶ) ତବେବ
କୀର୍ତ୍ତି ରଚନା (ଭୋ) ତୃ ପଠ୍ୟତାଂ (କା) ପଠ୍ୟତେ କିନ୍ତୁ ସା
ମରବିନ୍ଦମୁନ୍ଦରଚୁଶାଂ ଭାକ୍ ଚାମରାଦ୍ମୋଲନାହୁଦେଲତୁଅବଲିକକଣ-
ବନ୍ଦକାରଃ କ୍ଷଣଂ ବାର୍ଯ୍ୟତାମ ॥

ପଦ୍ୟ ଅମୁବାଦ ।

ଶକ୍ତର ପଣ୍ଡିତ । ମହାରାଜ ! ମଞ୍ଜଳ ହଟ୍ଟକ ଆପନାର ।

ତୋଜରାଜ । ହେ ଶକ୍ତର କବେ ! ହଣ୍ଡେ କି ଲିପି ତୋମାର ॥

ଶକ୍ତର ପଣ୍ଡିତ । ଇହା ଜାନିବେଳ ଏକ କବିତା ନୃତନ ।

ତୋଜରାଜ । କିବା ବିଦୟରେତେ ଉହା ହୋଇଯେହେ ରଚନ ॥

ଶକ୍ତର ପଣ୍ଡିତ । ଆପନାର ସଂଶେଷ ଗୁଣ ହୋଇଯେହେ ବର୍ଣନା ।

ତୋଜରାଜ । ପଢୁନ, ଅବଣ କରି, କେମନ ରଚନା ॥

(କୋଳିଦାସ ମେଇ କ୍ଷଣେ ଦୂରାୟ ଅମନି)
କାଳିଦାସ । ପଡ଼ିତେହି, କିନ୍ତୁ ବଳି ଶୁଣ ବୃପଦଗି ॥

କମଳାଶ୍ୟା ଦୁରାଳିନୀ ଯତ ରାମାଗନ୍ଧ ॥

କରିତେହେ ଆପନାରେ ଚାମର ବ୍ୟକ୍ତନ ॥

ଫୁଲ ଲଭା ମଞ୍ଜଳନ ହୋଇତେହେ ମରାର ।

ଦୁର୍ଗମନ କରିଛେ ବନ୍ଦକାର ॥

କ୍ଷଣେକ କାଳେର ଅନ୍ୟ କହୁଗ ନିଃବନ ।
ଯାହାତେ ହୁଗିତ ହୁଏ କରନ ଏଥିନ ॥

(ଏହାତେ ବଲିଯା ଅନ୍ୟ କବିତା ତଥିନ । ରଚନା କରିଯା ତୋଜେ
କରାନ ଅବଗ ॥)

ଶ୍ଲୋକ ।

ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମନ୍ ଜଗତି ଯଶ୍ମା ତେ ଧରପିତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପାରାବାରଂ ପରମପୁରସ୍ତୋହ୍ୟଂ ଘୁଗୁତେ । କପଦ୍ମି
କୈଲାଶଂ କରିବର ମଧ୍ୟୋହ୍ୟଂ କୁଲିଶଭ୍ରଂ୍ଖ କଳାନାଥଂ
ରାତ୍ରିଃ କମଳଭବନୋ ହଂସ ମଧୁନା ॥

ପଦ୍ୟ ଅନୁବାଦ ।

ଓହେ ମହାରାଜ ତୋଜ ! ଯଶେ ଆପନାର । ମମନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ତେ
ଧବଳ ଆକାଶ ॥ ମମନ୍ତ୍ର ଧବଳମୟ ହେରି ଭଗବାନ୍ । କୋଥାରୁ କୌରାଜ
ମିଶ୍ର ଦେଖିତେ ନା ପାଇ ॥ ତାହାତେ ମର୍ବତେ ତିନି କରିଯା ଅମନ୍ ।
କରିଛେଲ କୌରାଜ ମିଶ୍ରର ଅନ୍ଧେଷ୍ଠ ॥ ଆର ମହାଦେବ ହନ ଯଥାରୁ
ଉଦସ । କୈଲାଶ ବଲିଯା ତାର ତଥା ବୋଧ ହୁଏ ॥ ଏକାରଣ ପଞ୍ଚ-
ପତି ମକଳ ଭୁବନ । କରିଛେଲ ଦରଶନ କରିଯା ଅମନ୍ ॥ ଶ୍ରେଷ୍ଠହଜି
ଐରାବତ ତାହାର କାରୁଣ୍ୟ । ଜମିଛେଲ ହୁଏ ପତି ମକାତମ ମନେ ॥
ଖେତ ଅକ୍ଷ ଶଶାଙ୍କେ, କରିତେ ଅନ୍ଧେଷ୍ଠ । ବାହୁ ହୋଇରେ ଅତି
ବ୍ୟାକୁଲିତ ମନ ॥ ମରାନ୍ତେର ଉତ୍ତରଶାର୍ଦ୍ଦେ ଅନ୍ତରେ ବଜାର । ହୃଦୟ
ନାହିକ ଶୀମା କି ବଲିବ ଆର ॥

ଅଭିମନ୍ତ ପଦ୍ମିତେରା, ଅବଧି କରିଯା । ତୁମିପଚାରରୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକ
ପଠଇ କରିଯା ॥ ଯାତ୍ରାମନ କରି ଜୋକେ ବନେନ ଧ୍ୟାନ । ଓହେ ମହା-
ରାଜ ! ଏକରିଜା ପୁରାଜନ ॥ । ମନର ପଦିତ ହୁଏ ପୁରିତ ବନର
ବଳେ ବନେତାବେ, ଏ ଜାଗାନ୍ତ୍ୟ କରି ବସ ॥ କାନ୍ଦିଦାର ପୁରକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
କରିଯା ରଚନ । ଜୋକୁ ପୁରିତକେ ଆହା କରିଯା ଅବଧି ॥ ।

ପୋକ ।

ନୀରକୀରେ ଧୂହୀଙ୍କା ଅକଳଥର୍ପତିମ୍ ଧାତି ଲାଈକ-
ଜଳ୍ଯା ତଙ୍କୁ ଧୂହୀ କରିବେ ସକଳ ଜଳଜିବିଲେ ଚଞ୍ଚପାଣି
ମୁକୁଦଃ । ସର୍ବାର୍ଦ୍ଧତ୍ୟ ଶୈଳାନ୍ ଦହତି ପଣ୍ଡପତି
ଭାଲନେତ୍ରେ ପଶେନ୍ ବ୍ୟାପ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିର୍ଭିରାଶୌ
ସକଳ ବନ୍ଦୁମତୀୟ ତୋଜରାଜ କିତ୍ତିନ୍ଦ୍ର ॥

ପଦ୍ୟ ଅନୁବାଦ ।

ଓହେ ତୋଜରାଜ ! ଓହେ ବନୁଙ୍କରାପତେ ! ଆପନାର କିର୍ତ୍ତି
ବ୍ୟାପ୍ତ ହଇଯା ଅଗତେ ॥ ସକଳ ପଦ୍ମର୍ଥେ କରେ ଧବଳ ଆକାର । ବାଛିଆ
ଲହିତେ ବିଧି ବାହନ ତୋହାର ॥ ଦୁଃ ଆର ଜଳ ଏକ ପାତ୍ରେ ଲାୟେ
କରେ । ସାଇଛେନ ଯାବଦୀଯ ପଞ୍ଜୀର ଗୋଚରେ ॥ ତାହାର ତାଂପର୍ଯ୍ୟ
ହଂସ ତ୍ୟକ୍ତିଆ ଜୀବମ । କେବଳ ହୁକ୍କେର ଭାଗ କରାଯେ ଗ୍ରହଣ ॥ ଚଙ୍ଗ-
ପାଣୀ ମୁକୁଦଃ ମଇଯା ତଙ୍କ କରେ । ସାଇଛେନ ମୁଦୁର ମିକ୍କୁର ଗୋଚରେ
ତାହାର ତାଂପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଜାନିବେ ନିଶ୍ଚଯ । ତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶେ ହୁଅ, ଦ୍ୱିଧି
ହୋଇୟ ଶାଢ଼ ହସ ॥ ଯାହାତେ ଏମନ ଟାର ଦର୍ଶନ ହଇବେ । ତାହାଇ
କୌରାଶ ମିକ୍କୁ ନିଶ୍ଚଯ ହଇବେ ॥ ପଣ୍ଡପତି ଆପନାର କୈଳାସ ଭବମ ।
ବ୍ରିଚିରିବାର ଜଗ୍ଯ କରି ଦୈଲ ଉତ୍ପାଟନ ॥ କପାଳ ମେତ୍ରେର କାହେ
ଧରିଯା ଘଟନେ । ଦେଖିଛେନ ତାହାତେ ତୋହାର ଏହି ମନେ ॥ ସେ
ଅନ୍ତର କମାଲଙ୍କ ମେତ୍ରେର ଶିଥାଯା । ନା ପୁଣିଥେ ଜୀବିବେନ କୈଳାଶ
ତାହାର ॥

ତୋଜରାଜ ଏ କବିତା କରିଯା ଶ୍ରବନ । ଭାବେନ୍ ଧୈରଳ କବି ଦେଖିଲେ
କଥମ ॥ ଶ୍ରୀକର ଆବିହେ ଅଟେ ଶ୍ରୀଧାମ ଧାଟିଲ । ଯାହାଜି ହୋଇତେ ଜାମା-
ଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଟିଲ ॥ ଅଭିଭାବଗଣ ତୋଜର ବନ୍ଦିଙ୍କ ଭଥାର । ଓହେ
ମହାରାଜ ! ଏ, କବିତା ପୁରାତନ ॥ ଏମତ ସମ୍ମିଆ-ଭାବା ହୁଟିଲ
କରିଲ । କାଶୀଦାଳ ପୁନ୍ଥ ପୋକ ଲୋକେରେ କହିଲ ॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ଶିଖାମଣେ ତୁଳରିତୁଃ ଧାତା ସ୍ଵଦୀଯଃ ସଶଃ
କୈଳାସକୁ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵ ଲଭ୍ୟତାଂ ତେଷମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପର୍ଯ୍ୟଥାଏ ।
ଉତ୍କାଶଃ ତୁଳପର୍ଯ୍ୟମାନହଚରଃ ତତ୍ତ୍ଵର୍କି ଗଞ୍ଜାବରଃ
ତମ୍ୟାନ୍ତେ କଷିପୁଙ୍ଗବଃ ତୁଳପରି କାରଃ ସୁଧାନୌଦ୍ଧିତିମି ॥

ରାଜ୍ଞଚକ୍ରଚୂଡ଼ାମଣି ଭୋଜ ସଶଃ ନିଧି । ତୋମାର ସଶେର ତୁଳା
କରିବାରେ ବିଧି ॥ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଅନ୍ତେ କରେନ ତ୍ରାପନ । ତୁଳନାୟ
ଲୟ ହୁଯ ତାହାର କାରଣ ॥ ତୁଳପରି ସେତ କାର ମହା ବ୍ରଷବରେ ।
ତ୍ରାପନ କରେନ ତୁଳା କରିବାର ତରେ ॥ ତାହାତେଓ ମମାନ ନ ହୁଯ
ପରିଯାନେ । ତେପର ଈଶାନୀମହ ତ୍ରାପେନ ଈଶାନେ ॥ ତୀର ଶିରୋ-
ଭାଗେ ଗଞ୍ଜା ଭାଲେ ଦ୍ଵିଜରାଜ । କଷିପ୍ରେଷ୍ଠ କଲେବରେ କରରେ ବିରାଜ
ଏ ସବ ଭୁବନେ ଗୁରୁ ହବେ ଦେହ ତୀର । ଇହାଇ ଅନ୍ତରେ ବୋଧ ଛିଲ
ବିଦ୍ୟାତାର ॥

ଆପାମି ଯୁନିନା ପୁରା ପୁନରମାରି ର୍ଯ୍ୟାଦରା, ଅତାରି
କପିନା ପୁରା ପୁନରଦାହି ଲକ୍ଷାରିଣା । ଅମହି ଲୁରବୈ-
ରିଣା ପୁନରବଜ୍ଜି ଲକ୍ଷାରିଣା, କ ନାମ ସୁନ୍ଦରାପାତ୍ର
ତବ ସନ୍ଧୋସ୍ତୁଧିତ କାନ୍ତୁ ଧିଃ ॥

ଓହେ କିତିନାଥ ! ତବ ସଶଃ ରତ୍ନାକର । ଅନୁନିଧି ସହ ହୁଏ
ଅନେକ ଅନ୍ତର ॥ ଅଗନ୍ତ୍ୟ ଆଶୁଧି କରେ ଗନ୍ତୁ ବେତେ ପାନ । ଦୀର୍ଘ
ଧାରା ଆଁର ତାହା ହୁଏ ପରିମାଣ ॥ ଲଭିଲ ତାହାର ପାର ବାହର
ନିଚିର । ଲକ୍ଷାରି ରାମେର କୋପାମଲେ ଦେବ ହୁଯ ॥ ଦେବର୍ଗଣ ଆର ତାହା
କରେନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଆଁର ଦେବ ଦେଶୁ ଧାରା ହେଲ ବଜାନ ॥ ଏହ ଏକାର
ଅନୁଧିର ସହ ବହାଶର । ତବ ସଶଃ ଅନୁଜେର ଉପରୀ ଦୀର୍ଘ ହୁଏ ॥ ॥
କାଲିଦାସ ଏ ଏକାରେ କହେନ ବହକ । କଟ୍ଟର /କରିଯା/ ଏହ
ଅନ୍ତିର ପଥ ॥ ପରକଣେ ତାଜା ତାହା କହିଲେ ନାଲିଦାସ । ତେବେ
ରାଜା କାଲିଦାସେ ତଥନ କହିଲ ॥ ମୁତ୍ତମ କବିତା ଆସି କାଲିଦାସ

ଅବଶ । ଲକ୍ଷ ଟାକା ଦିବ ଏହି କରିଯାଛି ପଥ ॥ କିନ୍ତୁ ଏ ସକଳ ଖୋକ ଅଭିନବ ନହେ । କାଲିଦାସ ଅବିଲମ୍ବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋକ କହେ ॥

ସୁନ୍ଦି ଶ୍ରୀତୋଜରାଜ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ଧାର୍ମିକ ମତ୍ୟ-
ବାଦୀ ପିତ୍ରା ତେ ମେ ଗୃହୀତା ମବ ନବତ୍ତିଯୁଭା ରତ୍ନ-
କୋଟି ଘୃଜୀଯା । ତାଙ୍କୁ ମେ ଦେହି ଶ୍ରୀଭ୍ରାଂ ସକଳ-
ବୁଧଜନେଶ୍ଵରିତେ ମତ୍ୟ ମେତ୍ୟ ମୋରା ଜାନନ୍ତି କେଚି-
ମବକୃତ ମିତି ଚତ୍ର ଦେହି ଲକ୍ଷଃ ତତୋ ମେ ॥

ଓହେ ତ୍ରିଭୁବନଭୟୀ ତୋଜ ଦୁଷ୍ପାଳି । ଧାର୍ମିକ ଓ ମତ୍ୟବାଦୀ
ଆପନାରେ ଜାନି ॥ ସର୍ବତୋ ପ୍ରକାରେ ହୋକ ମଞ୍ଚଲ ତୋମାର । ହେ
ରାଜନ ! ତବ ପିତା ମିକଟେ ଆମାର ॥ ନିରାନନ୍ଦ କୋଟି ରତ୍ନ
କରେନ ଉଧାର । ଥଥ ହୋତେ ମୁକ୍ତ କର ଜନକେ ତୋମାର ॥ ସର୍ବରେ
ଆମାରକେ ମୁଦ୍ରା କରିଲା ଅର୍ପଣ । ମିଥ୍ୟା ଏ ଆମାର ବାକ୍ୟ ଭେବନା
ଏମନ ॥ ଆପନାର ମତ୍ୟକୁ ପଞ୍ଚିତ ଜନଗଣେ । ବିଦିତ ଆଛେନ ଇହା
ଜାନିତେହି ମନେ ॥ ସଦିସ୍ୟାଃ ଇହାରା ନା ଥାକେନ ବିଦିତ । ତବେ
ମୟ ଏହି ଖୋକ ମୁତନ ପ୍ରଦୀପ ॥ ମୁତନ କବିତା ଭୁବି କରିଲେ ଅବଶ
ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ଦିବେ ତବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏମନ ॥ ମେହି ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିଯା
ଏକଣେ । ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଲନ କର ଆମାର ବଚନେ ॥

କାଲିଦାସ ଏହି ଖୋକ ପାଠିଲ ସଥିର । ଅବାକ ହଇଯା ରହେ ଶ୍ରଦ୍ଧ-
ଧର ଥଣ ॥ ତୋଜ ନରପତି ଏହି କବିତା ଅବଶେ । ଅର୍ଦ୍ଧାମାନ୍ୟ
ଶ୍ରୀତି ଲାଭ କରିଲେନ ମନେ ॥ ସର୍ବୁଥର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ କରିବ ଅ-
ମ୍ଭୟାଃ । ଏମତ ତାଲିଯା ମନେ ତୋଜ ମତିକ୍ଷାର ॥ ଅନିଲେର କାଳି-
ଦାସେ ପଞ୍ଚଜନ୍ତ କରିଯା । କାଲିଦାସ ଭୁପତିର ମେ ତାବ ଦେଖିଯା ॥
ଅନିଲେର ଭୁବି କିଛୁ ହିତେ ହବେ ହାନ । ତାହିଁ ତୋଜ କରିଲେନ
ଅନ୍ଧାଧିନ କରି କରେନ ପାଠନ ॥

শ্লোক ।

মাংগাঃ প্রত্যপকার কাতরধিয়া বৈযুথ্য মাকর্ণয়
শ্রীভোজেন্দ্র বসুন্ধরাধিপ সুধাসিঙ্গানি সুজানি মে ।
বর্ণস্তে কতি নাম নার্ণবনদীভুগোলবিন্দ্যাটবী-
বঞ্চিষ্ঠামারুতচন্দ্রমঃ প্রভৃতযন্তেভ্যঃ কি মাণ্ডং ময়া ॥

ওহে তোজ ! বলিতেছি তোমায় এখন । যম সুধাসিঙ্গ
পদ্য করছ অবণ ॥ প্রত্যপকারের জন্য ভৱ ভাবি মনে । কা-
তর হোগনা যম কবিতা অবণে ॥ সরিখ সাগর আদ ভুগোল
ও বন ॥ অরণ্য ও সমীরণ রেবতীমোহন ॥ অচেতন পদার্থ
বে হয় দরশন ॥ তাদেরও করিয়া থাকি আমরা বর্ণন ॥ তাহা-
দের কাছে কিছু লাভ নাহি হয় । কি কারণে আপনি তাবেন
মনে ভয় ॥

মহাপদ্য সমাপ্ত ।

মহাপদ্য বলিয়া যাহা পরিগণিত আছে তাহা হইতে এই
অবধি প্রাণ্য হইলাম । অপর একটা এমত শ্লোক আছে, যে
তোজরাজা ঐ শ্লোক অবণ করিয়া কালীদাসকে এমত একটা
শ্লোক প্রদান করিয়াছিলেন, যে তালবৃক্ষের মন্তকের উপরে
বেঢ়োকা আছে আপনি তাহা লইবেন কালীদাস সৌর দুক্ষিবলে
তাহা শঙ্খ করিয়াছিলেন । সেই শ্লোকটা ছাত্রবোধ আদি
অনেক পুস্তকেআছে, প্রাচীক মহোক্ষয়গণ সহজেই বিদিত
হইতে পারিবেন ।

অস্কারকন্দ্র ।

ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟ । ।

ମୂଲ

କଣ୍ଠିଂ କାନ୍ତା ବିରହ ଶୁଣ୍ଠା ଦ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରମତ୍ତଃ
ଶାପେ ନାସ୍ତଃ ଗ୍ରହିତ ଗହିମା ବର୍ଷତୋଗ୍ୟେନ ତର୍ତ୍ତୁଃ ।
ସମ୍ମର୍ଜନକେ ଜନକ ତନଙ୍କା ମାନ ପୁଣ୍ୟୋଦକେଶୁମିଷ
ଛାରାତରମୁ ବସତିଂ ରାମଗିର୍ବ୍ୟାଶ୍ରମେଷୁ ॥ ୧ ॥

ମୂଲ

ତାହା । କୁବେରାମୁଚର କୌଳ ଯକ୍ଷେର ନମ୍ବନ । ଆପନ ପ୍ରତୁର ଆଜା
କରିଯା ଲଞ୍ଜନ ॥ ବନିତା ବିରହ ଶାପ ତାହାତେ ଲଭିଲ । ଆର ସେ
ସମୟେ ତାର ମାହାତ୍ୟ ହରିଲ ॥ ଜାନକୀର ମାନ ଦାରା ପବିତ୍ର ମେ ଜଳ
ଆର ନାନା ବୃକ୍ଷାଦିର ଛାଯା ସୁଶୀତଳ ॥ ଏମତ ଆଶ୍ରମ ଯାହା ଅତି
ଶୋଭମାନ । ରାମଗିରି ପର୍ବତ ବଲିଯା ଅଭିଧାନ ॥ ଏକ ବର୍ଷକାଳ
ନିଜ ଶାପେର କାରଣ । ଅବଶ୍ଵିତି କରେ, ତଥା ଯକ୍ଷେର ନମ୍ବନ ॥ ୨ ॥

ମୂଲ

ଅଶ୍ରିମଦ୍ରୌ କତିଚିଦବନାବିପ୍ରୟୁକ୍ତଃ ସକାମୀ ନୀତ୍ତା-
ନାମାନ କନକ ବଲର ଭଂଶ ରିକ୍ତ ପ୍ରକୋର୍ତ୍ତଃ । ଆଵାଦୟ
ପ୍ରଥମ ଦିବମେ ମେଘମାଲ୍ଲିଷ୍ଟେମାନୁଃ ବପ୍ରକୀର୍ତ୍ତାପରି-
ଣତ ଗଜପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟଃ ଦଦର୍ଶ ॥ ୩ ॥

୩

ମୂଲ

ତାହା । ରମଣୀର ବିରହେତେ ଶୀର୍ଷ ଦେହ ହୟ । ଅକୋର୍ତ୍ତ ହିତେ ଥମି
ପଞ୍ଚମେ ବଲର ॥ ଈଶ୍ଵର ନିରତ ଯକ୍ଷ ପୁର୍ବୋକ୍ତ ପର୍ବତେ । କିଛୁକାଳ
ବାର କରି ରହେ କୋନରେ ॥ ଆଶାତେର ଆଶ୍ରମ ଦିନ ହିଲେ ଉଦୟ ।
ବରବାର ଉପକ୍ରମ ମେ ସମୟେ ହୟ । ପର୍ବତେର ଉଚ୍ଚ ଭାଗେ ଦେଖେ
ଧାରାଧର । ଜୀଡା ଜନ୍ୟ ନାହିଁ କୁଟୁମ୍ବ ଦେନ କରିବର ॥ ୪ ॥

মূল ।

তদর্থিতা কথমপি পুরাট কেতকাধীনহে তজ্জন-
শীল্প চিত্রমসুচরো ব্রাহ্মণাজয় দখেন । যেমন
লোকে তত্ত্ব সুখিনোপ্ত স্মর্থাহৃতিতেও কাষ্ঠা
শ্লেষঞ্চারি বিষদে কিঃ পুরুষুরুষেন্দ্রে ॥ ৭ ।

বে বর্ণাতে নিরাকৃতে অবস্থানরে । অবাকৃতোপীয়-অস্থে
বিকার অস্থরে ॥ বরিতা বিরহে যাই ব্যাকুল হৃদয় । এই যত্কি
বাধিত ইবে আশৰ্ক্ষৰ্য এ ব্যব ॥ বরিয়ার আশৰথনে বরিয়া হি-
হনে । কুবেরের অসুচর মকাতর মনে ॥ কেতকৈশ্চকুলকুল
নিরামে দেবিয়া । মজল লোচনে যত্ত চিন্তাই হইয়া ॥ বরিয়ারে
মনে মনে করিয়া আরব । কিছু কাল থেই হাতে করে
যাচ্ছব ॥ ৮ ॥

মূল ।

প্রত্যাশমে নভসিদ্ধিরিতা জীবিতামস্তনার্থাঃ জীমৃ-
তেন স্বকৃশনমঝোঁ হারজির্তিন্দ্রশঙ্কাত্তেজ
কুটক কুস্থেবং কল্পিতাহু । যতন্মে প্রীতঃ প্রীতি
অস্মুঁ বচনঃ স্বাগতঃ ব্যাজহোর ॥ ৯ ॥

যথেন আবৰ স্বামু করে আশুমুক্তি । কুশব্রহ্মে এক মনে
জাহিল এবন ॥ আমার কুশলেকার্ত্ত যদি কুশেন্দ্রে । প্রাপ্তিহৈতে
পাপি যত প্রিয়ার কুশলে ॥ তা হচ্ছে । প্রাপ্তিহৈর এই প্রতিপাদ
জীবন্ত । অত প্রিয় । হৈই এক প্রতিপাদে কুশলে প্রাপ্তিহৈ
যত কুশল প্রাপ্তিহৈ । প্রাপ্তিহৈ কুশল প্রাপ্তিহৈ করে আশুমু জীবন
স্বতে প্রাপ্তিহৈ জীবিত । স্বতে কুশল । কুশল প্রাপ্তিহৈ কুশল প্রাপ্তিহৈ
কুশল ॥ ১০ ॥

ମୂଳ ।

ଧୂରଜ୍ୟୋତିଃ ସମିଶ୍ରତାଂ ସରିପାତଃ କ୍ଷମେଷଃ
ସମେଶାର୍ଥାଃ କ୍ଷପାତୁ କରଣେଷଃ ଆଧିତିଃ ଆପଣୀଯାଃ
ଇତ୍ୟୋଽଶୁକ୍ର୍ୟାଦ ପରିଗନୟନ୍ତ ଗୁହ୍ୟକଞ୍ଚଂ ସାଚେତକୋ-
ମାର୍ତ୍ତାହି ଅକ୍ଷତି କ୍ଷପଣାଶ୍ଚେତନାଚେତନେବୁ ॥ ୫ ॥

ଧୂମ, ଜ୍ୟୋତି, ଜଳ, ବାଯୁ ଏହି ଚତୁର୍ଥ । ଅଚେତନ ପଦାର୍ଥର
ବୋଗେ ମେଘ ହୁଁ । ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠଶୀଳ ହିଇବେ ଯେଉଁ । ମେହି
ଶକ୍ତ ହୁଏ ବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ବହୁ । ମେଘହୋତେ ଦୌତ୍ୟ-କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ
ନା ହୁଏ । ବିଶ୍ୱାସର ପରବଶେ ଯକ୍ଷ ମେ ସମର । କିଛିଆତ୍ର ବିବେଚନା
ନା କରି ଡାହାର । କୁଷ କରି ଆର୍ଦ୍ଧନା ଜାନାଯା ଆପମାର । ଇଞ୍ଜି-
ରେର ବଶେ ହୁଏ ପୌଡ଼ିତ ଯେଉଁ । ବିଚାର ଧାକେନା ଆୟ ଚେତନା-
ଚେତନ । ଯକ୍ଷ ସଂପୌଡ଼ିତ ଛିଲ ବିରହେ କାନ୍ତାର । ନା ହୁଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ତାର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍ଗାର ॥ ୬ ॥

ମୂଳ ।

ଜୀତଂ ସଂଶେ କୁବନ ବିଦିତେ ପୁକରା ବର୍ତ୍ତକାନୀଃ
ଜୀବନ ମିଥ୍ୟାଃ ଅକ୍ଷତି ପୁରୁଷଂ କାନ୍ଦକପଂ ମଧ୍ୟମଃ ।
ତେବାର୍ଥିଦ୍ଵାଂ କୁର୍ଯ୍ୟବିଧି ବଶଦୂର ବନ୍ଦୁଗତୋହଃ
ଯାଚ୍ଛାୟା ମୋଷା ବରମଧିଶ୍ରୀଣେ ନାଥମେ ଲକ୍ଷକାମା ॥ ୬ ॥

ଆମର କବିତା ସଙ୍କ ମେଘରେ ତଥନ । ଦୟାଧିନ କରି, କହେ
ତହେ ନବର୍ଥନ ! ॥ ପୁକର ଓ ଆବର୍ତ୍ତକ ଆଦି ମେଘଚର + ଅଧିନ
ଆମର ସମି ଗନ୍ଧନୀର ହୁଁ । ଡାହାଦେର ସଂଶେ ତବ ହେଇସେତେ ଉଦୟ ।
ଅଧାର ଆହାତ୍ୟ ତୁମି ଇଞ୍ଜର ନିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ଏ ମନ୍ଦିଳ ଆହି ଆଜି
ବିଦିତ ହିଲେ । ଆମ ଏକ ଆହେ ମୁଁ ମହା ଉଦୟ ॥ ଆର୍ଦ୍ଧନା
କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ମହା ମହା । ବିକଳ-ହୋଲେର ଡାହ ଡାହ
ଅବେ ॥ ଅଥବା ମହାନେ ଗେଲେ ପୁରିବେ ବାନନା । ଏ ଅକାର ସମ୍ମାନିଙ୍କ
ଥାକେ ମହାବନା ॥ ତଥାପିକି ମେ ଆର୍ଦ୍ଧନା କାଳ ଆହି ହୁଁ । ଏହତ

ଅକ୍ଷରେ ଆମି ଆବିରା ଲିପତଃ ॥ ଆପରାର ସିକଟେତେ ସାରକ
ହଇଯା । ଉପରିତ ହଇଯାଛି ଅନେକ ତାବିରା ॥ ୬ ॥

ମୂଳ ।

ସନ୍ତୁଷ୍ଟାନଃ ଦୁର୍ମଳି ଶରଣଃ ତ୍ରେପରୋଦ ପ୍ରିୟାନଃ
ସନ୍ଦେଶଂ ମେ ହର ଧନପତିଜ୍ଞୋଧ ବିଶ୍ଵେଷିତତ୍ତ୍ଵ । ଗୁଣବ୍ୟା
ତେ ବନ୍ଦି ରଲକା ନାଥ ସନ୍ଦେଶରାନଃ ବାହ୍ୟାଦ୍ୟାମହିତ
ହରଶିରଶତକ୍ରିକା ଧୋତହର୍ମ ॥ ୭ ॥

ଓହେ ଘେର ! ଆମାର ଈଶ୍ଵର ଯକ୍ଷପତି । ତୀର ଶାପେ ଆମାର ଏ
ହୋଇସେ ଦୁର୍ଗତି ॥ କୋଥାର ଆମାର କାନ୍ତା ଆମି ବା କୋଥାଯ ।
ବିଶେଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୟ ହଇଯାଛେ ତାଯ ॥ ହେ ପରୋଦ ! ଜାନି ତଥ
ଅହିମା ପ୍ରଚୁର । ମୁଣ୍ଡ ଗଣେ ତୁମି ତାପ କର ଦୂର ॥ ଏକାରଣ
ସବିଦରେ କରି ନିଯେଦମ । କୁପା ପ୍ରକାଳିଯା, ଅମ ପ୍ରିୟାର କାରଣ ॥
ଆମାର ସଂବାଦ ଦିଲେ ଏସ ଏକବାର । ତାହାହୋଲେ ରଲନ ହତେ
ଜୀବନ ତାହାର ॥ ସାହ ଦେଇ କୁବେରେର ଅମକାପୁରୀତେ । କେବଳ
କ୍ଲେଶ ହିବେମା ଦେ ସ୍ଥାନ ଚିରିଜେ । ବହିଃହ ଉଦ୍‌ୟାନେ ତବ ଆହେନ
ତଥାଯ । ତୀର ଭାଲୀହିତ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ଜ୍ୟୋତିର୍ଯ୍ୟାଯ ॥ ଧବଲିତ ହୋଇଯ
ଆହେ ହର୍ମ ସମୁଦ୍ରାଯ । ଦେଖିଲେଇ ଜାନିବେ, କି ବଲିବ ତୋହାର । ୭

ମୂଳ ।

ଜ୍ଞାନାକୃତଃ ପରବ ପଦବୀ ମୁଦ୍ରୁହିତାଳକାନ୍ତଃ ପ୍ରେକ୍ଷି-
ଯକ୍ଷତ ପଥିକ ବରିତଃ ଅଭ୍ୟାସାଧ୍ୟମତ୍ୟ । କଃ
ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିରହ ବିଦୁରାଃ କୁହ୍ୟପେକ୍ଷେତ । ଜାରାଂ ନ
ଶ୍ୟାମନ୍ଦେଶପ୍ରଥମି ଅବୋ ରହ ପରାଧୀନେ ରତ୍ତି ॥ ୮ ॥

ହେ ଘେର ! ଉଠିଲେ ତୁମି ବାହୁମତେ ପାଇ । ପରିକରିତା ମବ
ଉତ୍ସର୍ଗି କରି ॥ ଅର୍ଲିକିମେ ତୋମକେ କରିଲେ କମଳ । ଆମର
କାରଣ, ତବ ଦେଇ ଆମମର ॥ ତାହାକେ ଆସନ୍ତ ହିଲେ ଏହି
କରି । ପ୍ରତି ଆମିମେ ପଢି ଆମମର । ହେ ! ଆମ !

विदेश हैतते अमग्नि । आसिबे ला बरबार तेब ला एवज न
युष्टिर कारणे तुमि हैरा सज्जित । गग्नमार्गेते यदि हो उप-
स्थित ॥ मम सम पराधीन यदि नाहि हय । बनितार बिरह
वातना केबा सर ॥ ८ ॥

मूल ।

मन्दं मन्दं नुदति परव श्चा हुक्कलो यथा छां
बामचायां नदति मधुरं चातकाण्ठे यगर्भः । गर्भा-
धान क्रमपरि चयं नून यावस्तुमानाः सेविष्यस्ते
नयन सुउग्नं खे भवस्तु बलाकाः ॥ ९ ॥

ओहे येघ ! अमुकुल हैरा परव । तोमाके गमन अस्तु
करिहे प्रेरण ॥ आर तब बामतागे चातक थाकिया । करिबे
मधुर रव बितोर हैरा ॥ अतएव बिलम्ब करिह केब आर ।
अविलम्बे यात्रा तुमि कर ऐ यार ॥ एकाकीष तुमि नाहि
गमन करिबे । आकाश पथेते तुमि यथन उठिबे ॥ तोमार
सम्पर्के गर्भ निवेक कारण । उम्मुक हैरा यावदीय बक गन ॥
श्रेणिबद्ध होये सेवा करिते तोमार । कोनस्ते बिलम्ब
करिष नाहि आर ॥ ९ ॥

मूल ।

ताङ्काबश्चं दिवस गग्ना तद्परा येकपद्मी अयां-
पन्ना मरिहत्पर्वति द्वैक्यसि आत्मजायां । आशाबद्धः
कुम्भम सृष्टं प्रायशो ह्यज्ञनानां सद्यः पाति
प्रग्रन्थि त्वद्युं रिप्रयोगे कृषक्ति ॥ १० ॥

ओहे आत येघ ! तुमि करह गमन । कोनकल बाधा
आर हवेना दर्शन ॥ येहि सती युवती ओ बिरहे बाधिता । यथ
परिशीता तब आतार बरिता ॥ यथ आगमनाबधि येहि चक्षा-
नला । केवल करिहे लगा लिक्ष गग्ना ॥ आहोके तर्हार

ଶୁଣି କରିଯା ପଥମ । ଅଦିଶ୍ୟ ଜୀବନୟୁତା କରିବେ ଦର୍ଶନ ॥ କୁଞ୍ଚିତେଇ
ସମ୍ମତୁଳ୍ୟ ମୌରିର ହଦୟ । ସନ୍ଦୟଇ ହିତେ ପାରେ ବିରକ୍ତ ଉଦୟ ॥
ମେ ସଂଶୟ ହିଛେନା ଆମାର ଅନ୍ତରେ । ଆଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଏ ବିଷୟରେ
ରଙ୍ଗ କରେ ॥ ୧୦ ॥

ମୂଳ ।

କର୍ତ୍ତୁଃ ସତ ଅଭବତି ମହୀମୁଛିଲୀଙ୍କୁ । ତପତ୍ରାଃ ତ୍ରେ
ଆହ୍ଵାତେ ଶ୍ରବନ ଶୁଭଗଂ ଗର୍ଜିତଃ ମାନମୋତୁକାଃ ।
ଆକୈଲାମ୍ବ । ଦ୍ଵିସକିଶମୟ ଚେଦ ପାର୍ଦେହବନ୍ତଃ ମନ୍ଦୀଃ-
ମ୍ୟନ୍ତେ ନଭ୍ସି ଭବତୋ ରାଜହଂସାଃ ମହାରାଃ ॥ ୩୩ ॥

ଓହେ ବଙ୍କୋ ! ତୁ ମି ତଥା ଯାବେ ଯେ ମମୟ । ଅନେକେ ତୋମାର
ମଙ୍ଗୀ ହବେ ମେ ମମୟ ॥ ମଧୁର ଗର୍ଜନ ତବ କରିଯା ଶ୍ରବନ । ଆକାଶ
ମାର୍ଗେତେ ସତ ରାଜହଂସଗଣ ॥ ତୋମାର ନିକଟେ ଆମି ମଙ୍ଗୀ ତଥ
ହବେ । କୈଲାମ୍ବ ପରିତାବଧି ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗେ ରବେ ॥ ଏ ମର୍ଯ୍ୟାତେ ଜାମି
ଅରାଲ ନିଟିଯ । ମାନମବାପୀତେ ଯେତେ ମୁୟଶୁକ ହୟ ॥ ତୋମାର
ଗର୍ଜନ ତାରା କରିଲେ ଶ୍ରବନ । ପାର୍ଦେହ କାମଣୀ ଥଣ୍ଡ ଲହିରା ତଥମ ॥
ତବ ମମଭିବ୍ୟାହାରୀ ହିବେ ନିଷ୍ଠଯ । କିଜନ୍ତେ ବିଲୟ ଜାର କର
ମହାଶୟ ॥ ୩୫ ॥

ମୂଳ ।

ଆପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରିୟତଥ ମହୁତକ ମାଲିକ୍ୟ ଦୈତ୍ୟର କଲ୍ପନୀ
ପୁଂସାଃ ରମ୍ପୁତି ପଦେ ବ୍ରକ୍ଷିତଃ ମେଖଲାଙ୍ଗ । କାଳେ
କାଳେ ଭବତି ଭବତୋ ଦ୍ୱୟ ସଂବୋଗମେତ୍ୟ ବୈହ୍ୟାକି
ଚିତ୍ରବିରହଃ ହୁଅଟୋ ବାନ୍ଧୁମୁକ୍ତାଃ ॥ ୩୬ ॥

ଓହେ ଭାଇ ! ଆରୋ ଆରି ସଲି ଏ ପଥର ଏ ଗର୍ବର ଅମରାଧିଦି
ଦିମ୍ବଜରେ ହୁଏ ॥ ପୁରୋବତ୍ତି ପରିତ ରେ ଖାତି ଉଚ୍ଛତର ଚାରିରାଜତାପ୍ରାପ୍ତି
ପଦ ଚିହ୍ନ ବକ୍ଷେପିରୁ ॥ ଶର୍ମ କରିଯା ପୋଡା କଲାଜାଇ ଧାରିବା ।
ମହାଶୟରେ ତାହାରେ ‘କରିଯା ମାଲିକ୍ୟମ ॥’ ଅମୋଦିନ କରି ତାହା

ଦିଜାନା କରିବେ । ତିଥି ତବ ପ୍ରିସ୍ତମଥା ନିଶ୍ଚଯ ଆନିବେ ॥ ସହରେ
ସମରେ ତବ ତାହାର ମହିତ । ମିଳନ ହିଲେ ରୋହ କରେ ସଥୋ-
ଚିତ ॥ ୧୨ ॥

ମୂଳ ।

ମାର୍ଗଂ ତାବନ୍ ଶୃଣୁ କଥରତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଣାନୁକପଂ
ସନ୍ଦେଶଃ ମେତମନୁଜନନ ଝୋଯୁସି ଝୋଜପେନ୍ ।
ଧିନ୍ନଃ ଧିନ୍ନଃ ଶିଖରିଷୁ ପନ୍ଦଂ ନ୍ୟସ୍ୟ ଗଢାସି ଘର କୀଣଃ
କୀଣଃ ପରିଲଙ୍ଘନ ଝୋତମାଂ ଚୋପୟୁଜ୍ୟ ॥ ୧୩ ॥

ତୋମାର ଗମନ ଷୋଗ୍ୟ ପଥ ଏଇକଥ । ବଲିତେଛି, ଓହେ ଯେଘ !
କର ତା ଅବଶ ॥ ତ୍ର୍ୟପର ଯେ ମମାଚାର ଯାଇବେ ଲାଇରେ । ତାହାଓ
ତୋମାକେ ବୋଲେ ଦିବ ବିଶେଷିଯେ ॥ ଯାଇତେ ଯାଇତେ ପଥେ
ତୋମାର ସଥନ । ଆସିବୋଧ ହିଇବେକ ଭାବିବେ ଏମନ ॥ ପର୍ବତେତେ
ପଦାର୍ପଣ ତଥାର କରିବେ । ତାହା ହୋଲେ ଆର ତବ ଆସି ନା ରହିବେ
ବଥନ ହିବେ କୀଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରାୟ । ଝୋତ-ନୀର ଯାହା ରହେ ଅତି
ଲକ୍ଷ୍ମୀତାମ୍ । ତାହା ଉପରୋଗ ତୁମି କରିବେ ସଥନ । ସଞ୍ଚନ୍ଦତା ଲଞ୍ଜ
ହବେ ତାହାତେ ତଥନ ॥ ୧୪ ॥

ମୂଳ ।

ଅନ୍ତ୍ରେଃ ଶୃଙ୍କଂ ହରଭିପବନଃ କିଂ ସ୍ଵିଦିତ୍ୟନୁ ଧୀତି
କୃତୋ କ୍ଷୁଣ୍ଯ ଶକିତ ଚକିତଂ ମୁଦ୍ରବିକ୍ଷାନନ୍ଦାତିଃ ।
ଶ୍ଵାରାମାୟଂ ସରସନିଚୁଲା ଦ୍ୱୟଃପତୋହଙ୍କୁଥଃ ଥିନିଃ-
ମାମାର୍ଦ୍ଦିଂ ପଥି ପରିହରନ୍ କୁଳହତ୍ତାବଲେପାନ୍ ॥ ୧୫ ॥

ହେ ସେଇ ହୃଦୟାବିହୃଦୟ ଦେଶ ପରିହରି । ସହରେ ଉତ୍ତର ମୁଖେ
ଯାହ ଝୁଲାକରି ॥ ସ୍ଵର୍ଗକାଳୀନ ତୋମାର ହେ ଶୁଭ ଗତି ହବେ । କୁଳ
ବିଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପରି ନାହି ରବେ ॥ ପର୍ବତେର ଶୃଙ୍କ କି ହରିରେ ମହୀ-
ରମ । ଶଥପଥେ ସାଇତେହେ ଭାବିଯା ଏମନ ॥ ଉର୍କୁମୁଖୀ ହରେ ମବେ
ଅନ୍ତରୁ କପେତେ । ତୋମାକେ ଧେଖିବେ ତାରା ଦେଉ ମମରେତେ ॥ ୧୬

ଶୂଳ ।

ରହୁଛାଯା! ବ୍ୟତିକରଇବ ପ୍ରେକ୍ଷାମେତ୍ଥ ଶୁରୁତ୍ୱାଦ
ବଜ୍ଞୀକାଗ୍ରେ ଅଭବତି ଧନୁଃ ଖଣ୍ଡମାତ୍ରଶୁଲସ୍ୟ । ଯେମେ
ଶାନ୍ତିଂ ବପୁରତିତରାଂ କାନ୍ତିମାନ ପୂର୍ଯ୍ୟତେ ତେ ବହେ-
ଶେ କୁରିତଙ୍କ ଚିଙ୍ଗ ଗୋପବେଶସ୍ୟ ବିକ୍ଷେତ୍ତଃ ॥ ୧୫ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଏହି ବଜ୍ଞୀକାଙ୍କ୍ଷେ ଆରା ରହୁଥୁବେଳେ ଆତା
ମୟ ଚମଦକାରା । ଇନ୍ଦ୍ରଖରୁ ସମୁଦ୍ରପତ୍ର ହୋଇତେହେ କେମନ୍ତାହେ ତର
ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ହିବେ ଶୋଭନ ॥ ଯେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀକୃତେର ଶ୍ୟାମ କଲେବର ।
ବିଚିତ୍ର ମରୁରମୁଢ଼ ହେଉ ଶୋଭାକର । ମେଇକଥି ଇନ୍ଦ୍ରଖରୁ କାରା
ଆପନାର । ଶ୍ୟାମାଦେର ଶୋଭା ହେଉ ଅତି ଚମଦକାର ॥ ୧୬ ॥

ଶୂଳ ।

ଶ୍ୟାମଭଂ କୁଷିକଳମିତି ଜ୍ଞବିକାରନଭିତ୍ତିଃ । ପ୍ରୀତି
ଶିର୍ଷେର୍ଜନପଦବ୍ଧୁ ଲୋଚଟେଃ ପୌରମାନଃ । ଶମ୍ଭୁ
ଶୀରୋଽକର୍ମନ୍ତର ଶୁରୁତିକ୍ଷେତ୍ର ଶାକହ୍ୟ ମାତ୍ରଂ କିଞ୍ଚିତ୍
ପଞ୍ଚାଂ ତ୍ରତ୍ତ ଲଭୁଗତିଃ କିକିଦେବୋତ୍ତରେଷ ॥ ୧୭ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ତଥା ହୋଇଲେ ଗମନ କରିଯା । ଆମ ଜୀବେ ଅବପଦ
କ୍ଷେତ୍ରତେ ଉଠିଯା । । ଉତ୍ତର ବିଭାଗ ଦିଯା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶ । ଗର୍ବ
କରିବେ ତୁମି ମୟ ଉପରେଥେ । ତୋମାର ଡିନର ମାତ୍ରେ କୁଷିକ
କୁଷି ଭୁଲି କର୍ମକ କରିବେ ଲାଗେ ହେ । ଚାହା ହୋଇଲେ ତାହା ଅତି
ଶୁରୁତି ହିବେ । ବିଶେଷ ତୋମାର ତାହେ ପ୍ରୀତିଶ୍ୟାମାଦେବ । ଆଜି
ତୁମି ମେଇ କାମେ କରିଲେ ଗର୍ବ । ତାହାକମା ଦୁଶୋଭନ ଶୁରୁତିର୍ବନ୍ଦ
ପଦ । କୁଷିକଳ କୋମାର କାର୍ଯ୍ୟକ ବିଚାରିବେ । ଲିପିବନ୍ଦର ପଦ
ବିଲେ ଉଦ୍‌ଦିଷ୍ଟ ତାହିରେଥା ।

ଶୂଳ ।

ଶ୍ରୀ ଶାକାର ଅନୁମିତିବନୋପରାଜ୍ୟ ଶୁରୁତି । ରାଜକୁ
ଦ୍ୱାରା ପରିଗମନ କାର୍ଯ୍ୟକ ବହୁତଃ । । ଦେବ କର୍ମକାରି

ପ୍ରଥମ ସୁହଦାପେକ୍ଷଯା ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରାଣେ ମିତ୍ରେ ଭବତି
ବିଶୁଦ୍ଧ କିଂ ଶୁବ୍ର ସନ୍ତଥୋତ୍ତେ ॥ ୧୭ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଏ ଛାନ ତ୍ୟଜିଲା ତ୍ରେପର । ବାଇବେ ଯଥାର ଆମୁ-
କୁଟ ଗିରିବର ॥ ତଥ ଜଳଧାରା ତଥା ହଇଲେ ସର୍ବଣ । ବାହାଦି ଉତ୍-
ପାତ ତାହେ ହବେ ନିବାରଣ ॥ ଶଂଖକିଳ ହଇବେକ ବଳ ମୟୁଦାଯ ।
ଗନ୍ଧୋତ୍ସ ଲଭିଲା ଏ ପର୍ବତ ତାହାଯ ॥ ଆପନ ଅନ୍ତକ ଛାରା ତୋ-
ମାକେ ରଙ୍ଗିବେ । ମନ୍ଦେହ ତାହାତେ ମାହି ମିଳିଯ ଜାନିବେ ॥ କଞ୍ଚ-
ମିତ୍ର ସମ୍ମାନୀ ଆଜ୍ଞାଯ ଦାନ ଚାର । କେହି ବିଶୁଦ୍ଧ କରୁ ମାହି ହସ
ଓର ॥ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ମହେ ଆମୁକୁଟ ଗିରିବର । ତୋମାକେ ଆଜ୍ଞାଯ ଦିତେ
ଦିତେ ହବେନା କାତର ॥ ସେ ସେ ପରାଣ ମୁଖ ହବେ ଭାବିବେ ଏମନ ।
ଓହେ ଭାଇ ! ଅବିଲମ୍ବେ କରଇ ଗମନ ॥ ୧୭ ॥

ମୂଳ ।

ହଲୋପାନ୍ତଃ ପରିଶିଳ କଲମୋତିତିଃ କାମନାମୈ
ତ୍ରୁଟ୍ୟା କଢେ ଶିଥର ମଚଳଃ ବିଶୁଦ୍ଧେଣୀ ମରଣେ । ମୂର୍ଖ
ବାନ୍ୟତ୍ୟମର ବିଶୁବ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀରା ମବହାଂ ମଧ୍ୟେ ଶାନ୍ତି-
ତନୈଷଭ୍ୟଃ ଶେଷ ବିଶ୍ଵାର ପାଣ୍ଡୁ ॥ ୧୮ ॥

ଶୁନରୀର ଜଳଧରେ କରିଲା ବିନର । ମହୋଦନ କରି, କହେ ଶୁନ
ଅହିଶର ॥ ଆମୁକୁଟ ପର୍ବତେର ପ୍ରାନ୍ତରୁ କାରନ୍ତ ଆମୁହଙ୍କ ସମୀ-
କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭନ ॥ ହେଇ ପର୍ବତେର ଶୃଙ୍ଗେ ସଥି ଉଠିବେ ।
ବିଶୁଦ୍ଧେଣୀ ମର ଦର୍ଶ ତୋମାର ହଇଲେ ॥ ପୃଥିବୀର ଜୁଲକପ ଦେଇ
ଗିରିବରା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶ୍ରାଵକର୍ମ ଅତି ଶୋଭା କର ॥ ଅମର ଦଙ୍ଗତି
ଗଣ ଥାକେନ ତଥାଯ । ଲଭିବେ ଦର୍ଶନ, ନାହିଁ ଶଟକର୍ତ୍ତ ତାହାର ॥ ୧୯ ॥

ମୂଳ ॥

ଅଭ୍ୟନ୍ତଃ ପରିଶିଳ କଲମୋତିତିଃ କାମନାମୈ
ତ୍ରୁଟ୍ୟା କଢେ ଶିରମା ରୁକ୍ଷତିଃ ଶାନ୍ତିମାନର । ଆମାନ୍ତ

ରେଖ କୁମପି ଶମୟେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତମାତ୍ରିଃ
କଳନ୍ତି ନ ଚିରେଦୋପକାରୋ ମହତ୍ ସ୍ତୁ ॥ ୧୯ ॥

ଓହେ ଜ୍ଞାନୀ ! ତାର ପଶ୍ଚାତେ ଯଥନ । ଚିତ୍ରକୁଟ୍ ସମ୍ମିଳନେ
କରିବେ ଗମନ ॥ ଦୂରପଥ ଗମନ କରିଯା ମେ ସମୟ । ସମ୍ମାପି ତା-
ହାତେ ହଣ୍ଡ କ୍ଲାନ୍ଟ ଅତିଶ୍ୟ ॥ ତ୍ୱରକାଳୀନ ମେହି ଚିତ୍ରକୁଟ୍ ଗିରିବର ।
ରାଧିବେଳ ତୋମାରେ ହେ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗୋପର ॥ କିଛୁମାତ୍ର କ୍ଲେଶ ତୀର
ହବେନା ତାହାର । ବରଙ୍ଗ ହବେନ ତୁଫ୍ଟ ଦେଖିଯା ତୋମାଯ ॥ ତୀର
ବ୍ୟବହାରେ ତୁମି ହୋଇୟ ହରଷିତ । ପ୍ରତ୍ୟୁଷକାରେ ଜନ୍ମ ହବେ ମଚେ-
ଷିତ ॥ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ-କ୍ଲପା କରି ବିତରଣ । ପର୍ବତୀର ବିଦୟାମାତ୍ର
କୋରେ ବିବାରଣ । ମହତୀର ଉପକାର କରିଲେ ସାଧନ । ସନ୍ଦା-
ବେତେ ଆଦ୍ର' ହୋଇୟ ମହତ୍ ତଥନ ॥ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇୟ ଫଳ କରେନ
ପ୍ରଦାନ । ଅଧିକ କି କବ ଆର ତବ ବିଦୟମାନ ॥ ୧୯ ॥

ସୂଳ ।

ଶିଥା ତମିନ୍ ବନ୍ଦରବନ୍ଧୁକୁତ୍ କୁଞ୍ଜେଶୁରୁତ୍ତଂ ତୋରୋତ୍-
ମର୍ କ୍ରତୁରଗତି ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ରତ୍ନ ତୌର୍ଣ୍ଣ । ରେବାଂ
ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟମୁଦ୍ୟ ପଳ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାପାଦେ ରିଶୀର୍ଣ୍ଣାଂ ଭତ୍ତି-
ଚେଦୈ ରିବ ବିରଚିତାଃ ଭୂତିମଙ୍ଗେ ଗଜୁମ୍ୟ ॥ ୨୦ ॥

ଆର ମେହି ପର୍ବତୀର ଯେ ମର କୁଞ୍ଜେତେ । କିରାତ ରମ୍ଯଣିଗଣ
ଆନନ୍ଦ ମନେତେ ॥ ଆପନ ଆପନ ପିଲେ ବିଧର ମୁହିତ । କୌତୁଳ୍ୟ
ବିମୁଦ୍ର ହୋଇୟ ଧାରେନ ନିଶ୍ଚିତ ॥ ତଥାର ମହିତ କାଳ କରି ଆବ-
ହାନ । ତ୍ୱର ମହାର ପଥେ କରିବେ ପଯାନ ॥ ଯାଇତେ ଯାଇତେ
ତବ ଜଳ ମମୁଦାଯ । ଲିଙ୍ଗଶେଷ ହଇବେ ତୁମି ଅନାମେ ତାହାର ॥
ହଇବେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟ ମହାର ଗମନେ । ଉପହିତ ହବେ ବିଜ୍ଞା ଗିରିର
ମହାନେ । ମୁପଳ ରାଶିତେ ତାହା ବିଷମ ତୌର୍ଣ୍ଣ । ଜନାଗମ୍ୟ, ତାର
ମହାଜେ କରି ଆରୋହଣ ॥ ତଥ ହୋଇତେ ବେବାସାମୀ କରିବେ ଦଶନ ।

(୧୯)

ରେବାର ସେ ନୀର ତାହା ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲନ ॥ ଏ ଜୟ ମହମନ୍ତ ମାତ୍ର-
କେବଳ ଗାୟ । ବିରଚିତ ବିଭୂତିର ମମ ଶୋଭା ପାୟ । ରେବାର ସଲିଲ
ତୁମି କରିଲେ ଦର୍ଶନ । ଅବଶ୍ୟ ଆଶର୍ଦ୍ଧ ତବ ଜନ୍ମିବେ ତଥନ ॥ ୨୦ ॥

ମୂଳ ।

ତଥା କ୍ଷିତିକର୍ବନଗଜପଦୈ ର୍କାସିତଃ ବାନ୍ଧବାଣ୍ଟି
ଜୟକୁଞ୍ଜ ପ୍ରତିହତରୟଃ ତୋଯ ମାଦାୟ ଗଛେଃ ।
ଅନ୍ତମୋରଃ ସନତୁଦୟିତଃ ମାନିଲଃ ଶକ୍ତ୍ୟତି ଦ୍ଵାଃ
ରିକ୍ତଃ ମର୍ମୋ ଭର୍ତ୍ତ ହି ଲୟଃ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୌରବାର ॥ ୨୧ ॥

ଓହେ ଭାତ ! ଆର ଏ ରେବାର ଜୀବନ । ବନ୍ୟ ମାତ୍ରକେବ ମନ-
ଜଳେ ଅନୁକ୍ଷଣ । କୁବାସିତ ହସେ ଆହେ ଜାନିବେ ନିଶ୍ଚଯ । ତୁମି ସଦି
ଜଳଶୂନ୍ତ ହସ ମେ ମୟ ॥ ରେବାର କୁଗଙ୍କ ଜଳେ ଶୋତ ବହିଯାଛେ ।
ଜୟକୁଞ୍ଜାବଧି ପ୍ରତିହତ ହୋଯେ ଆହେ ॥ ମେହି ଜଳ ମଂଗହ କରିଯା
ଦେଇକ୍ଷଣ । ଅନ୍ଯାଯାସେ ତଥା ହେତେ କରିବେ ଗମନ ॥ ଓହେ ସନ !
ତବ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଆହେ ମାର । ଏହଶ୍ରୀ ପବନ ତବ ମହ ଆପନୀର । ତୁ-
ଲନ । କରିତେ ନାହି ହବେ କମବାନ । ଫଳତଃ ଜାନିବେ ତୁମି ଏମତ
ପ୍ରମାଣ ॥ ରିକ୍ତ ହଇଲେଇ ହୟ ଲୟାତା ନିଶ୍ଚଯ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ହୟ
ଗୌରବ ଉଦୟ ॥ ୨୧ ।

ମୂଳ ।

ନୀପଃ ଦୃଷ୍ଟି । ହରିତକପିଃ କେଶରୈ ରଞ୍ଜିତି,
ରାବିଭୁତ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳାଃ କମଳି ଶାନ୍ତିକଞ୍ଚଃ ।
ଦଢ଼ାରଣ୍ୟେ ସାଧିକ କୁରଭିଃ ଗନ୍ଧମାତ୍ରାୟ ଚୋର୍କ୍ୟାଃ,
ମାରଙ୍ଗାଣ୍ଠେ ଜଳଲବମୁଚଃ ସୂଚରିଯନ୍ତି ମାର୍ଗଃ ॥ ୨୨ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆର ଆମି କରି ନିବେଦନ । କଣାମାତ୍ର ସଦି ତଥା
କର ବରିଷନ । କୁତୁମ ନିଚର ତାହେ ହବେ ବିକ୍ଷିତ । କହେ ହକ୍କେର
ହବେ ଶୋଭା ଯଥୋଚିତ ॥ ଅମର ନିକର ତାହା କରିଯା ଦର୍ଶନ । ଅଧୁ
ପାନୋଦସବେ ମୁଦ୍ର ହଇଯା ତଥନ ॥ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ତାରା ନିଶ୍ଚଯ ହଇବେ

ତୋମାର ଗମନ ଜୟ ପଥ ଦେଖାଇବେ ॥ ଓହେ ମେଘ ! ଆର ଦେଇ
ଜଳେର ସମୟ । ସବ ମୁକୁଲିତ ହବେ କଞ୍ଚଳୀ ନିଚର ॥ ଭକ୍ତନ ମାନସେ
ଯାବଦୀୟ ମୃଗଗମ । ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଁ ତଥା କରିବେ ଗମନ । ଦେଇ
ସବ ମୃଗଗମ ନିଶ୍ଚୟ ଜାନିବେ । ତୋମାର ଗମନପଥ ଜ୍ଞାପକ ହିବେ ॥
ଦେବଦାହ ଦ୍ଵାରା ଦକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡିକାର ଆର । ତୋମାର ଅଦ୍ଵତ୍ତ ଜଳ ହିଲେ
ସଂଧାର ॥ କୁରାତି ସୌଗଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ହିବେ ତଥନ । ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଁ
ସତ ଗଜୟୁଥ ଗଣ ॥ ତାହାରାଙ୍ଗ ତବ ବଞ୍ଚି-ବୋଧକ ହିବେ । ଆର
ସେ ସମୟେ ତୁମି ବର୍ଷଣ କରିବେ ॥ ତବ ଜଳ ତଙ୍କ ସତ ଚାତକ
ନିଚର । ତବ ଜ୍ଞାପାତେ ହୋଇଁ ପୁଲକ ହୁଦୟ ॥ ତବ ଜଳକଣୀ ପାନ
କରିଯା ତଥନ । ଦେଖାଇବେ ପଥ, ତବ ଗମନ କାରଣ ॥ ୨୨ ॥

ମୂଳ ।

ଅଭୋବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ ରତ୍ନାଂଶ୍ଚାତକାନ୍ତଃ ବୀକ୍ଷ୍ୟମାଣଃ
ଆଶୀର୍ବୁତାଃ ପରିଗଣନଯା ନିର୍ଦ୍ଦିଶତ୍ତୋ ବଳାକାଃ । ତ୍ଵାମା-
ମାଦ୍ୟ ଶ୍ରନ୍ମିତ ସମୟେ ମାନ୍ୟିଷ୍ୟନ୍ତି ରିଦ୍ଵାଃ ସୋଃ-
କଞ୍ଚାନି ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ଶୃଦ୍ଧମାନିକ୍ରିତାନି ॥ ୨୩ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ତୋମାର ଗର୍ଜନକାଳେ ଆର । ଆର ଶରେ ପୌଢିତା
କଲ୍ପିତା ଅବଲାର ॥ ବାହୁ ଦ୍ଵାରା ଆସିଛିତ ହୋଇଁ ଶିକ୍ଷଗମ ।
କରିବେଳ ସବେ ତବ ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧନ ॥ ଚାତକ ନିକରୁ ତବ କଣ୍ଠମାତ୍ର
ଜଳ । ଲଭ୍ୟ କରି ପ୍ରକାଶରେ ଉତ୍ସବ କେବଳ ॥ ଏ ସବ ଚାତକେର
ଉତ୍ସବ ତଥର । ପୂର୍ବ ଉତ୍କ ଶିକ୍ଷଗମ କରେନ୍ତି ଦର୍ଶନ ॥ ଓହେ ସବ !
ଆର ତବ ଗର୍ଜନ ସମୟ । ଯାବଦୀୟ ବକ ସବ ଶ୍ରେଣୀବୈକ୍ଷ ହୟ ॥ ଆପଣ
ଆପଣ ପ୍ରେସ୍‌ମୌକେ ଶିକ୍ଷଗମ । ଗମନ କରିତେ ତାହା ବଲେନ
ତଥନ ॥ ୨୪ ॥

ମୂଳ ।

ଉତ୍ସପନ୍ଧ୍ୟାନି ଜ୍ଞାନମପି ସଥେ ମୁହଁ ପ୍ରିୟାର୍ଥି ଘିରାନ୍ତଃ
କାଳକ୍ଷେପଃ କରୁତ୍ତେ କୁରାତୋ ପର୍ବତେ ପର୍ବତେ ତେ ।

ଶୁଦ୍ଧାପାଇଁଙ୍ଗ ସଜଳ ନୟମେଃ ସ୍ଵାଗତୀକ୍ରତ୍ୟ କେକାଃ
ଅତ୍ୟଦୂରାତଃ କଥମପି ଭବାନ୍ ଗନ୍ତ ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସେହ ॥ ୨୪ ॥

ସଥେ ! ଯମ ପ୍ରିୟା ଜନ୍ୟ କରିବେ ଗମନ । ଦେଖିତେହି, ମନ୍ୟ
ତାହେ ଆହେ ତବ ମନ ॥ ପର୍ବତାଦି ପଥ ଦିଲା ଯାଇତେ ତୋମାର
ବିଲମ୍ବ ହିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ତାହାର ॥ ଏକାରଣ ବଲି, ଶୁଦ୍ଧବଣ ଶିଖି
ଗଣେ । ଅପାଞ୍ଚ ନେତ୍ରେତେ ଆର ସଜଳ ନୟନେ ॥ ତୋମାର ସ୍ଵାଗତ
ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଶ୍ଯ କରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାତ ହୋଇୟେ ତୁମିମହରେ ଯାଇବେ । ୨୪ ।

ମୂଳ ।

ପାଞ୍ଚୁ ଛାଯୋପବନ ବୃତ୍ୟଃ କେତକୈଃ ସୂଚିଭିନ୍ନୈ ନୀଡ଼ା
ରକ୍ତେ ଗୁହବଲିଭୁଜା ମାକୁଳ ଗ୍ରାମଚୈତ୍ୟାଃ । ଅସ୍ୟାସମେ
କଳ ପରିଣତି ଶ୍ୟାମଜମ୍ବୁବନାନ୍ତାଃ ସମ୍ପଦ୍ସ୍ୟକ୍ତେ
କତିପର ଦିନ ହାଁଯିହଂସା ଦର୍ଶିଣ୍ୟାଃ ॥ ୨୫ ॥

ହେ ମେଘ ! ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହିବେ ଯଥନ । ଦଶାର୍ଗ ପ୍ରଦେଶ କିଛୁ
ଦିନେର କାରଣ । ହିବେ ସମ୍ପାଦିଶାଲୀ ତାହାତେ ନିଶ୍ଚଯ । ଅଧୁଳ
କେତକ ଦ୍ଵାରା ବନ ସମୁଦୟ ॥ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିବେ ।
ଗୁହସ୍ଥିତ କାକ ଯତ ନୀଡ଼ ନିର୍ମାଇବେ ॥ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରାମଙ୍କ ପାଦପ
ଆୟ ତାଯ । ବ୍ୟାକୁଲିତ ହିବେକ ବଲିନ୍ଦୁ ତୋମାୟ ॥ ଆର ଜଞ୍ଚ
କଳ ଯତ ହୋଇୟେ ପରିଣତ । ଶ୍ୟାମବଣ ଧରିବେକ ଶୋଭା ତାର କତ ॥
ଆର ହଂସକୁଳ ଘୃତ ଦେଖିଯା ତୋମାୟ । କିଛୁ ଦିବସେର ଅନ୍ୟ
ରହିବେ ତଥାୟ ॥ ୨୫ ॥

ମୂଳ ।

ତେବାଂଦିକୁ ପ୍ରଧିତ ବିଦିଶା ନକ୍ଷଗାଂ ରାଜଧାନୀଃ
ଗନ୍ତୁ ମଦ୍ୟଃ କଳ ମତିମହେ କାମୁକଭୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ତୌରୋ-
ପାନ୍ତ ସ୍ତନିତ ସୁଭଗଂ ପାସ୍ୟମି ସ୍ଵାଦୁଯୁକ୍ତଃ ସ୍ତର୍ମତଙ୍କଃ
ମୁଖମିବ ପରୋ ବେତ୍ରବତ୍ୟା ଶ୍ଚଲୋପି ॥ ୨୬ ॥

ଦଶାର୍ଥଦେଶେର ଏକ ଦିକେଇ ଶୋଭିତା । ରାଜଧାନୀ ବିଦିଶା
ଆଛଯେ ସଂହାପିତା ॥ ସେଇ ବିଦିଶାଯ ତୁମି କରିଲେ ଗମନ ।
ମହାକଳ ଅନାଶେ କରିବେ ଉପାର୍ଜନ ॥ ବେତ୍ରବତୀ ନଦୀର କୁଞ୍ଚାହ
ନୀର ଅତି ॥ କ୍ରତୁଙ୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯତ ପ୍ରଥମା ଯୁବତୀ ॥ ଶଶାକେର
ସମ ଆସ୍ୟ ଅତି ମୁଖ୍ୟଜଳ । ତାହାଦେର ମୁଖାମୃତ ସମ ମେଇ ଜଳ ॥
ଓହେ ଘନ ! ତଥା ତୁମି କରିଯା ଗର୍ଜନ । ମେଇ ଜଳ ପାନ କରି ହସେ
ତୃପ୍ତ ମନ ॥ ୨୬ ॥

ମୂଳ ।

ନୌଚରାଖ୍ୟଂ ଗିରିମଧିବସେ ସ୍ତର ବିଆମହେତୋ ସ୍ତୁର
ସମ୍ପର୍କଂ ପୁଲକିତ ଯିବ ପ୍ରୌଢ଼ ପୁଣ୍ଡି କଦମ୍ବେ । ଯଃ
ପଣ୍ୟକ୍ରୀ ରତି ପରିମଳୋକାରିଭି ନୀଗରାଣା ମୁଦ୍ରଃ-
ମାନି ପ୍ରଥରତି ଶିଳୀ ବେଶ୍ମଭି ଯୌବନାନି ॥ ୨୭ ॥

ବିଆମ କରିବେ ଯଥା ଶୁନ ବାରିଧିର । ବିଦିଶାର ଅଧିନିଷ୍ଠ
ନୌଚ ଗିରିବର ॥ ମେଇ ପର୍ବତେତେ ଗିଯା ବିଆମ କରିବେ । ଅପାର
ଆନନ୍ଦ ତୁମି ତାହାତେ ଲଭିବେ ॥ ପଣ୍ୟ ଜ୍ଵାଲିଦିଗେର ସେନ ବିଲାସ
ଭବନ । ଶୁରଭି ସୌଗନ୍ଧ କରେ ସର୍ବଦା ବହନ ॥ ମେଇରପ ହୟ ଏହି
ନୌଚ ଗିରିବର । ସର୍ବଦା ସୌଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଜନ ମନୋହର ॥ ସୌଗନ୍ଧ
ସଂଯୁକ୍ତ ଯତ ପ୍ରକ୍ଷର ଭବନ । ତାହାତେ ଭାବିବେ ତୁମି ଅନ୍ତରେ ଏଥନ ॥
ପଣ୍ୟକ୍ରୀଦିଗେର ପ୍ରୌଢ଼ ଯୌବନ ବିଶ୍ଵାର । କରିତେହେ, ସେନ ବୋଧ
ହିଇବେ ତୋମାର ॥ ଆର ମେଇ ଗିରିବର ଓହେ ଜଳଧର ! । ତୋମାର
ସଂସଗେ ହବେ ପୁଲକ ଅନ୍ତର ॥ ୨୮ ॥

ମୂଳ ।

ବିଆକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରଜ ଭଜ ନଗନଦୀ ତୌରଜାତାନି ଶିଖ-
ମୁଦ୍ରାନାମାଂ ନବଜଳକଣୈ ଯୁଧିକା ଜାଲକାନି ।
ଗଞ୍ଜସେନାପନ୍ନରଙ୍ଗଜା କ୍ରାନ୍ତକର୍ଣ୍ଣୋପନ୍ନାନାଂ ଛାଇ-
ଦାନାଂ କଷପରିଚିତଃ ପୁଣ୍ୟ ନାରୀ ମୁଖାମାଂ ॥ ୨୯ ॥

ଆର ଏକ କଥା ବଲି ତୋମାର ସଦମେ । ଓହେ ବାରିଧିର ! ତବ ଦର୍ଶନ ବିହନେ । ମାଲାକାରପତ୍ରୀଗଣ ହଇଯା ଦୁଃଖିତ । ଜଳଦେକ କରେ ବୁକ୍କେ, କଷ୍ଟ ସନ୍ଧେଚିତ ॥ କର୍ଣ୍ଣେପଲ ଯୁକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାୟ । ଅର୍ପାଙ୍କ ହଇଯା, ହୟ ବିବର୍ଣ୍ଣ ତାହାୟ ॥ ତବ ଛାୟା ତାହାଦେର କରିଲେ ଅନ୍ଧାନ । ପରୀଚିତ ହବେ, ଆର ପାବେ ବହୁମାନ ॥ ଓହେ ମେଘ ! ଆର ତବ ସମ୍ପର୍କେ ନିଶ୍ଚଯ । ଯୁଧିକା ପ୍ରଭୃତି ଯତ ପୁଷ୍ପ ବୁକ୍କଚର୍ଚ ॥ ଯୁକୁଲିତ ହୋଇୟ ଯେନ ହବେ ପୁଲକିତ । ତଥାୟ ବିଭାଗ ତୁମି କରିବେ କିଞ୍ଚିତ ॥ ତଥାକାର ଉଦୟାନଙ୍କ ବସ୍ତ ବାଟିକାର । ତବ ନବ ଜଳ ଦେକ କରିବେ ତୁରାୟ । କିଛୁକ୍ଷଣ ଦେଇ ହ୍ରାନେ ବିଭାଗ କରିବେ । ତୃପର ଦେ ହ୍ରାନ ତ୍ୟଜି ଗମନ କରିବେ ॥ ୨୮ ॥

ମୂଳ ।

ବକ୍ରଃପଦ୍ମା ସଦପି ତବତଃ ପ୍ରହିତମ୍ୟାତ୍ମରାଣାଂ ସୌ-
ଧୋଃ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଗର୍ବ ବିଯୁଦୋ ମାଚଭୁରୁଙ୍ଗଜୟନ୍ୟାଃ । ବିଛ୍ୟା-
ଦ୍ଵାମ କ୍ଷୁରଣ ଚକିତେ ଶ୍ଵତ୍ର ପୌରାଙ୍ଗନାନାଂ ଲୋଲା-
ପାତ୍ରେ ର୍ଯ୍ୟଦି ନ ରମ୍ବେ ଲୋଚନୈ ବଧିତୋମି ॥ ୨୯ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଉତ୍ତରତେ ଯାଇବେ ନିଶ୍ଚଯ । ଉଜ୍ଜୱଲିନୀ ସେତେ
ଯଦି ବକ୍ର ପଥ ହୁଏ ॥ ଉଜ୍ଜୱଲିନୀ ନଗରେ ରାଜାର ସଦମେ । ଦର୍ଶନ
କର୍ମନେ କ୍ଷୋତ୍ର ବୈଥନା ତଥନ ॥ ଯଦିଓ ସରଳ ପଥ ନା ହୟ ତୋମାର
ତଥାଚ ତଥାଯ ତୁମି ଯାବେ ଏକବାର ॥ ନଗରୀଙ୍କ ନାରିଦେର ରହନ
ସହିତ । ସଦ୍ୟପି ନା କର ଜୀଡ଼ା ତା ହୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ॥ ନିତାନ୍ତ
ବଧିତ ରୋଧ କରିବ ତୋମାଯ । ତାହାଦେର ନେତ୍ର ଅସାମ୍ୟ ଶୋଭା
ପାର ॥ ଅପାଙ୍ଗ ଚକ୍ରନ ସଦା ଅତି ସୁଶୋଭିତ । ବିଛ୍ୟାତେର ପ୍ରଭାର
ଲୁହ ମଚକିତ ॥ ଅତରେ ତାହାଦେର ନରନ ଦର୍ଶନ । କରିଲେ ଅସୀମ
ଯୁଦ୍ଧ ଲଭିବେ ତଥନ ॥ ୨୯ ॥

ମୂଳ ।

ବୀଚିକୋତ୍ତ ଶୁନିଲ ବିହଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀକୀର୍ତ୍ତିଶ୍ଵରାର୍ଥଃ
ସଂସର୍ଜନ୍ୟାଃ ଶୁଲିତ ଶୁଭଗଂ ଦର୍ଶିତାବର୍ତ୍ତମାତ୍ରଃ । ତିର୍କିଞ୍ଚକ୍ଷ୍ୟାଯା
ପଥି ତବ ରମାତ୍ୟନ୍ତରଃ ସରିପତ୍ୟ ଶ୍ରୀଗା-
ମାଦ୍ୟଃ ଅନ୍ତର ବଚନେ ବିଭିନ୍ନୋ ହି ପ୍ରିୟେୟ ॥ ୩୦ ॥

ଯଥନ ଘାଇବେ ତାଇ ଏ ପଥ ଧରି । ନିର୍ବିଜ୍ଞ୍ୟ ନଦୀର ରମ ଅନୁଭବ
କରି । ପଥବାହୀ ହୋଇ ଯାଏ ଆନନ୍ଦ ମନେତେ । ତୋମାକେ ଦର୍ଶନ
କରି ତରଙ୍ଗ କ୍ଷୋଭେତେ । ନଦୀର ବିହଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀକପ କାଞ୍ଚିତ୍ତଃ ।
ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତବ ଗୁଣ । ଆରମ୍ଭ ତୋମାକେ ତାର
ଆବର୍ତ୍ତ ସ୍ଵରପ । ନାଭିଦେଶ ଦେଖାଇବେ ଅତି ଅପରପ ॥ ଓହେ
ତାଇ ! ପ୍ରିୟ ଅତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ । ଅର୍ଥମାନୁରାଗ ବାକ୍ୟ ଇହାଇ
ଆଜ୍ଞାୟ ॥ ତରଙ୍ଗଶୀ ଏ ରୂପ କରି ବ୍ୟବହାର । ଅର୍ଥମାନୁରାଗ ତାର
କରିବେ ଅଳାର ॥ ୩୦ ॥

ମୂଳ ।

ବେଣୀଭୂତ ପ୍ରତନ୍ତ ମଲିଲା ତୀମ ତୀମନ୍ତ ସିଦ୍ଧୁର୍ମାଣୁ-
ଚାରା ତଟକର୍ତ୍ତରଭବନ୍ଦିତିଃ ଶୀର୍ଘପର୍ଣ୍ଣଃ । ମୌଳାପର୍ଯ୍ୟ
ତେ ଶୁଭଗ ବିରହବନ୍ଧ ଯା ବ୍ୟଙ୍ଗୟଭୀ କାଶ୍ୟଃ ସେମ
ତାଜତି ବିଧିନା ସହିତେ ବୋପପାଞ୍ଚଃ ॥ ୩୧ ।

ହେ ତାଇ ! ନିର୍ବିଜ୍ଞ୍ୟ ନଦୀ ହଇତେ ତଥନ । ନିଶ୍ଚ ମରିତେର ଛାନେ
କରିବେ ଗମନ ॥ ତୋମାର ବିରହ ସଥେ କି ଦଶା ତାହାରେ । ହଇଯାଇଁ
ଅଭିଶଯ କୁଣ୍ଡଳ ଆକାର ॥ ଥାହାତେ ଦେ ଦଶା ତାର ପରିଭ୍ୟାଗ
ହୁଁ । ଅବଶ କହିବେ କୁଣ୍ଡଳ ହଇଯା ମଦର ॥ ଦେଖାଦ୍ୱାରି ବିଗହିତା କୋ-
ରେଇ ତାହାରେ । ଏକ ବେଣୀ କମେ ଦାନିଦିହିହେ ଅଶ୍ଵରୀରେ ॥ ତିର୍କି-
ରିତ ବୃକ୍ଷ ହୋଇତେ ପାତ୍ରୀଦି ପୁଣିରୀରେ । ହୁହିଯାଇଁ ଦଶା ପାତ୍ର
ବରନ ହଇଯା ॥ ୩୧ ॥

ମୂଲ ।

ଆପନୀରଣ୍ଡି ହୁଦୁଳକଥାକେ ବିଦଗ୍ଧାମ ବସ୍ତାଃ, ପୁର୍ବେ
ଦିକ୍ଷା ଯଶୁଦ୍ଧର ପୁରୌଂ ଜୀବିଶାଳାଂ ବିଶାଳାଃ । ବ୍ରଞ୍ଜି-
ଭୁତେ ଝୁଚରିତକଲେ ସର୍ପିଗାଂ ଗାଂ ଘତାନାଃ, ଶୈଷେଃ
ପୁଣ୍ୟେ ହତ ଯିବ ଦିବଃ କାନ୍ତିଅଥ ଖୋମେକଃ ॥ ୩୨ ॥

ତେଥର ଆବସ୍ଥା ଦେଶ ହଇଯା ତଥନ । ଉଜ୍ଜୱଲିନୀ ନଗରୀତେ କ-
ରିବେ ଗମନ । କୁଞ୍ଜିକ ବନ୍ଦେଶ୍ଵର ଧ୍ୟାତ ଧରଣୀତେ । ତୀର କଥା
ଶୁନିବେ ମକଳ ନଥରିତେ ॥ ଓହେ ତାହି ! ଏ ହାନ ଧନୀଦି କାରଣ ।
ବିଶେଷ ମୌତାଗ୍ୟ ଶୋଭା କୋରେହେ ଧାରଣ ॥ ତାହାତେ ଅନ୍ତରେ
ହୟ ଏମତ ଉଦୟ । ସର୍ଗୀୟ ପୁରୁଷଦେର ହୋତେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ॥ ପୃଥିବୀତେ
ତାରା ପୁନଃ କରିଲେ ଗମନ । ଯେହି ସବ ମହାକାର ସ୍ଥିତିର କାରଣ ॥
ତାହାଦେର ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁଣ୍ୟେହି ନିଶ୍ଚିତ ଅମରାର ଏକ ଖୋ ହେଲେ
ଆନ୍ତିତ ॥ ୩୨ ॥

ମୂଲ ।

ଦୀର୍ଘୀକୁର୍ବନ୍ ପଟ ମହକଳଃ କୁଜିତଃ ମାରମାନାଃ ପ୍ରତ୍ୟ-
ଯେଷୁ କୁଟିତ କମଳ ମୋଦିଯେତ୍ରୀ କଷାୟଙ୍ଗ ଯତ
ଶ୍ରୀଗାଂ ହରତ କୁରତମ୍ଭୁନି ମଞ୍ଜାମୁକୁଳଃ ସିପ୍ରାବାତଃ
ପ୍ରିୟତମହିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଟୁକାରଣ । ୩୩ ॥

ଫଦତଃ ମୈଦେଶ ଶୋଭେ ବିବିଧ ଶୋଭାଯ । ଶିଥ୍ରୀ-ନାମେ ରଜୀ
ଏକ ଆହୟେ ତଥାଯ ॥ ଅନ୍ତ୍ୟରେ ତାହାର ବାୟ କୁରିଲା ମେବନ । ବି-
ଲାମେର ଆଜି ଶାକି କୁରେ ନାରିଗଣ ॥ ଅପ୍ରମୁଦ୍ରାଧାନେ ତୁମି ଗମନ
କୁରିଲେ । ଶ୍ଵରମ ବିହଳ କୁଳ ତୋରାକେ ଦେଖିଲେ ॥, କୁରିଦେ
ଅନୁଭ ରହେ ରବ କୁରିଲାର ।, ତୁମିଓ ତାହାତେ ଝାଖୀ ହଇବେ ଅ-
ପାର । ୩୦ ॥

निर्वाचन तो निर्वाचन करने का अवसर है। जीवन का अवसर है। ॥ ३४ ॥

जहाँ जनसंघ जुनि आनन्द मनेते । उज्जिली बगीचे
जनसंघ होयेते ॥ कम्हाल कह उधा करि अमृतान् । जहेक
जामे परे करिए अमृतान् ॥ उज्जिली नमरीर होये यत्सन् ।
अद्विवेकाभिय तथा येह अत्यक्षम् ॥ इष्टजित शुभकामा इष्टजि
निकर । करावे विवास केल इहरे भित्तर ॥ ते इष्टजि
नत हर गवाक्ष द्वाराय । जनसंघ विसित हवे ताहा अब गाय ॥
जीवने पुरि आहे जावे जावन । अद्विवेकाभिय यावे इष्टजि
ताय इही जगन् । जुतावाप उपहार करिया अणन् । विसित
विसिते अव्याहिते यावा ॥ यहे जाइ । आय ए होयेते
प्रापनाये । विसिति जावाल छिति करियाय । नहे ये
जावाल जावे जावत जावार । विसित बहुत द्वारा विसित
जावार । विसित विसित जावे जावत जावार । जावार ये यहे जावे
जावत जावार ॥ आप जावार जावे जावी जावार । विसित
विसित जावार जावा ॥ आपेर जावार जावार जावा ॥
जावार जावे जावे जावे जावे जावे जावा ॥ जावार जावा ॥ जावा ॥

କୁବଲ୍ୟାରଙ୍ଜେ ଗଞ୍ଜିଭି ଗଞ୍ଜବତ୍ୟା ସୋଯକୀଡ଼ା ବିରତ-
ଶୁବ୍ରତ ସ୍ନାନଭିତ୍ତେ ମରାହିଥିଃ ॥ ୩୫ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ମେହି ଶ୍ରାନେ ଥାକି କିଛୁ ହେ । ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ତର-ଧାମେ
ତୁମି ଯାଇବେ ଧ୍ୟନ ॥ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ତର-ପାଷାଦେବୀ ସାଦରେ ତୋମାର ।
ଦଶନ କରିବେ ନାହିଁ ମନ୍ଦେହ ତାହାର ॥ ତାହାର କାରଣ ତବ ଛବି
ଚମକିବ । ଶନ୍ତଦେବ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କଟେର ଆକାର ॥ ଅଚୂର କଟେର
ରୂପ କରି ଦର୍ଶନ । ବିଶେଷ ଆଖିମେ ହବେ ତାହାର ମନ ॥ ଓହେ
ତାହି । ତଥା ହୋଇଲେ ଗମନ ତୋମାର । ଐହିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ
ଉତ୍ସନ୍ଧ ପ୍ରକାର ॥ ଉପକାଂଦ ଉପଲକ୍ଷି ନିଶ୍ଚଯ ହଇବେ । ଏକାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର-
ଶ୍ଵରେ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇବେ ॥ ଆର ମେହି ଶ୍ରଲେ ଆହେ ନଦୀ ଗଞ୍ଜବତୀ ।
ଜନକୀଡ଼ା କରିବାରେ ବିକ୍ରି ଶୁବ୍ରତୀ ॥ ପ୍ରତିଦିନ ମେଟି ଜଳେ
କରିଯେ ଶରନ । ତାହାରେ ଶାନ୍ତିର୍ମାଦ ସୌଗନ୍ଧେ ରଞ୍ଜନ । ଶୁରତି
ପବନ ତାହା ହବନ କରିଯ । ଯୁଦ୍ଧଭାବ ଧବି ଯାଇ ଉପବନ ଦିରା ॥
ଯନ୍ମ ଯନ୍ମ କମ୍ପାନ୍ତିତ ହୟ ତଙ୍ଗଗନ । ମେ ଶୋଭାଓ ମେହି ଶ୍ରଲେ
କରିବେ ଦର୍ଶନ ॥ ଅବ ତଥା ଗେମେ ହୟ ପାପ ଡିରୋହିତ । ସନ୍ଧାନୀ
ତୋମାର ଧାକେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ
ଥଣ୍ଡନ । ଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ଵରେ ଅବ୍ୟାବଶ୍ୟ କରିବେ ଗମନ ॥ ୩୫ ॥

ମୁଲ ।

ଅପାନାଶ୍ଚିନ୍ତନ ଜଳବରମତୀକାଳ ମାସାଦ କାଳେ
ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟଃ ତେ ନୟନ ବିଷରଙ୍ଗ ଯାବଦଭୋତି ଭାନୁଃ ।
କୁର୍ବନ ଶନ୍ତାବଳ ପଟିହତାଂ ଶ୍ରିନିଃ ଶାଘନୀଯା ମାମ-
ମ୍ରାଣଂ କଳ ମରିକଳ ଲପ୍ୟତେ ଗର୍ଜିତାନାଂ ॥ ୩୬ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆର ଈହା ରାଖିବେ ଅନ୍ତରେ । ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯଦି
ଯାହ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ତରେ ॥ ଯଦବଧି ନେତ୍ରପଥ ତାଜିଯା କପନ । ବହିରୁତ
ନାହିଁ ହନ, ଦେଉବେ ଏମନ ॥ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାବନ୍ତ ମଞ୍ଜ୍ଯା ନା ହେ ଉଦୟ
ତାବନ୍ତ ତଥାର ତୁମି ରହିବେ ନିଶ୍ଚଯ ॥ ମଞ୍ଜ୍ଯାବଧି ତଥା ହିତି

ଛଇଲେ ତୋମାର । ମାଯାକ୍ଷେତ୍ର ପୁଜାର ସେ ବାଜ୍ୟ ଉପହାର ॥ ତାହାର
ସ୍ଵର୍ଗପ ଭାବ ଧରିବେ ତଥନ । ବିଶେଷ ତୋମାର ଆହେ ଗଣ୍ଡିର ଗଞ୍ଜନ
ଗଞ୍ଜନ କରିଲେ ତୁମି ମନ୍ଦ୍ୟାର ସମୟ । ପଟହଙ୍କ ଭାବ ତାହା ହିବେ
ନିଶ୍ଚଯ ॥ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକେର ବାଦ୍ୟ ସମାନ ବାଜିବେ । ତୋମାର ମେ
ଘନି ଧରା ସାର୍ଥକ ହିବେ ॥ ୩୬ ॥

ମୂଳ ।

ପାଦନାସ ଧରିତ ରମନା ସ୍ତର ଲୀଲାବଧୂତେ ରହୁଛିଆ
ଖଚିତ ବନିଭି ଶାମଟେ ଝାମୁଣ୍ଡ ହଞ୍ଚାଣ । ବେଶ୍ୟା କୃତ୍ତ୍ଵୋ
ନଥପଦ ଶୁପାନ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧାଗ୍ରବିଦ୍ୟାମୋକ୍ଷ୍ୟାନ୍ତି
ତୁମି ଘରୁକର ଶ୍ରେଣି ଲୀର୍ଧାନ କଟାକ୍ଷାନ୍ ॥ ୩୭ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆରୋ ବଲି ତୋମାର ମଦନେ । ମେହି ଚତେଷ୍ଵର
ଭାବକାଳେର ଭବନେ ॥ ବିଷ୍ଣୁର ଶୁକ୍ରପା ବେଶ୍ୟା ମର୍ଯ୍ୟାଗତା ହୟ । ନଥ-
ଘାତ ଟିକ୍ ଧରେ ତାଦେର ହୁଦିଯ ॥ ତବ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ତାହାର
ଉପରି । ପଢିଲେ ତାହାରା କୁଥ ଅନୁଭବ କଲି ॥ ଭରି ଗଂକିର
ନାମ କଟାକ୍ଷ ଛାରାଯ । ମକଳେଇ ମରଶଳ କରିବେ ତୋମାଯ ॥ ଓହେ
ଘନ ! ଆର ମେହି ବାରାଙ୍ଗନଗମ । ଚାମର ଧରିଯା କବେ ଶକ୍ତରେ
ବୁଝଇ ॥ ଯଦିଓ ତାଦେର ହଞ୍ଚାଣ୍ ମୁକ୍ତ ହୟ । ମଧ୍ୟନନ୍ଦ ପଦହୁନ୍ କରେ
ମେ ମର୍ଯ୍ୟା ॥ ତାହାଦେର ନିତହୁନ୍ ରମନା ତଥନ । ଶୁଯଦ୍ୱର ଶବ୍ଦ କରେ,
କରିଲେ ଅବଣ ॥ ମକଳେର ଅନ୍ତର ମରସ ହୋଇଁ ଥାକେ । ତାହାତେବେ
ମହାବିତ କରିବେ ତୋମାକେ ॥ ୩୭ ॥

ମୂଳ ।

ପଞ୍ଚାହୁତେଜୁ ଜତରବନ୍ଦ ଶତକେନାକିଲୀନାନ୍ତ ମାନ୍ଦାଏ
ତେଜି ପ୍ରତିବରଜବାଶୁପରଙ୍ଗୁ ଦୟାମର । ଲୁଭ୍ୟାରତେ
ହୟ ପଞ୍ଚପତେ ରାତ୍ର ନାଗାଜିମେଜ୍ଜାଣ ଧାର୍ତ୍ତାଦେଶ-
ଜ୍ଞାନିତ ନରନେ କଷତିତି ଭବାଜା ॥ ୩୮ ॥

ହେ ମେଘ । ତ୍ରୈପର ତୁମି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ । ଶିବେର ନର୍ତ୍ତନକାଳ
ହିଲେ ଉଦୟ ॥ ଅଭିନବ ଜୟାପୁଷ୍ପ ସମାନ ବରଣ । ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯେକପ
ତେଜିଥ ଧବେନ ତପନ ॥ ମେହିକପ କୃପ ତୁମି ଧାରଣ କରିଯା । ପୂର୍ଣ୍ଣ-
ଶ୍ଵେତ ତୁଭୁବଳେ ଆପ୍ଲିକ୍ଟ ହଇଇବା ॥ ଶିବେର ମରମ କବିଚର୍ମ ଲବେ
ହବି । ଦର୍ଶନ କରିଯା । ଭୟ-ଭାବିନୀ ଶକ୍ତରୀ ॥ ଶୁଦ୍ଧିର ଓ ଶାନ୍ତନେତ୍ର
ଦ୍ଵାରାୟ ତୁଥନ । ତୋମାର ଅଚନା ଭକ୍ତି କରିବେ ଦର୍ଶନ ॥ ୩୮ ॥

ମୂଳ ।

ଗଞ୍ଜମୁଖୀନାଂ ନମ୍ବ ବମ୍ବିତଃ ଯୋବିତାଃ ତତ୍ ନତ୍
କୁନ୍ଦା ଲୋକେ ନରପତି ପଥେ ସୁଚିଭ୍ରତେ ଭମୋଭିତ ।
ମୌଳାମିନା । କଣ୍କ ନିକବ ଛାଁଯଥା ଦର୍ଶଯୋକ୍ତିଃ
ତୋରୋତ୍ସରୀ କ୍ରନ୍ତି ମୁଖବେ ମା ଚ ତୁ ବିକ୍ରବୀ କ୍ରାଂ ॥ ୩୯ ।

ଓହୁ ମେଘ ତୁମି ତଥା ହିଲେ ଉଦୟ । ଉଜ୍ଜ୍ଵଳିନୀ ନଗରୀର
ପଥ ସମୁଦୟ ॥ ରାତ୍ରିଯୋଗେ ଆରତ ହଇବେ ଅନ୍ତକାବେ । ତ୍ରୈକାଳେ
କରିବେ ଦୟା ଅଭିମାରିକାରେ ॥ ପିରିତମ କ୍ଷାନେ ତାରା କରିଯେ
ଗମନ । ଦେଖିତେ ପାବେନା ପଥ, ତାହାଟେ ତୁଥନ ॥ ବିତ୍ତ୍ୟତେବ ଦ୍ଵାରା
ପଥ କରାବେ ଦର୍ଶନ । ମେ ମମୟ କରିଓ ନା ଗର୍ଜନ ବର୍ଷନ ॥ ଗର୍ଜନ
ବର୍ଷନେ ତୁମି ମୁଖର ହଇବେ । ସହଜେ ଶ୍ରୀଜାତି ତାରା ଆଶଙ୍କା
ଗାବିବେ ॥ ୩୮ ।

ମୂଳ ।

ତାଂ କମ୍ୟାଞ୍ଚିତ୍ତବମ ବଡ଼ତୋ ଶୁଷ୍ଟପାରାହତାୟାଂ ନୌଦ୍ଧା
ରାତ୍ରିଃ ଚିରବିମନାଂ ଖିରବିଦ୍ୟାଂ କମତ୍ରଃ । ଦୃଷ୍ଟେ
ଶୂର୍ଯ୍ୟ ପନରପି କ୍ଷବାନ୍ ବାହ୍ସେଦକରଶେଷଃ ଅନ୍ଦାଯଷ୍ଟେ
ନ ଖଲୁ କୁହଦ । ମହୁତ୍ପେତାର୍ଥ ହୃତ୍ୟାଃ ॥ ୪୦ ॥

ଏ ନଗନୀର ଶୃହାଦିର ଉଚ୍ଚ ତୀତେ । ପାରବତ ମବ ଯଥା ରହେ
ମିଶ୍ରାପିତେ ॥ କୋରମତେ ରାତ୍ରି ତଥା କରିଯା ସାପନ । ଶୂର୍ଯ୍ୟାଦର୍ମ
ହିଲେଇ କରିଓ ଗମନ ॥ ବର୍ତ୍ତକାଳ ଧିହାର କରିଯା ଥେ ମମୟ । ତର

କଣପ୍ରତାପତ୍ରୀ ଥିଲା ସଦି ହୁଅ । ତଥାଚ ଆମାର ବୋଧ ହୋତେହେ
ଏଥନ । ଗମନେ ହବେବା ତବ ଆଲମ୍ୟ କଥନ ॥ ତାହାର କାରଣ
ଏହି ମିତ୍ରର ନିକଟେ । ଅଞ୍ଜିକାର କରିଲେ ବିରାମ ନାହିଁ
ଘଟେ ॥ ୪୦ ॥

ମୂଳ ।

ତମ୍ଭିନକାଳେ ନୟନ ମଲିଲଃ ଘୋଷିତଃ? ଅତିତାନାଃ
ଶ୍ରୀସ୍ତିଂ ନେତ୍ରେ ପ୍ରଗହିତି ବତେ ବଞ୍ଚି ଭାନୋ ସ୍ତ୍ରାଜାନ୍ତଃ ।

ଆଲେ ଆଶ୍ରାଂ କମଳମଯନାଃ ସୋପିହର୍ତ୍ତୁ । ନମିନ୍ୟାଃ
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ କରର୍ତ୍ତିଧ ସ୍ୟାଦନମ୍ପାତ୍ୟମ୍ଭରଃ ॥ ୪୧ ॥

ଓହେ ବାରିଦିନ ! ତୁମି ଆର ମେ ମମୟ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତାଙ୍କାଳ
ହଇଲେ ଉଦୟ । ପ୍ରଥିତି କର୍ତ୍ତ୍ଵକ ଥର୍ଣ୍ଣିତାର ମେତ୍ର ଜଳ । ନିବାରଣ କରା
ତୁମି ଭାବିବେ ମଙ୍ଗଳ । ଏକାରଣ ବଲିତେହି ତୋମାକେ ଏଥନ ।
ମସ୍ତରେ ସୁର୍ଯ୍ୟର ବଞ୍ଚି ଭାଜିବେ ତଥନ । ନନ୍ଦିର ହିମକପ ନର-
ନେର ନୌର । ମୋଚନାଥେ ରୁତ ହନ ତଥନ ମିହିର । ତ୍ରୈକାଳେ
କିରଣ ତାର ସଦି କର ରୋଧ । ତା ହୋଲେ ହିରେ ତାର ଅତିଶୟ
କ୍ରୋଧ ॥ ୪୨ ॥

ମୂଳ ।

ଗନ୍ଧିରାଯାଃ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିତ ଶେତମିବ ପ୍ରମରେ ଛାଇରା-
ଆପି ଅକୁତି କୁତପୋ ଲପନ୍ୟତେ ତେ ପ୍ରବେଶ ।
ତମ୍ଭାଦମ୍ୟାଃ କୁମୁଦବିଦ୍ମାତ୍ମାହମି ଶଃ ନ ଦୈର୍ଯ୍ୟାମ୍ଭୋ-
ଶୀକର୍ତ୍ତୁ । ଚାଲୁମକରୋଦର୍ଶନ ପ୍ରେକ୍ଷିତାନି ॥ ୪୩ ॥

ଓହେ ଭାଇ ! ଗମନ କରିବେ ଯେ ମମୟ । ନରୀର ବିର୍ଦ୍ଦିଶ ନୀର
ଅଧ୍ୟେ ମେ ମମୟ । ତବ ଶୁଭ ଅତିବୟ ଅବିଷ୍ଟ ହିବେ । ଗତିରୀ
ହଲେଓ ନବୀ ମିଳିତ ଜାନିବେ । କୁମୁଦ କୁମୁଦ ସମ ବରନ ଧରନ ।
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର ମଚକ୍ଷଳ ମକରୀ ମକଳ । ଇତପ୍ରତୋ ଅମନ କରିଯା
ଅମୁକଳ । ପ୍ରୌତମନେ ତୋମାକେ କରିବେ ମିରୀକ୍ଷଣ ॥ ସତ୍ୟବତ୍

ଧୀର ଭୂମି କି ବଲିବ ଆର । ବିକଳ ଭେଦ ନା ମନେ ତାହେର
ସ୍ଵଭାବ ॥ ୯୨ ॥

ମୂଳ ।

ତତ୍ତ୍ଵାଃ କିଞ୍ଚିତ୍ କରନ୍ତୁ ତମିବ ପ୍ରାଣ୍ତବାନୀରଶୀଖଃ କୁହା
ମୌଳଂ ସଲିଲବସନ୍ ମୁକ୍ତରୋଧୋ ନିଳମ୍ । ଅନ୍ତମଂ
କେ କଥମାଳ ମଧ୍ୟେ ଲଜ୍ଜମାନମ୍ୟ ଭାବି ଜ୍ଞାତାନ୍ତମାନଃ
ପୁନିନ କୁହାନାଂ କେ, ବିହର୍ତ୍ତୁଂ ମୟଗ୍ରଂଥ ॥ ୮୩ ॥

ଓହେ । ସେଇ କାମିନୀ ହୃଦୀ ତଟିନୀର । ଅସାହୁବ ଥେବ ତାହେ
କୁହର୍ବର୍ଣ୍ଣ ନୀର ॥ ତୀର କପ ଦିକ୍ଷତ କଘନ ଦେଶାବବି । ପତିତ ହଟିଆ
ରହିଯାଛେ ନିରବଧି ॥ ଜଳକୁପ ବସନ ବେତନ ଶଖା ପେଶେ । ୬୭
କପ ନିତହେକେ ଦେଖିବେ ନା ଚେଯେ ॥ ଇଇଯା ଜୟନ୍ତକୁଡ଼ ଦେଖେ ମେ
ହ୍ୟାପାବ । ତଥନ ଗନ୍ଧନ କରା ହବେ ତବ ଭାବ ॥ କାରଣ ତାହାର ରମ-
ଶାହ ଆହେ ଯାର । ତେମନ ଜୟନ ଆହି କରିବି ରିହାର । କୋନ
ପୁରୁଷେଟ ତାହା ପାରେନା କଥନ । ତାଇ ସଲି ଭାବ ହବେ ତୋମାର
ଗମନ ॥ ୮୩ ॥

ମୂଳ ।

ତୃତୀୟମେଚ୍ଛ ସିତ ବନୁଧା ଗନ୍ଧ ମଞ୍ଜିକପୁଣ୍ୟଃ ତ୍ରୋ-
ତୋଦଙ୍ଗୁ ପରିଚ କୁତଗଃ ଦନ୍ତଭିଃ ପୀଯମାନଃ । ନୀଟୀ
ବାସ୍ୟତ୍ତୁପ ଜିଗମିବେ ଦେର ପୂର୍ବଃ ଗିବିଃ ତେ
ଶୀତୋବ୍ୟଃ ପରିଷମ୍ଯି ତା କାନନୋତୁଦ୍ଵରାଣଃ ॥ ୮୪ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ତଥା ହୋତେ ତ୍ରୁପରେ ଯଥନ । ଦେଖଗିରି ମମୀ-
ପେତେ କରିବେ ଗମନ ॥ ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଶୀ ତଳ ଅନୀଳ ମେ ମସଯ । ତୋ-
ମାର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ହବେ ବହନ ନିଶ୍ଚର ॥ ଆର ତବ ରାଷ୍ଟି ଜଳକାରାର
ପ୍ରବିଳିତ । ଶିତି ହୋତେ ହିଇବେ ସେ ସକଳ ଉଥିତ ॥ ତାହାତେଇ
ହେଇ ବାଯୁ ହୁଗକି ହିଇବେ । ମହାଜେଇ କରି କୁଳ ଉଥିବେ ଆତିଥେ

ଥ ସ କରିଛିତ ପ୍ରାଣ ଭାବ ଲବେ ତୀର । ଉତ୍ସୁକୁ ବୃକ୍ଷକଳ ପକ୍ଷ ହବେ
ଆବ ॥ ୪୪ ॥

ତୁମ କଞ୍ଚକ ନିଯତ ବସନ୍ତି । ପୁନମେଘୀକୃତାଜ୍ଞା ପୁନ୍ପା
ମାତ୍ରେବ ଅପରାତ୍ମା ଭବନ୍ତି ବ୍ୟୋମଗଞ୍ଜା ଜନାତ୍ମେ । ରଙ୍ଗା-
ହେତେ ନେବଶଶିଭୂତା ବାସନୀନାଥ ମୂଳା ଅଭ୍ୟାଦିତ୍ୟ ।
ତୁତ୍ୱବହୁତ୍ୱେ ସତ୍ୱତ୍ । ଯନ୍ତ୍ରିତେଜଃ । ୪୫ ॥

ଓହେ ତାଇ । ଇନ୍ଦ୍ରମେନା ରହାଯାଇ କାବଣ । ଶିବେର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜଃ
ଜିନିଯା ତପନ । ଅଭିଘ୍ରଥେ ନିକିପ୍ତ ହଇଲେ ଦେ ସମୟ । ତାହା-
ତେଇ କୁମାରେର ଅବ ତାର ହୟ ॥ ସେଇ ଶୁରମେମା କାର୍ତ୍ତିକେର ମହା-
ମତି । ପୁରୋତ୍ତ ପରିବତେ ତିନି କରେନ ବସନ୍ତି ॥ ଆକାଶ ଗଞ୍ଜାନ
ନୀରେ ତୁମି ଶୁଶ୍ରୀନ । ଆର ତୁମି କୁନ୍ତମ ମନୁଷ ଦୁକୋମିଳ ॥
ଅତଏବ ନିଜ ଦେହ ନିଃଶ୍ଵର ଧାରାଯ । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟ ଅଭିଦିତ କରିବେ
ତାହାଯ ॥ ୪୫ ॥

ମୂଳ ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ଲେଖା ବଲହି ଗଲିତଃ ଯନ୍ତ୍ର ବର୍ହଂ ଭ୍ୟାନୀ ପୁରୁ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁବଲ୍ୟଦମପ୍ରାପି କରେ କରେତି । ବୌତାପାଞ୍ଜଃ
ହର ଶଶିରୁଚାପାଯରେ କ୍ଷତି ମର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ପଞ୍ଚାଦତ୍ତ ଗ୍ରହଣ
ଗୁରୁତି ଗଜିଟେ ନର୍ତ୍ତରେଥାଇ ॥ ୪୬ ॥

ଓହେ ମେଘ । ଆର ସେଇ ପରିବତ ଉପରେ । କାର୍ତ୍ତିକେର ବାହିନୀ
ଅସୁର ବାନ କରେ ॥ ପ୍ରଥମେ ତୁରିବେ ତାରେ ବର୍ଷଣ ଦ୍ଵାରାଯ । ପଞ୍ଚାଦ
ଗର୍ଜନେ ଭୂତା କରାଇବେ ତାମ ॥ ସାମାଜ୍ୟ ମେ ଯନ୍ତ୍ରିରେ ଭାବିଷ୍ୟମା
ଥିଲେ । ଭଗବତୀ ଭନରେ ରେହେର କାରଣେ ॥ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପୁରୁଷ କରେ
କରେନ ଧାରଣ । କୁବଲ୍ୟ ଦେମ ତାହା ହୟ ଦୁଶୋଭନ ॥ ୪୬ ॥

ମୂଳ ।

ଆରାଧ୍ୟମଃ ଶରସତବଃ ଦେବମୁଲଭାତାଜ୍ଞା ଶିଳ
ଅଟ୍ଟେନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ବଦ କରାବୀହିତି କିନ୍ତୁମାର୍ମଃ । କାଳରେଥାଏ

ଶୁରୁତି ତମରାଲଙ୍ଘଜାଃ ମାନ୍ୟିବ୍ୟନ ଶ୍ରୋତୋମୃତ୍ୟୀ
ଭୂବି ପରିଣତାଂ ରଞ୍ଜିଦେବନା କୀର୍ତ୍ତିଃ ॥ ୪୭ ॥

ଓହେ ଘର । ଶରବନଭବ ସତ୍ୟଥେ । ଆରାଧନା କରି, ତୁମି ନିଜ
ମନ ହୁଥେ । ତଥା ହୋତେ ନାନାଷ୍ଟାନେ କରିଯା ଭ୍ରମନ । ଗୋମତୀ
ନଦୀର ତୀରେ କରିବେ ଗମନ ॥ ସୁପବିତ୍ର ଗୋମତୀର ମଲିଲ ନିଶ୍ଚଯ ।
କରିଲ ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ରନ୍ତି ଯେ ମୟ ॥ ଗୋବକ୍ତେ ହୋଇଯେଛେ ଏହି
ନଦୀର ସ୍ଵଜନ । ମେଇ ହେତୁ ଅନ୍ତାବଧି ଯତ ଜନଗନ ॥ ରଞ୍ଜିରାଜ
କୀର୍ତ୍ତି ଏହି ଗୋମତୀକେ ବଲେ । ପବିତ୍ର ହଇବେ ତୁମି ଗୋମତୀର
ଜଲେ ॥ ଓହେ ଯେହୁ । ତଥା ତୁମି ଯାଇବେ ମଧ୍ୟନ । କରିବେନା ପଥ
ରୋଧ ଯତ ମିଳଗନ ॥ ବରଞ୍ଚ ତୋମାର ପାଛେ ପଡ଼େ ଜଳଧାରା ।
ମେଇ ଭରେ ମଶକ୍ଷିତ ହଇଯା ତାହାରା ॥ ବୀଦି, ଶ୍ରୀ ହତେ ଲମ୍ବେ ତାବା
ମସ୍ତରେ ତଥନ । ତୋମାକେ ଉତ୍ସ ପଥ କରାନେ ଦଶନ ॥ ୫୭ ॥

ମୃୟ ।

ଭ୍ୟାନାତ୍ମଃ ଜଳ ମରନତେ ଶାକିର୍ଣ୍ଣୋ । ବନ୍ଦୋରେ ତମାତ୍
ଦିକ୍ଷୋଃ ପୃଥ୍ବୀ ମନୀ ତନ୍ତ୍ରଃ ଦୂରଭାବ୍ୟ ଅବାହଂ ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠିଭ୍ୟନ୍ତେ ଗଗନ ପତରେ ନୁନମାବର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦୁଃଖିରେକଃ
ମୁକ୍ତଃଶୁଦ୍ଧିବ ଭୂବଃ ହୃଦୟମଧ୍ୟେନ୍ଦ୍ରମୌଳଃ ॥ ୫୮ ॥

ଓହେ ବାରିଧିର । ତଥା ଜୀବ କଲେବର । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର କାଣ୍ଡୀ
ମମ କାଣ୍ଡୀ ମନୋହର ॥ ଆବ ଗୋମତୀର ନୀର ସୁଚ୍ଛ ଅତିଶ୍ୟ ।
ଶୁର ହୋତେ ଶୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତାହାର ବୋବ ହୁଏ ॥ ଯଥନ ନଦୀର ଜଳ କରିତେ
ଶ୍ରଦ୍ଧନ । ଅବନତ୍ତ ହବେ ତୁମି ଈଚ୍ଛାୟ ତାପନ ॥ ଶୁରଶ୍ରିତ ମିଳଗନ
ବିଶ୍ଵତ ମରନେ । ତୋମାକେ ଦଶନ କରି ଭାବିବେନ ମରନ ॥ ପୃଥି-
ବୀର ମୁକ୍ତାମୟ ହାତେର ନହିତ । ନୀଳକାନ୍ତ ମନି ଯେନ ହୋଇଯେଛେ
ଶ୍ରୋତିତ ॥ ୫୮ ॥

* (ଅର୍ଦ୍ଧାର୍ଦ୍ଧ ବୀଦିଯା ରାଙ୍ଗ ଅଳାମନ ଛଲେ ।

- ଉତ୍କାଇବେ ଯେଦେ, ଏହି ଲାବ ଏହି ଛଲେ ।)

ମୂଳ ।

ତାମୁତୌର୍ଯ୍ୟ ଏହ ପରିଚିତ କଲତା ବିଜ୍ଞାନାଂ
ପଦ୍ମାଂଶୁ କେପାତୁପରି ବିଲମ୍ବ କୁର୍ବନୀର ଅଭାଗାଂ ।
କୁର୍ବନକେପାତୁ ମଧ୍ୟକର ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତାବସ୍ଥାଂ ପାତ୍ରୀ-
କୁର୍ବନ୍ ମଧ୍ୟପୁର ବଧୁମେତ୍ର କୋତୁହନୀନାଂ ॥ ୪୯ ॥

ଓହେ ତାଇ ! ଗୋଟିଏ ହିତେ ତାର ପର । ମଧ୍ୟପୁର ମଘରୀତେ
ଥାଇବେ ମସର ॥ ତଥାକାର ନାରୀଦେର କୁମ୍ଭର ନଯନ । ଜାତଜି ମଂଘୁକ
ମନ୍ଦା ଶୋଭାର ମନ୍ଦନ ॥ ତାହାଦେର ସେଇ ନେତ୍ର ପଂକ୍ଷିତେ, ତୋଷାର ।
ଆତିବିଷ ଦେଖାଇବେ ବାସନା ଆମାର ॥ ବିଶ୍ୱାସ ହବେନା ଇହା
ଆନ୍ତରେ ରାଖିବେ । ଅତିଶୟ ରମଣୀଯା ତାହାରା ଜୀବିବେ ॥ ତାହାଦେର
ନେତ୍ର ପକ୍ଷ ଉଚ୍ଛିକେପ ଜନ୍ୟ । କୁର୍ବନୀର ହରିନେର ପ୍ରଭାସମ ଗଣ୍ୟ ॥
କୁମ୍ଭ ପୁଣ୍ୟ ଉପବିଷ୍ଟ ସେବ ମଧୁକର । ଶେଇକପ ତାହାଦେର ଶୋଭା
ମନୋହର ॥ ୫୦ ॥

ମୂଳ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବିଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟଚାରୀଯା ପାଇନାନଟ କେତ୍ତି
କେତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷନଂ କୌରବଂ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନଂ । ରାଜ-
ମାନାଂ ଶିତ ଶରଶଟେ ର୍ବଜ ଗାତ୍ରୀବ୍ୟଧ୍ୟା ଧାରାପାଇତ
ଶ୍ରୀ ହିଂସନାନ୍ୟ ଶ୍ରୀବିଜ୍ଞାନ ଧାରି ॥ ୫୧ ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବିଜ୍ଞାନ ମେଥେ ପରେ ଉତ୍ସରିବେ ଗିର୍ମା । ଅଥଚାରୀଯା ପରି
ମେ ଦେଶ କରିଗଲା ॥ ଅଥା ହୋତେ କୁର୍ବନକେତେ କରିବେ ଗମନ । ଏବିଜି
ମେ କୁମ୍ଭାନ୍ତି ଇହା ବିଶ୍ୱାସ କୁର୍ବନ ॥ ସାହୀ ତାହା ପରିବେର କୁର୍ବନ
ଇହ । ତଥାର ଗାତ୍ରୀବ୍ୟଧ୍ୟା ବୀର ଶଶିରାମ ॥ ସାହ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷାରମ ଶକ
ଶକ ଥାରେ । ବିଦୀର୍ଘ କରେନ ତଥେ କୁମ୍ଭତି ନିକରେ ॥ ବରଳ କାନ୍ତିର
କଥା ହୋଇତ କୁର୍ବନାମ । ଅନ୍ତର ଶିତକାଳରେ କୁର୍ବନ କୁମ୍ଭାନ୍ତି ॥ ୫୨ ॥

‘ଶୁଣ’ ।

ହିତ ହାନୀ ଅକ୍ଷିତରମାଣ୍ଡ ରେବତୀଲୋଚନାକୁହ
ବସୁଆତ୍ୟା ସମ୍ମାନିତୁରୋ ‘ଲାଙ୍ଘନୀ ବାଟ ଖିରେଥେ’ ।
କୁଳା ତା ମା ବସିଗମ ଅମୌର ମୌର୍ଯ୍ୟ ନାମକତୀଳା
ଅନ୍ତରୁକ୍ତ କୁ ସମି ଭବିତା କରିଯାଏଣ କହନ୍ତ ॥ ୫୩ ॥

‘ତହେ ତାଇ ! ଅଗ୍ରବାନ ରେବତୀରୁଥିଣ । କୁଳ-ପାଞ୍ଚବେଳେ ଥିଲେ
କେବେଳେ କାହିନ ॥ ଭାବିଯା ଚିତ୍ତିରୀ ଝଗେ ବିଦୁତୀ ହଇଯା । ଅକ୍ଷିତ
ଓ ଧ୍ୟାନ୍ୟକୁ କୁରାଯା ତ୍ୟକିଯା ॥ କରିଦେଲ ମରହତୀ ମନୀର ଦେବର !
ଅତ୍ୟବ ତୁ ଯି ତଥା କରିଯା ଗନ୍ଧନ ॥ କାରହତ ତୋର ଦେବା ଧନ୍ୟେ
କରିବେ । ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର କୁଣ୍ଡ ତାହାତେ ହଇବେ ॥ ୫୪ ॥

ମୂଳ ।

କଞ୍ଚାଦାତେହ ରଶୁ କନଧନ୍ୟ ଦୈଲଙ୍ଘ୍ୟାବତୀର୍ଣ୍ଣ
ଜଳୋଃ କଞ୍ଚାଂ ସଗର ତନର ଶର୍ମ୍ମୋପାନ ପଣ୍ଡିତିଃ ।
ଶୋରୀବକ୍ତୁ ଅକୁଟ ରଚମାଣ ଯା ବିହ୍ୟେବ କୈନ୍ୟ
ଶତ୍ରୋଃ କେବ ପ୍ରାଇନ ମକରୋଦିନ୍ଦୁ ମରୋର୍ଧିଭାନ୍ତା ॥ ୫୫ ॥

କୁରକେତ୍ର ହୋତେ ତୁମି କରିଯା ଗମନ । ଶହଜେଇ କରିତେ ପା-
ରିବେ ଦ୍ୱାରାନ ॥ କରକାତିଲେଇ ମହିମାନ ହିରାମନ । ଆହା ହୋତେ
ହୋତେହେନ ଜାହାନୀ ଉଦ୍‌ଧର ॥ ଖିଲୋକପାବନୀ ତିଲି ତାହା ହୋତେ
ଆର । ସଗରତନରଗନ୍ତେ ଲଭିଲ ଉଦ୍ଧାର ॥ ଆର ତିଲି ଶାପତ୍ର
ମୋଦେତେ ଆପନାର । ସେବା ଦାରୀ ଧରୁଛି ଅକୁଟ ଅହିକାର ॥
ଉଦ୍‌ଧାରୀ କରି, ପ୍ରକଟର ପିଲାତିତ । ଅଦିକାଳେ ପାଦାକାଳ ଦୋଷରେ
ବିରାଜିତା । ତାହାତେ ଅନ୍ତର କମ ହତୀନି କରିଯା । ତିଲାର
କରେନ କୁଟେ । ପିଲାକମ ଧରିଥିଲୁହ ॥ ୫୬ ॥

‘ମୂଳା ହୁଏ ।

‘ଅନ୍ତର ପାଦାକାଳ ଅନ୍ତରରିତିର ପିଲାକମ ଧରିଥିଲୁହ ।
କୁଟ କରିବ ବିନାନ କରିବ ତାହାକାଳ ପାଦାକାଳ । ପାଦାକାଳ ।

କଥାରେ କହିଲା ଜୋଗମିଳାନାମୋ ଆହ ହାତୀ-

ପରିଦର୍ଶନ କରି ମୁହିରାମୀ ॥ ୧୦୫ ॥

ଏହା କହାଯାଇଲା । ଏହି ଆଖଣୀର କଲା । କଟିବ କାହା ଦେଇ
ବିଲେବ ଶିରିଲ ॥ ୫ କେ କଳ କହନ କୁଳି କାହାର କହିବେ । କାହାର
ପାନେର ଈଚ୍ଛା କାହାର ହିଲେ ॥ ଆର ମହି ମେ କହନ ଗଗନ ଉପରି ।
କାହିରେ ପାର କାର କାହିରେ କାହି ॥ କହାନାମ କର ଆହା ହିଲେ,
କରନ । କର ଅତିକାର ହଦେ ବିଲେ ପତନ ॥ ସଥାନ କରିବ କାହା
କରୁ ନା କରାର । କଥାର ମହା ମଳ କହିବେ କର ॥ ଆବାକେ
ଗଢ଼ାର ଶୋଭା ହବେ ଅଭିଶର । ଓହେ ବାରିଖର । ଇହା ଜାନିବେ
ନିଶ୍ଚଯ ॥ ୧୦୬ ॥

ଶୁଣ ।

କାହାରେଲାମେ କୁରାକିତବିଲା ନାତିକାହାନାମାନାମା-

ଏବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ॥ ଆପ୍ଯ ଗୋର୍ବ କୁରାଇଲ ॥ କାହା-

ନାମକାମ ରିଲାନେ କହାନୁକେ ଲିଖିଲା ଶୋଭା କାହା

କିମନି କୁରାନେ ବାତ ପକ୍ଷେଗିଲାମା ॥ ୧୦୭ ॥

ଓହେ ଆତା । ଯା କିମେ ଯାଇତେ ବେ କମାନ । କାହାରମେ କାହିଲା

କର ଆଖିବେ କମ ॥ ହିମାନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କହିବେ ଆହାମ । କାହିଲା

କର କାହା କର କାହିଲା କାହାମ ॥ କିମାଟିଲା ହିମାନ୍ତ କାହାନ୍ତ କାହାନ୍ତ
ନିଶ୍ଚକ୍ରତେ କାହିବିତି କରେ ଆହାମ ॥ ଆହାମେ କାତି ଆର

କୁରାକିତବିଲାମା । କାହି କୁଳି ହବେ ତଥା କାହି ଆହାମା ॥ ଆର

କୁମି କୋଇନାମ କାହାନ୍ତ କାହାମ । କାହାମେ କମ କାହି ଆହାମା କାହାମା

କାହାନ୍ତ କାହାନ୍ତ କାହାନ୍ତ କାହାନ୍ତ କାହାନ୍ତ କାହାନ୍ତ କାହାନ୍ତ କାହାନ୍ତ
କାହାନ୍ତ କାହାନ୍ତ ॥ ୧୦୮ ॥

ଶୁଣ ।

ସେନଂ ଶର୍ଷରିତୁ ମଲଂ ବାରିଧାରା ସହିତେ ରାପଞ୍ଚାର୍ତ୍ତି
ପ୍ରଶମନକଳାଃ ସମ୍ପଦୋତ୍ସ୍ମାନାଃ ॥ ୫୫ ॥

ଆର ମେଇ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପର । ମରଳ ପାଦପ ସବ ଆଛଯେ
ବିନ୍ଦୁର ॥ ତବ ଅବଶ୍ଥିତି ଜନ୍ୟ ସଦ୍ୟପି ତଥନ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେତେ
କରେ ପରମ ଗମନ ॥ ତାହାତେ ସଦ୍ୟପି ସବ ବୁକ୍ଷେର ସର୍ବତେ । ଦାବା-
ଲ ସମୁଦ୍ରର ହୟ ମେଇକ୍ଷଣେ ॥ ଓହେ ବାରିଧର ! ତୁ ମି ହୃଦୀ ଏକା-
ଶିବେ । ବାରିଧାରା ଦ୍ଵାରା ତାହା ନିର୍ବିଗ କରିବେ ॥ ସାଧୁଦେର ସମ୍ପଦ-
ତ୍ରିର କଳ ମେଇ ମାର । ବିପନ୍ନ ଜମାୟ କରା ବିପଦେ ଉଦ୍ଧାର ॥ ୫୫ ॥

ମୂଳ ।

ଯେ ଦ୍ୱାଂ ମୁକ୍ତଧରନି ମମହନାଃ ଦ୍ୱାଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀୟ ତମିନ
ଦର୍ପୋଃ ମେକାତୁପରି ଶରଭା ନନ୍ଦୁଘରିଷ୍ୟାନ୍ତ୍ୟ ଲଞ୍ଜ୍ୟଃ ।
ତାନ କୁର୍ବାଧାନ୍ତ ମୁଳକରକା ବୁନ୍ଦି ହାସାବକାର୍ଣ୍ଣାନ-
କେ ବା ନନ୍ଦ୍ୟଃ ପରିଭବପଦଂ ନିଷ୍କଳାରଭ ସତ୍ତ୍ଵାଃ ॥ ୫୬ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆର ମେଇ ପର୍ବତ ଉପର । ସିଂହ ତ୍ୟାଗ ଆଦି
ପଣ୍ଡ ଆଛଯେ ବିନ୍ଦୁର ॥ ଶରଭ ମକଳ ଦ୍ୱାଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗେର କାରଣ । କୋପ-
ବଶେ କରିବେକ ତୋମାକେ ଲଞ୍ଜନ ॥ କରକା ବଧନ ତୁ ମି କରି ମେ
ମଗ୍ନେ । ବିକ୍ରିଶ୍ରୁତ କରିଓ ମେଇ ଶରଭ ନିଚରେ ॥ କର୍ମାର୍ଥେ ଯାଦେର
ହୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଷ୍କଳ । ତାହାରାଇ ପ୍ରାଣ ହୟ ପରାଭବ ହୃଦ ॥ ୫୬ ॥

ମୂଳ ।

ତତ୍ତ୍ଵଯତ୍ତଃ ଦୃଷ୍ଟି ଚରଣଶାସ ମର୍ଜିନ୍ତମୌଳେଃ ଶଶଃ
ମିଟେକେ ରୂପହିତବଲିଂ ଭକ୍ତି ନରଃ ପରୀଯାଃ । ସମ୍ମିମ
ଦୃଷ୍ଟେ କରଣ ବିଗମାଦ୍ଵାର ମୁକ୍ତ ପାପଃ କଞ୍ଚକେନ୍ୟ-
ଶ୍ରିରଗନ୍ଧପ୍ରଦ ପ୍ରାଣ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନାଃ ॥ ୫୭ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ତଥା କୋନ ଶିଳାଭଲେ ଆର । ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ମୌଳୀର ପାଦ-
ଚିକ ଚର୍ବିକାର ॥ ଦର୍ଶନ ହିଇବେ, ତାହା କରିଯା ଦର୍ଶନ । ମର୍ଜିନ୍ତରେ
ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ ତଥନ ॥ ମିଦ୍ଦଗଣ ନାନା ଉପହାର ଆରୋଜମେ ।

ମେଇ ପାଦଚିହ୍ନ ପୂଜା କରେନ ଯତନେ ॥ ଓହି ତାଇ : ବଲିତେଛି
ଇହା ଓ ନିଶ୍ଚର । ମେଇ ଯେ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ସାମାନ୍ୟ ମେ ନଗ ॥ ଅକ୍ଷାବାନ
ପୁରୁଷେରା କରିଲେ ଦର୍ଶନ । ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ମେଇ କଲେର କାରଣ
ପ୍ରମଥଗନେର ଯେ ଶାଶ୍ଵତ ପୁଣ୍ୟହାନ । ତଥାଯ କରିଯେ ବାସ ମେଇ
ଭାଗ୍ୟବାନ ॥ ୫୭ ॥

ମୂଳ ।

ଶବ୍ଦାୟନ୍ତେ ମଧୁର ମନିଲୈଃ କୀଚକାଃ ପୂର୍ବ୍ୟମାଧୀଃ ସଂଶ
କ୍ତାଭିଃ ତ୍ରିପୁରବିଜୟୋ ଗୀଯତେ କିନ୍ନରୀଭିଃ । ନି-
ହାଦୀ ତେ ମୁରଜଇବ ଚେତ କନ୍ଦରେୟ ଧରନିଃ ଶାନ୍ତ ସ-
ତ୍ରୀତାର୍ଥୀ ନନ୍ଦପଞ୍ଚତ ପେ ଶ୍ରଦ୍ଧ ଭାବୀ ମନ୍ତ୍ରଗ୍ରହଃ ॥ ୫୮ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ବଲିତେଛି ଇହା ଓ ତୋମାଯ । କୀଚକ ଆଖ୍ୟାନ
ବଂଶ ଆଛଯେ ତଥାଯ । ସରଙ୍ଗ ଅନୀଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇୟ ଅନୁକ୍ଷଣ ।
ଅତିଶୟ ମୁମଧୁର କରିଯେ ନିଃଶ୍ଵନ । କିନ୍ନରୀରା ଅନୁରଜା ହଇଯା
ତାହାଯ । ତ୍ରିପୁରବିଜୟଗାନ କରେନ ତଥାଯ । ସତ୍ତପି ନିହାନ
ଭୁବି କର ମେଇ ହୁଲେ । ମୁରଜ ଧରନି ମମ ଭାବିବେ ସକଳେ । ଶକ୍ତି-
ରେର ମନ୍ତ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଦ୍ରନ୍ । ପ୍ରକ୍ଷତ ହଇବେ ନାହିଁ ସଂଶୟ
ତାହାଯ ॥ ୫୯ ॥

ଆଲେଶାଦ୍ରେ ରୂପତଟ ମତିକ୍ରମ୍ୟ ତାଂ ଶାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟମ
ହଂସକ୍ଷାରଂ ଭୃଷୁପତିଯଶୋ ବଞ୍ଚିରୁଣ୍ଟ କୌଣ୍ଠ ରଙ୍ଗୁଣ୍ଟ ।
ତେନୋ ଦୌଚୀଂ ଦିଶ ମନସରେ ତ୍ରିର୍ଯ୍ୟଗାୟାରୀଯଶୋଭି
ଶ୍ରାମଃ ପାଦୋ ବଲିନିଯମନାଭ୍ୟୁଷ୍ଟତ ଶୈଖ ବିକ୍ଷେପାଃ ॥ ୫୯

ଓହେ ଧନ ! ହିମାଲୟ ପରିତ ଉପର । ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ମର
ଦେଖିଯା ମହାର ॥ “କୌଣ୍ଠ ରଙ୍ଗୁ” , ଯାହା ହଂସ ସକଳେର ବାହୀନ
ପରମ ରାମେର ସଂଶେଷ ପ୍ରହସିର ଶାର ॥ କୌଣ୍ଠରଙ୍ଗୁ ଦିଯା କୋଣ୍ଠ
ଉତ୍ତରେ ଗମନ । ଶୁଣି ଓହେ ବର୍ଜନ ଆର ବିଶ୍ରଦ ଶୋଭାଃ । କଲି

ଦସନାର୍ଥ ଯେଉ ହରିର ଚରଣ । ତଜ୍ଜପ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ତବ ହଇବେ
ଶୋଭନ ॥ ୫୧ ॥

ମୂଳ ।

ଗଢା ଚୋର୍କୁଂ ଦଶମୁଖ ଭୁଜୋ ଛୁଟିଲ ପ୍ରାହୁମଙ୍କିଃ କୈ-
ଲାସମ୍ୟ ତ୍ରିଦଶ ବନିତା ଦର୍ପଣଶାତିଥିଃ ସ୍ୟାଂ ।
ଶୃଙ୍ଗୋଚୁଟିରୈଃ କୁମୁଦ ବିଷଦୈ ରୋ ବିତତ୍ୟ ହିତଃ ଥୁଂ
ବ୍ରାହ୍ମିଭୁତଃ ପ୍ରତିଦିଶ ମିବ ଅୟମକଞ୍ଚାଟହାମଃ ॥ ୬୦ ॥

କୌଣସିଲ ଭ୍ୟଜି ତୁମି ଯାଇବେ ଯଥନ । କିଞ୍ଚିତ୍ ଉଦ୍ଦେଶେ
ଉଠି କରିବେ ଗମନ ॥ କୈଲାସ ପର୍ବତ ତବେ ଦେଖିତେ ପାଇବେ ।
ରଜତେ ନିର୍ମିତ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାନିବେ ॥ ଦେବାଙ୍ଗଣାଦେର ତାହା
ଦର୍ପଣେର ପ୍ରାୟ । ଅବଶ୍ୟ ଅତିଥି ତୁମି ହଇବେ ତଥାର ॥ ଓହେ ଭାଇ !
ତୋମାକେ ବିଶେଷ କୋରେ ବଣି । ଦଶମୁଖ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଛିଲ ଅତି
ବଳୀ ॥ କୈଲାସେର ସାନୁମଙ୍କ ବାହୁବଲେ ତାର । ହୁଥ ହଇଯାଛେ
ଓହେ ଅଞ୍ଚପୀ ତାହାର ॥ କୁମୁଦ ବିଶଦ ଶୁଙ୍ଗ ଆକାଶ ବ୍ୟାପିଯା ।
ଶଙ୍କରେର ଅଟ୍ଟହାସ ମର୍ମପ ହଇଯା ॥ ଅବସ୍ଥିତି କରିଲେଛେ ଜାନିବେ
ଏଥମ । କହିଲାମ ଇହା ତବ ବୋଧେର କାରଣ ॥ ୬୦ ॥

ମୂଳ ।

ଉତ୍ୟପଶାମି ଅଯିତଟଗତେ ମିଞ୍ଚଭିନ୍ନାଙ୍ଗନାତେ ସତ୍ତଃ
କୁତୁହିରୁଦ ଦଶନ ହେଦଗୌରମ୍ୟ ତମ୍ୟ । ଶୋଭାମଦ୍ରେ
ନ୍ତିମିତ ମଯନ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟାଂ ଭବୀତ୍ରୀୟ ସଂମନ୍ତ୍ରେ ମତି
ହମ ଭଣ୍ଡୋ ମେ ଚକେ ବାସନୀବ ॥ ୬୧ ॥

ଦ୍ଵିରଦେର ମନ୍ତ୍ର ଛିଲ ବନ୍ଦନ ଯେମନ । ତଜ୍ଜପ ଧରନ ଏ ପର୍ବତ ଶୋ-
ଭନ ॥ ଓହେ ଶୈଘ ! ମିଞ୍ଚ ଭିନ୍ନାଙ୍ଗନ ସେ ପ୍ରକାର । ତଜ୍ଜପ ତୋମାର
ଆଭା ଅଭି ଚର୍ଚକାର ॥ କୈଲାସ ପର୍ବତେ ତୁମି ଯାଇବେ ଯଥନ ।
ଆମର୍ଥ ବସନ୍ତେ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ॥ ସେ ପ୍ରକାର ଶୋଭା ତିନି
କରେନ ବିଜ୍ଞାର । କୈଲାସ ତଜ୍ଜପ ହରେ ଶୋଭାର ଆଧାର ॥ ୬୧ ॥

ମୂଳ ।

ତମ୍ଭିନାହିଁରୁ ଭୁଜଗ ବଲଯ়ଃ ଶତ୍ରୁନା ଦତ୍ତହଞ୍ଚା କ୍ରୀଡ଼ା-
ଶୈଲେ ସଦିଚ ବିହରେଣ ପାଦଚାରେଣ ଗୌରୀ । ଭଙ୍ଗୀ-
ଭଙ୍ଗ୍ୟ । ବିରଚିତ ବଗଃ ଶ୍ଵର୍ତ୍ତିତାହୁ ଜଳୌଘଃ ଶୋପାନର୍ବଃ
ଅଜ ପଦମୁଖସ୍ପର୍ଶ ମାରୋହଣେସୁ ॥ ୬୨ ॥

ଶକ୍ତରେର କ୍ରୀଡ଼ା ଶୈଲ କୈଲାସ ଶୋଭନ । ସଦ୍ୟପି ତଥାଯ ତୁମ୍ଭି
କରିଯା ଗମନ ॥ ଶକ୍ତରୀକେ ଦେଖ ପଦେ ବିହାର କରିତେ । ପରେ
ରଚନାର ଦ୍ୱାରା ଅମନି ଭରିତେ ॥ କଞ୍ଚିତ ଶରୀର ତୁମ୍ଭି ଧରିବେ
ତଥନ । ଶକ୍ତରୀର ତଟ ଆରୋହଣେର କାରଣ ॥ ସୋପାନ ସ୍ଵର୍କପ ତୁମ୍ଭି
ଧରିବେ ଆକାର । ପଦମୁଖ ସ୍ପର୍ଶ ହବେ ତା ହଲେ ତୀହାର ॥

ମୂଳ ।

ତ୍ରାବଶ୍ୟଃ ବଲଯ କୁଳିଶୋଦ୍ୟ ଉତ୍ତମୋଦଗୀର୍ଣ୍ଣତୋରଃ ଶୈ-
ଷ୍ୟତ୍ତିର୍ବାଃ ସୁବସ୍ତବତ୍ତୟୋ ସମ୍ବର୍ଧାରୀ ଶୃହତଃ । ତାତ୍ୟ ।
ମୋକ୍ଷ ତୁବ ସଦି ସଥେ ସର୍ପଲକମ୍ୟ ନମ୍ୟାହୁ କ୍ରୀଡ଼ାଲୋଲାଃ
ଆବନପରୁଷୈ ଗଜ୍ଜିତୈ ଭାଁଯାଯେ ଭାଃ ॥ ୬୩ ॥

କୈଲାସେର ସମ୍ମିହିତ ହଇବେ ଯଥନ । ତୋମାକେ ଦର୍ଶମ କରି
ଚୁରାଙ୍ଗମାଗଣ ॥ ସ୍ତ୍ରୀଯ ସ୍ତ୍ରୀଯ କଙ୍କଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରାଯ । ନିଗନ୍ତ
ତୋମାର ଜଳ କରିଯା ଭରାଯ ॥ କାମନିକ ଧାରା ଶୃହ ତୋମାର
କରିବେ । ଓହେ ଜଳଧର ! ଇହା ନିଶ୍ଚଯ ଜାନିବେ ॥ ମିଦାଘେତେ ତା-
ହାଦେର ହଞ୍ଚମତ ହୁୟେ । ମୁକ୍ତ ହେତେ ସଦି ବାହି ପାର ଶେ ଶଥୟେ ॥
କ୍ରୀଡ଼ାଲୋଲ ଚୁରାଙ୍ଗମାଗଣେର ତଥନ । ଅତିକଟୁ ମାଦ ତୁବ କରିବେ
ଆବଣ ॥ ଦେଖାଇବେ ତୟ, ତାହେ ମଞ୍ଜଳ ହଇବେ । ଓହେ ବାରିଧର !
ଇହା ନିଶ୍ଚଯ ଜାନିବେ ॥ ୬୩ ।

ମୂଳ ।

ହେମାତୋଙ୍କ ପ୍ରସବି ଦଲିଲଃ ମାମିଶରାଦ୍ଵାନଃ କୁର୍ବନ୍
କାର୍ମାଦ କମମୁଖପଟ୍ଟ ପ୍ରୀତିଶୈରାବନ୍ତମ୍ । ଶୁନ୍ଦବାଟୁଟେଃ

ସଜଳ ପୃଷ୍ଠାତେଃ କଞ୍ଚକାନି ଛାଇାଭିମ କ୍ଷଟିକ
ବିଷଦ୍ଵ ନିର୍ବିଶେ ତ୍ରୁଟ ନଗେନ୍ଦ୍ରଃ ॥ ୬୪ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ମାନସ ବାପିର ସ୍ଵଚ୍ଛ ଜଳ । ପ୍ରସବ କରିଯା ଥାକେ
ସୁବନ୍ କମଳ ॥ ମେଇ ଜଳ ଯେ ସମୟେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଇବତ
ହଞ୍ଚିଦେର ପ୍ରୀତି ବାଡ଼ାଇବେ ॥ ପରେ ବାଲୁଘୋଗେ ତୁମି ବକ୍ରେର
ଦୟାନ । କଞ୍ଚକମ କିମଲଯ କରି କଞ୍ଚମାନ ॥ ବିବିଧ କୌଡ଼ାଯ ରତ
ତଥନ ହୁଇବେ । ପର୍ବତେର ଉପଭୋଗ ମନ୍ତ୍ରୋଗ କରିବେ ॥ ୬୪ ॥

ମୂଳ ।

ତମ୍ୟୋତ୍ସଙ୍କେ ପ୍ରୟାନ୍ତିର ଅନ୍ତଗଞ୍ଜା ଦୁକୁଳାଂ ନଦ୍ଵା ଦୃଷ୍ଟି ।
ନ ଶୁନ ରଲକାଂ ଜ୍ଞାନସେ କାମଚାରିନ୍ । ଯା ସଃ କାଳେ
ବହତି ମଲିଲୋକାର ମୁଢ଼େର୍ବିମାନୈ ମୁକ୍ତାଜାଳ
ଅଧିତ ମଲକଂ କାମିନୀବାତ୍ରନ୍ଦଃ ॥ ୬୫ ॥

ଓହେ ମେଘ ! କହିତେଛି ଶୁନ ଦୟାଚାର । ମେଇ ପର୍ବତେର ଉର୍ଜେ
କଟିଦେଶେ ଆସ ॥ ଆଛରେ ଅଲକାପୁରୀ ଶୋଭା ତାର ଅତି ।
ସଙ୍କରାଜ କୁବେରେର ତଥାୟ ବସତି ॥ ଅଧିକ ତାହାର କଥା କି
ଆର ଶୁନିବେ । ଦେଖିଯାଇ ଅନାର୍ତ୍ତମେ ଜୀବିତେ ପାରିବେ ॥ ଓହେ
ମେଘ ! ଭାଗିରଥୀ ଯେନ ଅଲକାର । ବନରେ ଦୟ ଶୋଭା ପାଇଁ
ଚନ୍ଦ୍ରକାର ॥ ଆର ବଲି ମୁକ୍ତାବଲି ଅଧିତ ଯେବେନ । ଚର୍ଣ୍ଣ କେଶ ଧରି
ହର ଶୋଭାର ସଦମ ॥ ମେଇକପ ମେ ଅଲକାପୁରୀ ବରଷାର ।
ଦୟାହ ମେଦେର ସିଂହ ସଦା ଶୋଭା ପାଇଁ ॥ ୬୬ ॥

ମୂଳ ।

ବିଚ୍ୟାତୃଷ୍ଟଃ ଲନିତବନିତାଃ ମେନ୍ଦ୍ରଚାପଃ ମଚିତ୍ରାଃ ମନ୍ତ୍ରୀ-
ତାର ଅହତ ମୁରଜାଃ ଝିକ୍ଷ ଗନ୍ଧିରଘୋଷଃ । ଅନ୍ତ-
ତୋରଃ ଅଗିନ୍ଦୟ ତୁବସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଃ ଲିହାଗ୍ରାଃ ପ୍ରୋଦ୍ବା-
ନାନ୍ଦୁଃ ତୁମରିତୁମଳଃ ଯତ୍ର ତୈ କୈତେ ରିଷେଷେଃ ॥ ୬୬ ॥

ତବ ସମ ଭାଗ୍ୟଯୁକ୍ତ ଓହେ ଜଳଧର ॥ ଅଲକାନ୍ତ ଦେବାଲୟ ଆଛରେ
ବିଶ୍ଵର ॥ ଦେଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଜୀତୋ ହବେ ସମୁଦ୍ରାର । ସକଳ ପ୍ରାସାଦ
କାମିନୀତେ ଶୋଭା ପାଇ ॥ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ଵଭାବ ମେଟି ମର ଅବଲାର ।
ଶୌଦ୍ଧାମିନୀ ମର ମବେ ଶୁଶ୍ରୋତିତା ଆର ॥ ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ମର ଚିତ୍ର
ମକଳ ମଦନ । ଆର ତଥା ମଦା ମବେ ମଙ୍ଗୀତେ ମଗନ ॥ ମିଶ୍ର ଓ
ଗନ୍ଧୀର ଘନଯୋବ ବୋଧ ହୟ । ଏମନ ମୁରଜ ବାଜେ ମଙ୍ଗୀତ ମମୟ ॥
ଗଭୀର ମଲିନ ମହ ତଥା ନବଘନ । ଜ୍ୟୋତି ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମଣିତେ
ଶୋଭନ ॥ ଆର ମେଇକୁପେ ରହେ ହୋଯେ ଉଚ୍ଛତର । ଏମନ ଅଲକା-
ପୁରୀ ଓହେ ଜଳଧର ॥ ୬୬ ॥

ମୂଳ ।

ହଞ୍ଚେ ଲୀଳା କମଳ ମଲକଂ ବାନକୁନ୍ଦାମୁବିଦ୍ଧଃ ନୀତା
ଲୋକୁ ପ୍ରମବ ରଜ୍ମା ପାଣ୍ଡୁତା ମାନନ୍ଦ୍ରୀଃ । ଚୂଡ଼ା-
ପାଶେ ନବ କୁରୁବକଂ ଚାରୁକର୍ଣେ ଶିରୀଷଃ ସୀମଞ୍ଚେ ଚ
ରୁଦ୍ଧପଗମଜଂ ଯତ୍ ନୀପଂ ବଧୁନାଂ । ୬୭ ॥

ଓହେ ! ଯଥା ପୁରାଙ୍ଗନା ଯୁବତୀ ନିଚର । କରପଦ୍ମେ ଲୀଳାପଦ୍ମ
ଧରି ମଦା ରଯ ॥ କଲିକା ସଂଯୁକ୍ତ କୁନ୍ଦ କୁମୁଦେତେ ଆର । ଅଲକା-
ବଲୀର କିବା ଶୋଭା ଚମ୍ଭକାର ॥ ତବ ଆଗମନ ଜୀତ କନ୍ଦମ୍ବ ଲଇଯା ।
ଶୋଭାତୀତ ଶୋଭା ଧରେ ସୀମଞ୍ଚେ ଧରିଯା ॥ କବରୀର ଶୋଭା କରେ
କୁରୁବକ ଲମ୍ବେ । କୋମଳ ଶିରୀଷ ପୁଷ୍ପ ଧରେ କର୍ଣ୍ଜୟେ ॥ ଲୋକୁ
ପୁଷ୍ପ ରେଣୁ ଦ୍ଵାରା ଯଥା ଅବଲାଯ । ପାଣ୍ଡୁର୍ବଣ ମୁଖକ୍ରି ଧରିଯା । ଶୋଭା
ପାଇ ॥ ଏମମ ଯେ ଶ୍ରାନ୍ତ ତୁମି ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଅବଶ୍ୟ ଅଲକାପୁରୀ
ଭାବକେ ଭାବିବେ ॥ ୬୭ ॥

ମୂଳ ।

ସଞ୍ଚାଂ ସଙ୍କାଳ ସିତମଣିମରାନ୍ୟେତ୍ୟ ହର୍ଷ୍ୟଶ୍ରମାନି
ଜ୍ୟୋତି ଶାଯା । କୁମୁଦ ରଚିତାମ୍ୟାତ୍ମ ଶ୍ରୀମହାମାତ୍ ।

ଆମେବଣେ ମଧୁରତି ରସଂ କଞ୍ଚପବୁଦ୍ଧ ପ୍ରମୁଖଂ ତଜ୍ଜା-
ଭୀର ଧନିବୁ ଶନକୈଃ ପୁଷ୍ଟରେ ଆହତେବୁ ॥ ୬୮ ॥

ସେ ଅଲକାପୁର ମଧ୍ୟେ କୁମୁଦ ସମାନ । ଚନ୍ଦ୍ରକାଣ୍ଠି ଯୁକ୍ତ ଅତି
ଶୁଭ ଶୋଭମାନ ॥ ମନିମୟ ଅଟ୍ଟାଲିକା ତାହେ ସଙ୍ଗଗଣ । ରମଣୀଯ
କାମିନୀର ମହ ସରକ୍ଷଣ ॥ ବିଳାସ ବନ୍ଦକ ହୋଯେ ହରେନ ବିଷାଦ ।
କଞ୍ଚପବୁଦ୍ଧକୋନ୍ତବ ମଧୁ ସୁଧାର ଆହାଦ ॥ ସରଦା ସୁଥେତେ ତାହା
କରେନ ସେବନ । ଓହେ ଜଳଧର ! ତଥା କରିଯା ଗମନ ॥ ସଂଶୟ
କିଛୁଇ ଆର ମନେ ନା ଭାବିବେ । ତାହାଇ ଅଲକାପୁରୀ ନିଶ୍ଚଯ
ଜାନିବେ ॥ ୬୮ ॥

ମୁଲ ।

ଗାତ୍ର୍ୟ କଞ୍ଚପାଦଳକ ପତିତୈ ର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ମନ୍ଦାର ପୁତ୍ରପେଂ କୁଞ୍ଚ
ଚେତ୍ର୍ୟେଃ କନକ ନଲିନୀଃ କରବିଭିଂସିଭିକ୍ଷ । ଯୁକ୍ତା-
ଜାଲ କୁନ ପରିମର ଛିନ୍ନଶୁଭ୍ରେଷ୍ଟ ହାରେ ନୈଶୋ ମାର୍ଗଃ
ମବିତୁରାଦୟେ ସୂଚ୍ୟତେ କାମିନୀନାଂ ॥ ୬୯ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଅଲକାର ଯୁବତି ନିଚୟ । ମଙ୍ଗଳତ ସ୍ଥାନେତେ ରାତ୍ରେ
ଯାଇ ସେ ସମୟ । ମଭୟ ଚଞ୍ଚଳ ଗତି କାରଣେ ସବାର । କବରୀ ହିତେ
ଖସି ପଡ଼ରେ ମନ୍ଦାର ॥ ଅବଶ୍ୟ ଛେଦୀଯଛିଲ ଲୋମଚ୍ୟତ ହୟ । ଗମନ
କାଲୀନ କରେ କମଳ ନା ରଯ ॥ ବହୁମୂଳ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ହାରେ ବକ୍ଷ ଶୋଭା
କରେ । ଛିନ୍ନ ହୋଇସ ପଡ଼େ ତାହା ପଥେର ଉପରେ ॥ ଘଣାରୁତ ଯାମି-
ନୀତେ କାମିନୀ ନୀଚୟ । ସେ ପଥେ ଗମନ କରେ ହୋଲେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ୍ୟ-
ଦୟ ॥ ପୁର୍ବୋକ୍ତ ଭୁବାଦି ପଥେ ହୟ ଦରଶନ । ଜାନା ଯାଇ ମଜ୍ଜୀ-
ଭୂତା ହୋଇସ ନାରୀଗଣ ॥ ମେହି ପଥ ଦିଯା ଗେଛେ ମଙ୍ଗଳ କାନମେ
ଓହେ ଜଳଧର ! ବଲି ତୋମାଯ ଏକଣେ ॥ ପୁର୍ବୋକ୍ତ ଭୁବାଦି ଭୁମି
ସେ ପଥେ ଦେଖିବେ । ଅବଶ୍ୟ ଅଲକା ବଲି ତାହାକେ ଭାବିବେ ॥ ୬୯

ମୂଳ ।

ନୀରୀବକ୍ଷୋଚ୍ଛ ଲିତ ଶିଥିଲଂ ସତ୍ର ସଙ୍କାଙ୍ଗନାନ୍ତ ବାସଃ
କାମାଦନିଭୂତ କରେଥାକ୍ଷିପ୍ତସ୍ତୁ ପ୍ରିୟେଷ । ଅଚ୍ଛି-
ସ୍ତୁଞ୍ଜାନଭି ମୁଖଗତାନ୍ତ ଆପ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଦୀପାନ ଜୀମୁଢାନାନ୍ତ
ତବତି ବିଫଳ ପ୍ରେରଣା ଚୁର୍ଣ୍ଣମୁଣ୍ଡି ॥ ୭୦ ॥

ଓহେ ମେଘ ! ପ୍ରିୟତମଗଣ ଅଳକାୟ । ସେଚ୍ଛାଧୀନ ମଚଞ୍ଚଳ
କରେର ଦ୍ଵାରାୟ । ସଙ୍କାଙ୍ଗନଦେର ହୁଲ ନିତସ୍ଵ ସଂହିତ । ରତ୍ନ
ମେଥଳୀ ଗ୍ରହି ଅତି ଶୁଶ୍ରୋଭିତ ॥ ତଥା ହୋତେ ଶ୍ଵର ବନ୍ଦ୍ର କରିଲେ
ହରଣ । ଦୀପତୁଳ୍ୟ ଦୀପି ଧରେ ରଙ୍ଗାଦି ତଥନ ॥ ତଦ୍ଦର୍ଶନେ ଲଜ୍ଜାର
କାରଣେ ଦେ ସମୟ । ଜ୍ଞାନହୀନା ବିବେକବିହୀନା ନାରୀଚର ॥ ତାହା-
ଦେର ନିର୍ବାଣାର୍ଥେ ଅଦୀପ୍ତ ରତ୍ନେତେ । କପ୍ରିର ପ୍ରତ୍ଯତି ମୁଣ୍ଡି ବିକ୍ଷେପ
ମାତ୍ରେତେ ॥ ବିଫଳ ହଇଯା ଥାକେ ଏମତ ନିଶ୍ଚଯ । (ଅର୍ଥାତ୍ ତା-
ହାତେ ନାହିଁ ଆବରିତ ହୟ) ॥ ୭୦ ॥

ମୂଳ ।

ନେତ୍ରାନୀତାଃ ସତତଗତିନା ସୋବିମାନାଗଭୂତମ ରାନେ
ଥ୍ୟାନାଃ ସଲିଲ କଣିକା ଦୋଧ ମୁଖପାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ ।
ଶଙ୍କାଳ୍ପକ୍ଷା ଇବ ଜଳମୁଚ ତ୍ରୁଟିଶା ସତ୍ରଜାଲୈ ଧୂମୋଦ-
ଗାରାମୁକ୍ତି ପୁନିନା ଜର୍ଜରା ମିଷପର୍ତ୍ତି ॥ ୭୧ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆର ମେଇ ଅଳକାପୁରୀତେ । ତବ ସମ ମେଘ ସୁର
ପାଇବେ ଦେଖିତେ ॥ ଉର୍ଜଗାମୀ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ଥଣ୍ଡିତ ହଇଯା । ଅଟ୍ଟା-
ଲିକାଦିର ଉଚ୍ଚ ହାତେତେ ଧାକିଯା ॥ ମହା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ପତର
ଦ୍ଵାରାୟ । ଭିଭିନ୍ନିତ ପଟ୍ଟକ ସେ ଚିତ୍ରେ ଶୋଭା ପାରୁ ॥ ତାହାତେ
ବିଶେଷ ହୋଇ କରିଯା ମାଧିନ । ମହାମେ ଧୂମେ ଭୁଲ୍ୟ ଧରିଯା ବରଣ ॥
ମିର୍ମିତ ହୋତେହେ ସତ ଗର୍ବାଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରାୟ । ଦେଖିତେ ପାଇବେ ଭୁମି
ଧାକିଯା ତଥାୟ ॥ ୭୧ ॥

ମୂଲ ।

ସତ୍ରୀଣାଃ ପ୍ରିୟତମଭୁଜୋଚ୍ଛାସିତା ଲିଙ୍ଗିତାନା
ମଞ୍ଚ ଗାନିଂ ଶୁରତ ଜନିତାଃ ତନ୍ତ୍ରଜାଲାବଲମ୍ବାଃ । ହେ
ମଂରୋଧାପଗମ ବିଷଦୈଶୋଦିତା ଶକ୍ତିପାଦୈ ର୍ୟାଲୁ-
ମ୍ପଣ୍ଡି ଶ୍ରୁଟଜଲନବ ସ୍ୟାନିନ ଶକ୍ତିକାନ୍ତାଃ ॥ ୬୨ ॥

ଓହେ ଜଳଧର ! ବଲି ଅପର ତୋମାୟ । ତବ ଅବସ୍ଥାନାଭାବେ
ମେଇ ଅଲକାୟ ॥ ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧାଂଶୁ କରଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ । ସ୍ଵତ୍ରେତେ
ଦୋହଳ୍ୟମାନ ଅତି ଶୁଶ୍ରୋଭିତ ॥ ଚକ୍ରକାନ୍ତ ମଣି ସବ ଅତି ଶୁଶ୍ରୋ-
ଭନ । ମର୍ବଦା ସଲିଲ କଣା କରେ ବିତରଣ ॥ ନାୟକ ଆପନ ବାହୁ-
ଭାବାର ଦ୍ଵାରାୟ । ଉତ୍ସାପନ କରି ଆଲିଙ୍ଗିତା ଅବଲାୟ ॥ ବିଳା-
ଦେର ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟଥା କରେ ନିବାରଣ । ଓହେ ଜଳଧର ! ମେଇ ଅଲକା
ଏମନ ॥ ୬୨ ॥

ମୂଲ ।

ମହା ଦେବଃ ଧନପତିସଥଃ ଯତ୍ର ମାକ୍ଷାଦ୍ଵସନ୍ତଃ ପ୍ରାୟ-
ଶଚପଂ ନ ବହତି ଭୟା ଘନ୍ୟଥଃ ସଟ୍ଟପଦ ଜ୍ୟଃ ମନ୍ତ୍ରଭଞ୍ଜ
ପ୍ରାହିତ ନନ୍ଦନେଃ କାମିଲକ୍ଷେଷମୋଷେ ସ୍ତସ୍ୟାରତ୍ତ
ଶ୍ରୁଟିଲ ବନିତା ବିଭିମେ ରେବ ମିଳଃ ॥ ୭୩ ॥

ଆର ମେଇ ଅଲକାୟ ଓହେ ଜଳଧର ! । କୁବେରେର ମଥୀ ଅରହାରୀ
ଦିଗମ୍ବର ॥ ବୁରାଜ କରେନ, ଅର ବିଦିତ ହିଇଯା । ଭୟାର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର
ମନ୍ମ ସତ୍ୟ ହିଇଯା ॥ ମଧୁକରମଯ ତୀର ଫୁଲ ଶରାସନ । ଅଲକାୟ ତାହା
ନାହି କରେନ ଧାରଣ ॥ କମନୀୟ କାମନୀୟ ବିଳାସ ଦ୍ଵାରାୟ । ମନ୍ମ-
ଥେର କାର୍ଯ୍ୟ ହୟ ମର୍ମାଧା ତଥାୟ ॥ ମେଇ ଯେ ବିଳାସ ତାହା କି
କବ ଏଥିନ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅରଶର ପତନ ଘେମନ ॥ ଭ୍ରତଙ୍କ ସଂସୁଦ୍ଧ
ମେତ୍ର ବାଣ କ୍ଷେପ ଆର । ଏମନ ବିଳାସ ତଥା ହୟ ଚମଦ୍-
କାର ॥ ୭୩ ॥

ମୂଳ ।

ତତ୍ରାଗାରଂ ଧନପତିଗୁହା ଛୁଟରେଣାସ୍ୟଦୀଯଃ ଦୂରାଳ୍ଲକ୍ଷ୍ୟଃ
ଶୁରପତି ଧନୁଶ୍ଚାରଣୀ ତୋରଣେନ । ସଞ୍ଚୋଦାନେ କ୍ରତ-
କତନୟଃ କାନ୍ତ୍ୟା ବର୍ଜିତୋ ମେ ହସ୍ତପ୍ରାପ୍ୟ ଶ୍ଵବକ-
ନମିତୋ ବାଲ ମନ୍ଦାର ବୃକ୍ଷଃ ॥ ୭୪ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଶୁନ, ମେଇ ଅଳକାପୁରେତେ । କୁବେରେ ଭବନେର
ଉତ୍ତରଦିଗେତେ । ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ସମ ବହିର୍ଭାର ଶୁଶ୍ରୋଭନ । ଆମାର
ଭବନ ମେଇ କରିବେ ଦର୍ଶନ । ଦୂର ହୋତେ ହବେ ତାହା ଦର୍ଶନ ତୋ-
ମାର । ଭବନ-ଉଦ୍ୟାନ ମମ ଶୋଭାର ଆଧାର । ମଦୀଯ କାନ୍ତାର
କ୍ରତ ପୁଞ୍ଜେର ସମାନ । ପାରିଜ୍ଞାତ ବୃକ୍ଷ ଆଛେ ଅତି ଶୋଭମାନ ।
ନବୀନ ପାଦପ ହସ୍ତ ଲଭ୍ୟ ଶ୍ଵବକେତେ । ନନ୍ଦୀଭୂତ ହୋଇୟେ ଆଛେ ମେଇ
ଉଦ୍ୟାନେତେ ॥ ୭୪ ॥

ମୂଳ ।

ବାପୀ ଚାସିଲୁନ୍ ମରକତଶିଳା ବନ୍ଦସୋପାନମାର୍ଗୀ
ହୈମୈ ଶ୍ରାନ୍ତାଃ କମଳ ମୁକୁଟେଃ ଶିଖ ବୈଚୁର୍ଯ୍ୟନାଲୈଃ ।
ସମ୍ୟାନ୍ତୋଯେ କ୍ରତବସତ୍ୟେ । ମାନସଃ ସନ୍ଧିକୁଟିଃ ନ
ଧ୍ୟାସ୍ୟନ୍ତି ବ୍ୟପଗତଶ୍ଚତ୍ତ୍ଵ । ମପି ପେକ୍ଷ୍ୟ ହଂସାଃ ॥ ୭୫ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ମମ ମେଇ ଭବନ-କାନନେ । ପୁରାହିତା ନାରୀଦେର
କ୍ରିଡ଼ାର କାରଣେ । ଶରୋବର ଆଛେ ତଥା ଅତି ଶୁଶ୍ରୋଭିତ । ମନ୍ଦି-
ମୟ ଶିଳା ଦ୍ଵାରା ଶୋପାନ ଗ୍ରଥିତ । କନକ କମଳ ଆର କୋରକ
ନିକରେ । ମମ ମେଇ ଜଳାଶୟ ମଦା ଶୋଭା ଧରେ । ପୂର୍ବ ଉତ୍କ କମଳ
କଲିକା ବିମୟ । ଦୌଷିଯୁକ୍ତ ଶୁନ୍ନିଷ୍ଠ ବୈଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅନିମୟ । ତଙ୍ଗୀର
ନିବାସୀ ଆଛେ ସତ ହଂସଗଣ । ତୋମାର ଶ୍ରାମନଙ୍କପ କରିଲେ ଦର୍ଶନ ।
ନିକଟେ ମାନସ ବାପୀ ଭାବିବେ ଏମନ । ମାନସ ପୁଷ୍ପଣି ବିନା ଘଟେ
ଯେ ବେଦନ । ତାହାଦେର ଦେ କଷ୍ଟ ନା ହିବେ ଉଦ୍‌ୟମ । ଓହେ ଜଳଧର !
ଇହା ଜାନିବେ ନିଶ୍ଚଯ ॥ ୭୫ ॥

ମୂଳ ।

ତତ୍ତ୍ୟାନ୍ତୀରେ ରଚିତଶିଖରଙ୍ଗ ପେଶଲେଣ ରିଙ୍ଗନୀଲୈଣ
କ୍ରୀଡ଼ାଶୈଳଙ୍ଗ କନକ କଦଳୀବେଷ୍ଟନଙ୍ଗ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟଙ୍ଗ ।
ଯକୋହିନ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଯ ଇତି ସଥେ ଚେତ୍ସା କାତରେଣ
ପ୍ରେଷ୍ମୋପାନ୍ତ କ୍ଷୁରିତ ତଡ଼ିତଃ ଦ୍ଵାଂ ତମେବ ସୁରାମି ॥ ୭୬
ନିକଟଃ କ୍ଷୁରିତ ବିଠ୍ୟଙ୍ଗ ସହକାରେ । ଦେଖିର୍ତ୍ତେଛ ଅଭିଶର
ଶୋଭିତ ତୋମାରେ ॥ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ତୁଳ୍ୟ ଶ୍ରୀମାତ୍ର ତୋମାର ।
ଦର୍ଶନ କରିଯା ଭାଇ ! ଏଥନ ଆମାର ॥ ଗୃହୋତ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ସରୋ-
ବରେର ଅଗ୍ରେତେ । କ୍ରୀଡ଼ାଶୈଳ ଆଛେ ମମ ପଡ଼ିଲ ମନେତେ ॥ ମେହି
ପର୍ବତେର ଆଛେ ଶିଖର ଶୋଭିତ । ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଦ୍ଵାରା ହୋଇଯେଛେ
ରୁଚିତ ॥ ଚାରିଦକେ କନକ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଆଛେ । ସବୁ ଦ୍ଵାରା ଦଶ-
ନୀୟ ତାହେ ହଇଯାଛେ ॥ ଆର ମମ ଚିରବିରହିତା ବନିତାର । ପ୍ରିୟ-
ତମ ମମ ଭାବ ହୋଇଯେଛେ ତାହାର ॥ ୭୬ ॥

ମୂଳ ।

ରଜ୍ଞାଶୋକ ଶତକିଶଲୟଙ୍ଗ କେଶର ସ୍ତର କାନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟା
ମନ୍ଦଃ କୁରୁବକରୁତେ ଶ୍ରୀଧବୀମଣ୍ଡପନ୍ଥ । ଏକଃ ସଥ୍ୟା ଶ୍ରବ
ମହ ଯାମପଦାଭିଲାୟୀ କାଙ୍କଳ୍ୟନ୍ୟେ । ବଦନ ମ-
ଦିରାଂ ଦୋହ ଦର୍ଢିଦ୍ଵାମାସ୍ୟଙ୍ଗ ॥ ୭୭ ॥

ଓହେ ! ମମ ଭବନସ୍ତ ଉଦ୍‌ୟାନ ଭିତରେ । ରଜ୍ଞାଶୋକ ବୃକ୍ଷ ଏକ
ମଦା ଶୋଭା କରେ ॥ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବାୟୁ ତଥା ବହେ ଅବିରତ ॥ ସଥ୍ୟା-
ଲିତ ହୟ ତାର କିଶଲୟ ଯତ ॥ ଏକଣେତେ ମମ ମହ ସଥିର ତୋ-
ମାର । ବାମ ପଦାଘାତ ଇଚ୍ଛା ହୋଇତେଛେ ତାହାର ॥ ଆର ମେହି ଉପ-
ବନେ ଓହେ ଜଳଧର । ଉପଭୋଗ ଯୋଗ୍ୟ ଗୃହ ଆଛେ ମନୋହର ॥
ତମିକଟେ କୁନ୍ଦର କେଶର ବୃକ୍ଷ ଆଛେ । ରଜ୍ଞ ବିନ୍ଦୁ ଲତିକା ତା-
ହାକେ ସେଷିଯାଛେ ॥ ପ୍ରକୁଟିତ ପୁଷ୍ପଚଛଳେ ସଥିର ତୋମାର । ବଦନ
ମାଦରା ଇଚ୍ଛା ହୋଇତେଛେ ତାହାର ॥ ୭୭ ॥

ମୂଳ ।

ତନ୍ମଧ୍ୟେ କୃଟିକଫଳକା କାଞ୍ଚନୀବାସସ୍ଥି ମୁର୍ଲେ-
ବନ୍ଦା ମଣିତ ରନତି ପ୍ରୌଢଃ ବଂଶ ପ୍ରକାଶଃ । ତାନୈଃ
ସିଞ୍ଚଦନୟ ସୁଭଗେନର୍ତ୍ତିତଃ କାନ୍ତ୍ୟ । ମେ ଯା ମଧ୍ୟାନ୍ତେ
ଦିବମ ବିଗମେ ନୀଳକଞ୍ଚଃ ସୁହୃଦଃ ॥ ୭୮ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଶୋକ କେଶର । ଯୁଗଳ ତରୁର ମଧ୍ୟ
ଶ୍ଵଳେ ମନୋହର ॥ ହେମମୟ ସନ୍ତି ଏକ ଆଛୟେ ସ୍ଥାପିତ । ଅପକ ବଂ-
ଶେର ପ୍ରତା ଯେମତ ଶୋଭିତ ॥ ତଙ୍କପ ପ୍ରକାଶଶାଲୀ ମଦିର ଦ୍ଵାରାୟ ।
ବର୍ଜିତ ହୋଇଯେଛେ ତାର ମୂଳ ସମୁଦ୍ରାୟ ॥ କୃଟିକ ଦ୍ଵାରାୟ ଆର ଫଳକ
ତାହାର । ନିର୍ମିତ ହୋଇଯେଛେ ଆହା ଅତି ଚମରକାର ॥ ଓହେ ମେଘ !
ତୋମାର ସୁହୃଦ ଶିଥିଗମ । ଦିବା ଅବସାନ କାଳ କରିଲେ ଦର୍ଶନ ॥
ଉପରୋକ୍ତ ବନ୍ଧିର ନିକଟେ ଗିଯା ରଯ । ଆର ଓହେ ! ମେଇ ମବ
ମୟୁର ନିଚୟ ॥ ଆମାର କାନ୍ତାର ହତ୍ତ ଅତି ସୁଶୋଭିତ । ଚଞ୍ଚଳ
ଶବ୍ଦାରମାନ ବଲରେ ଭୂଧିତ ॥ ମେଇ ହତ୍ତ-ବାଦ୍ୟେତେ ନର୍ତ୍ତି ହୋଇୟେ
ଥାକେ । ଓହେ ମେଘ ! ବଲିଲାମ ଇହାଓ ତୋମାକେ ॥ ୭୮ ॥

ମୂଳ ।

ଏଭିଃ ସାଧୋ ହଦୟନିହିତେ ଲର୍କ୍ଷଣେ ଲର୍କ୍ଷୟେଥା ଦ୍ଵା-
ରୋପାନ୍ତେ ଲିଖିତବପୁରୋ ଶନ୍ତ ପଞ୍ଚୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ।
ମନ୍ଦଚାଯାଂ ଭବନ ମଧୁନା ମହିରୋଗେନ ଲୁନଃ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟା-
ପାୟେ ନ ଥିଲୁ କମଳଃ ପୁର୍ଯ୍ୟତି ସ୍ଵା ଅଭିଥ୍ୟାଂ ॥ ୭୯ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ବଲିଯାଛି ଯାହା ବିବରିଯା । ହଦୟ ମଧ୍ୟେତେ ତାହା
ମୂରଣ କରିଯା ॥ ମେଇ ମବ ଚିକ୍କ ଦେଖେ ତୋମାର ତଥନ । ଅବଶ୍ୟ
ହଇବେ ଜୀବ ଆମାର ଭବନ ॥ ଆର ମଯ ଗୁହ ଦ୍ଵାରେ ଦେଖିବେ ବି-
ଚିତ । ସୁଚତ୍ରିତ ଶର୍ପପଦ ଅତି ସୁଶୋଭିତ । ଆମାର ଅଭାବେ
ମେଇ ଭବନ ଆମାର । ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହି ! ଶୋଭା ନାହି ତାର ॥

ସେମନ କମଳ ଦେଖ ବିହନେ ତପନ । ଶୋଭା ନାହିଁ ଧରେ, ମମ ତତ୍ତ୍ଵପ
ଜ୍ଞାନ ॥ ୭୯ ॥

ମୂଲ ।

ଗୃହୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ କରଭତତୁତାଂ ତ୍ରୈ ପରିତ୍ରାଣହେତୋଃ କ୍ରୀଡା
ଶୈଳେ ପ୍ରଥମ କଥିତେ ରମ୍ୟନାନେ ନିଷକ୍ଷଃ । ଅହସ୍ୟାସ୍ତ
ତ୍ରୈ ବନ ପତିତାଂ କର୍ତ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚାଳ୍ପଭାସଂ ଖଦ୍ୟୋତାଳୀ-
ବିଲମ୍ବିତ ନିଭାଂ ବିଜ୍ଞ୍ୟତୁମେଷଦୃଷ୍ଟିଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓହେ ! ମମ ବନିତାର ଆଖେର କାରଣ । ପୂର୍ବୋତ୍ତ ଯେ କ୍ରୀଡା
ଶୈଳ ବିଶେଷ ଶୋଭନ ॥ କୁଦ୍ର କରୀ ଶିଶୁ ମମ କୁବ କଲେବରେ ।
ଅବଶ୍ତୁତି କରି ଉତ୍ତ ପରିତ ଉପରେ ॥ ମୃଦୁ ହାତ୍ ପ୍ରକାଶିବେ
ବିଜ୍ଞ୍ୟେ ଦ୍ଵାରାୟ । ତାହାତେ ଦେଖିବେ ତୁମି ମମ ବନିତାଯ ॥ ପତିତା
ହଇଯା ଆହେ ଗୁହେର ଭିତରେ । ଆମାର ବିରହେ ଶୋଭା ନାହିଁ
କଲେବରେ ॥ ହାୟ ! ହାୟ ! ରହିଯାଛେ ମନୀନା ହଇଯା । ଖଦ୍ୟୋତ୍
ଶ୍ରେଣୀର ଦୌଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଯା ॥ ୮୦ ॥

ମୂଲ ।

ତର୍ପି ଶ୍ୟାମା ଶିଥରଦଶନା ପକୁବିଦ୍ୟାଧରୌଣୀ ଅଧ୍ୟ-
କ୍ଷାମା ଚକିତ ହରିଣୀପ୍ରେକ୍ଷଣା ନିଷନ୍ତାତିଃ । ଶ୍ରେଣୀ-
ଭାରୀ ଦଲସଗମନା ତୋକନନ୍ଦା ସ୍ତନାଭ୍ୟାଂ ଯା ତତ୍ର
ଶ୍ୟାଦ୍ୟୁବତି ବିଷୟେ ହଥି ରା ଦୈୟବ ଧାତୁଃ ॥ ୮୧ ॥

ଓହେ ଜଳଧରୁ ! ଶୁନ ବଲି ମାବଶେବ । କ୍ରୀଣାଙ୍କୀ ଆମାର ପକୁ
ଶୁଦ୍ଧପା ବିଶେଷ ॥ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଶୀତକାଳେ ଉଷ୍ଣତା ମତାବ । ଗ୍ରୀଘ-
କାଳେ ଶୀତଳାଙ୍କୀ ମଦ୍ମା ହେଦାଭାବ ॥ ଦନ୍ତ ପଂଜି ମବିଶେବ ଶୋ-
ଭନ ତୁହାର । ମାନିକ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ମମ ଅତି ଚମ୍ପକାର ॥ ଓର୍ଢାଧର
ପକୁବିଦ୍ୟ ମମାନ ଶୋଭନ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷିଣୀ ମୃଗ ମମ ଚଞ୍ଚଳ ଲୋଚନ ॥
ମାତି ଶୁଗଭୀର, ଆର ବିତର୍ବେର ତରେ । ମୃଦୁଗତି ଧରିଯା ବିଶେଷ
ଶୋଭା ଧରେ ॥ ଶୁଲ୍ପମୟୋଧୟ ବକ୍ଷେ କରିଯା ବହନ । ଈଷଂ ନନ୍ଦତା

ତୀର କୋରେଛେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ॥ ଅଧିକ ତୋମାକେ ମେଘ ! କି ବଲିବ ଆଜି
ଯୁଦ୍ଧି ବିଷୟେ ଆମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟି ବିଧାତାର ॥ ଏହନ ବନିତା ମମ କରିଲେ
ଦର୍ଶନ । ଅବଶ୍ୟ ବିଦିତ ତୁମି ହିଇବେ ଏଥିନ । ୮୧ ॥

ମୂଳ ।

ତାଃ ଜାଗୀଙ୍କାଃ ପରିଚିତକଥାଃ ଜୀବିତଃ ମେ ଦ୍ଵିତୀୟଃ
ଦୂରୀଭୂତେ ଶରୀ ମହାରେ ଚକ୍ରବାକୀ ମିବୈକାଃ । ଗାଢ଼ୋଃ
କଞ୍ଚାଃ ଗୁରୁଷୁ ଦିବମେସ୍ତୟୁ ଗଞ୍ଚିତ ଶୁଦ୍ଧାଳାଃ ଜାତାଂମନ୍ୟେ
ଶିଶିରମଧିତାଃ ପଞ୍ଚମୀଃ ବାନ୍ୟକ୍ରପାଃ । ୮୨ ॥

ଓହେ ମେଘ ! କୁବେରେର ଶାପେହି ନିଶ୍ଚିତ । ଅତି ଦୂର ପଥେ
ଆମି ହୋଇଯେଛି ପ୍ରେରିତ ॥ ମମ ମହାମ ବିନା ମମ ନିର୍ତ୍ତମ୍ବନୀ ।
ଚକ୍ରବାକୀ ସମ ଆହା ! ଆହେ ଏକାକିନୀ ॥ ଜୀବନ ସ୍ଵର୍ଗପା ମମ ;
ବଚନ ତାହାର । ପରମିତ ବୁଦ୍ଧ ଆହା ! ବାଲା ମେ ଯେ ଆର ॥ ବହୁ
ଦିନାବଧି ମମ ଦର୍ଶନ ବିହନେ । ଉତ୍ୟକଟିତ ହୋଇୟେ ସଦ୍ବୀ ଆହେ
ମ୍ଲାନ ମନେ ॥ ତାହାତେ ମଲିନା ମେ ହୋଇଯେଛେ ଅତିଶ୍ୟ । ମନେ
ମନେ ଆମାର ଏମତ ବୋଧ ହୟ । ତୁଷାର ପତନ ଦ୍ଵାରା ପଦ୍ମିନୀ
ଯେମନ । ମ୍ଲାନ ହୟ, ଆହା ! ଏମି ବନିତା ଏଥିନ ॥ ସେଇକୁପ ଅବ-
ଶ୍ୟାଯ ଆହାରେ ନିଶ୍ଚିତ । ଓହେ ମେଘ ! ଦେଖିଲେଇ ହିଇବେ
ବିଦିତ ॥ ୮୨ ॥

ମୂଳ ।

ମୂଳଃ ତସ୍ୟାଃ ଅବଳ କୁଦିତୋଚ୍ଛୁମନେତଃ ଶ୍ରିଯାଯା
ମିଥ୍ୟାମାନା ମଣିଲିରତୟା ତିର୍ଯ୍ୟବଣୀଧରୌଷିଃ । ଇତ୍ୟାଃ
ବ୍ୟୋମ୍ତଃ ମୁଖ ଅମକଳର୍ଯ୍ୟତି ଅଭାବରାତ୍ରା ଦିଷ୍ଟୋତ୍ତମଃ
ଅମହାରମ ପ୍ରିୟକାଟେ ବିଭତ୍ତିନିଷ୍ଠା ॥

ଓହେ ମେଘ ! ମମେ କଞ୍ଚାଭାବିତେଛି । କିମୁତଃ ଦ୍ୱାରା ଏହି
ଦେଖ କରିଲେଛି ॥ ତୋମାତେ ଆହାତ ହୋଇ ପ୍ରାଣିତ ମେଲା
(୧୫)

ପ୍ରକାଶିତେ ନା ପାରିଯା ନିର୍ମଳ କିରଣ ॥ ଜ୍ଞାନିଭୂତ ହୋଇଲେ ରହେ,
ସମୀକ୍ଷା ତାହାର । ହଇଯାଇଁ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ମମ ବନିଭାର ॥ ବିରହେ
ଆଗ୍ରହା ହୋଇଁ ଦୀର୍ଘଦଶା ଧରି । ଅଲିନା ହଇଯା ଆହେ ଆହା
ମରି ମରି ॥ ଏହାମେ ପଡ଼େଛେ କେଶ କବରୀ ବିହନେ । ଏକେ ଅତି
ଲୟମାନ ତାହେ ଅଧିତନେ ॥ ବିଭାବ ପମନେ କେଶ ମୁଖ ଢାକିଯାଇଁ ।
ଅଧିକ ରୋଦନେ ଛୁଟି ଚଙ୍ଗୁ ଫୁଲିଯାଇଁ ॥ ଉଷ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସେର ଭାରୀ ଗୁର୍ଭା-
ଧର ତାର । ବିଶ୍ଵକଳ ତୁଳ୍ୟ ତାହା ହୋଇୟେଛେ ବିକାର ॥ ବିରହେତେ
ମକାତରା ହୋଇଁ ଅନୁକ୍ରମ । ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରପରେ ହତ କରିଛେ ଅର୍ପଣ ॥ ୮୩

ମୂଳ ।

ଆଲୋକେ ତେ ନିପତ୍ତି ପୁରୀ ସା ବଲି ବ୍ୟାକୁଳା ବା
ମୃ ମାଦୃଶ୍ୟଃ ବିରହ ତନୁତାଭାବଗମ୍ୟଃ ଲିଥଷ୍ଟୀ ।
ପୃଚ୍ଛଷ୍ଟୀବା ମଧୁରବଚନାଃ ମାରିକାଃ ପଞ୍ଜରଷ୍ଠାଃ କଞ୍ଚି-
କ୍ଷର୍ତ୍ତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭ ନିଭୂତେ ସ୍ଵଃ ହି ତମ୍ୟ ପ୍ରିୟେତି ॥ ୮୪ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଏ ପ୍ରକାର ଅବଶ୍ଯା ଯାହାର । ନିଭାନ୍ତ ଜାନିବେ
ମେହି ବନିଭା ଆମାର ॥ ଅବଶ୍ୟ ତାହାରେ ତୁମି କରିବେ ଦର୍ଶନ ।
ମମ ପ୍ରାଣ ମମ ମେହି ପ୍ରିୟସୀ ଏଥନ ॥ ସହରେ ନିର୍ବିଦ୍ଧେ ଆମି
କିକିପେ ତଥାର । ପ୍ରମନ କରିବ ତିନି ମେହି ବାମନାୟ ॥ ଇଷ୍ଟ-
ଦେବେ ଆରାଧନା କରିବେ ବଲିଯା । ତାହାତେଇ ରହିଯାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳା
ହଇଯ୍ଯା ॥ ଅଥବା ବିରହ କଟେ କ୍ଷୀଣଦଶା ଧରି । ବିରଲେ ବସିଯା
ମମ କୃପ ଚିନ୍ତା କରି ॥ ଚିତ୍ରକଳକେତେ ତାହା କରିଛେ ଲିଥନ ।
ଅଥବା ନିଭୂତ ହୁଅନେ ବସିଯା ଏଥନ ॥ ପିଞ୍ଜର ମଧ୍ୟେତେ ଆହେ ସା-
ରିକା ଆମାର । ମଧୁରବାଦିନୀ ନାମା ଶୁଣ ଆହେ ଆର ॥ ଜିଜ୍ଞାସା
କରିଛେ ତାରେ ଏକପ ପ୍ରକାର । ତୋମାତେ ଆହୟେ ପ୍ରୀତି ପତିର
ଆମାର ॥ ତାହାର ଦର୍ଶନାଭାବେ ତୁମି କି ଏଥନ । ମମେ ମରେ କୋରେ
ଥାକ ତୁମାକେ ଦର୍ଶନ ॥ ୮୪ ॥

মূল ।

উৎসজে বা অলিনবসনে সৌম্যযুক্তিপ্রয় বীণাঃ
মনোত্ত্বাঙ্গং বিরচিতপদং গেয় তুমাকুকামা ।
তঙ্গী রাজ্ঞি । নয়নসমিলৈঃ সাররিদ্বা কথঞ্চিত্তুয়ো-
ভুয়ঃ স্বয়মপিকৃতাং মৃচ্ছনাং বিস্মুরন্তী ॥ ৮৫ ॥

ওহে মেঘ ! অথবা এগত ভাবি মনে । পতিত্রতা পড়ী মম
বসিয়া নির্জনে ॥ যম নামাঙ্গিত বিরচিত পদ ধরি । গাইবে
পঞ্চম স্থরে অভিলাষ করি ॥ হ্লামায়ুরা কক্ষে বীণা করি সং-
স্থাপন । ভাবিছে কতই তাহে তাসিছে নয়ন ॥ যে সকল শুণ
আছে সংযোগ বীণায় । আভীভুত হইতেছে নেত্রাঙ্গ দ্বারাও ॥
আহা । কত কষ্টে তাহা মার্জনা করিয়া । পুনঃ পুনঃ মৃচ্ছ-
নাদি যাইহে ভুলিয়া ॥ ৮৫ ॥

মূল ।

শেবান্ মাসান গমন দিবস স্থাপিতস্যাবধে র্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণয়া দেহলী মৃক্তপুষ্পৈঃ । সং-
যোগং বা হৃদয় নিহিতারন্ত মাসাদয়ন্তী প্রায়েণৈবং
রমণবিরহে হ্যঙ্গ নানাং বিনোদাঃ । ৮৬ ॥

ওহে মেঘ ! আরো আমি বলিহে তোমায় । যদবধি আসি-
যাছি তাজি বনিভায় ॥ আমার প্রস্তান হেতু আমার গৃহিণী ।
নিতান্ত সে বিরহেতে হোরে বিরহিণী ॥ পুস্পমাল্য যাহা খাকে
প্রাঙ্গনে শোভিত । তাহা হোতে লইয়াছে পুস্প কথঞ্চিত্ত ॥
কর্ম মাস আসিয়াছি করিয়া গণন । ভট্ট পুস্প করিতেছে ভূমিকে
স্থাপন ॥ শাপান্তের অবশীক্ষ মাস আছে যত । অপর দিকেতে
পুস্প রাখিতেছে তত ॥ তাহা যদি নাহি হয় তাহলে এখন ।
হৃদয় যথেতে লতি আমার দর্শন ॥ তাহাতেই যথ হোয়ে
আছে এ সময় । পতিত্রতাদের হয় এ ভাব উদয় ॥ ৮৬ ॥

ମୂଳ ।

ସମ୍ବନ୍ଧପକାରା ଅହନି ନ ତଥା ପୀତିରେତୁର୍ଦ୍ଵିଯୋଗଃ ପକ୍ଷେ
ରାତ୍ରେ ଶୁଭତରଣୁଚଂ ନିର୍ବିମୋଦୀଂ ସଥୀୟ ତେ । ମଞ୍ଚ
ସନ୍ଦେଶୋଃ ଶୁଖର୍ତ୍ତୁ ଅଛି ପଥ୍ୟ ସାର୍ଥୀଂ ମିଶୀଥେ ତା
ମୁଖିଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବାତା ହୁଲୁତ୍ୱଃ ॥ ୮୭ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଏ ପ୍ରକାର ମନେ ମମ ହମ୍ମନ କାହିନୀ ଦିଗ୍ପେର ପକ୍ଷେ
ବାଯିନୀ ମନ୍ୟ ॥ ବିରହ ପାବକ କଷ୍ଟ ଦ୍ୟାୟ ବେ ପ୍ରକାରେ । ଦିବା-
ଭାଗେ ତତ କଟ ଦିତେ ନାହି ପାରେ ॥ ଯେହେତୁ ଦିବମକାଳେ କୁଳ-
ବସୁଗଣ ॥ ଶୁଭୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହେ ହୋଇୟେ ଅନାମନ ॥ ଅତଏବ ତୁମ
ମେଇ ଭୁତଳଶାର୍ମିତ । ତ୍ୟକ୍ତନିଜ ପତ୍ରିତା ବିନୋଦ ରହିତ ॥ ତବ
ପ୍ରିୟମନ୍ତିକେହେ ରଜନୀକାଳୀନ । ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରେତେ ନିଜେ ହୋଇୟେ
ଅଧ୍ୟାସୀନ ॥ ମମ ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ କରଣ କାରଣ । ଦଶନ କରିବେ
ମମ ମାନସ ଏମନ ॥ ୮୭ ॥

ମୂଳ ।

ଆଧିକ୍ଷାମାଃ ବିରହ ଶୟନେ ସମ୍ମିକୀୟେକପାଶ୍ୟ ।
ପ୍ରାଚୀମୂଳେ ତୁମିବ କଳାମାତ୍ରଶେଷାଃ ହିମଃତ୍ତଶ୍ୱାଃ ।
ନୀତା ରାତ୍ରିଃ କ୍ଷମ୍ୟିବ ମରା ମାର୍ଜି ମିଛାରତୈ ରୀତା
ମେବୋକୈ ବିରହଜନିତେ ରଞ୍ଜିତ ରୀପରୁଣ୍ଡିଃ ॥ ୮୮ ॥

ଓହେ ମେଘ ! କତ ଯେ ହୋଇତେହେ ମମ ମନେ । ଆପନ ଇଚ୍ଛାୟ
ମମ ପଦ୍ମୀ ମମ ସନ୍ଦେଶ ॥ କ୍ଷମ ମମ ରାତ୍ରି ମବ କୋରେହେ ଯାପନ । ଆହା
ଏହି ପଦ୍ମୀ ମମ ବିଚ୍ଛେଦେ ଏଥିନ ॥ କ୍ଷୀଣା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ତୁମ ଘଲିଲା
ହଇଇବା । ବିରହ ଶୟାତେ ଏକ ପାଶେ ତେ ଶୁଇଇବା ॥ ବିରହ ପାବକ
ଜାତ ଉତ୍ତର ନେତ୍ର ନୀରେ । ମନୋପୀତ୍ତାଗ୍ରହିତ ହୋଇୟେ ବୃଦ୍ଧିତ ଶରୀରେ ॥
ମୁଗ କୁମ ମେଇ ମବ ରଜନୀ ଏଥିନ । ବିଶେଷ କହିତେ ଆହା !
କରିଛେ ଯାପନ ॥ ୮୯ ॥

ଶୂନ୍ୟ

ନିଷ୍ଠାସେନାଥର କିଶଳୟ କ୍ଲେଶିନା ବିକ୍ଷିପତ୍ତିଃ ଶୁଦ୍ଧ
ସ୍ଵାନାଂ ପର୍ବତ ମନକଂ ମୂର୍ଖ ମାଗଣୁଲୟଃ । ମଂ ସଂଯୋଗଃ
କଥମପି ଭବେଥ ସ୍ଵପ୍ନଜୋପୀତି ମିଜ୍ଞା ମାର୍କତଙ୍ଗତ୍ତିଃ
ନୟମ ଶ୍ରଲିଙ୍ଗୋର ପୌତ୍ରକର୍ମକାଶାଂତିଃ ॥ ୧୯ ॥

ଓହେ ଜଳଧର ! ସମ ପାତ୍ରୀର ଅଧର । କିଶଳୟ ଶୁଦ୍ଧଃ ବିଶେଷ
ଶୋଭାକର ॥ ଶୁଦ୍ଧୀର୍ଘ ନିଷ୍ଠାର ତାର ଅତି କ୍ଲେଶକର । ଆର ମମ
ବରିତାର ଗଣେର ଉପର ॥ ଲେଖିତ କୁଣ୍ଡଳାକୃତ ଚିତ୍ରର ଶୋଭନ ।
ତାହାଓ ନିଷ୍ଠାସେ ଆହା ଡିଡ଼ିଛେ ଏଥିମ ॥ ଆର ବାଲ୍ ଓହେ ମେରଙ୍କ
ଆସାର ଲମନା । ସ୍ଵପ୍ନେ ଯମ ମନ ଲାଭ କରିଯା ମାସମାରା । ନିଜା
ଇଚ୍ଛା କରିବେଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଚୁକୁଣ । ଅପ୍ରତ୍ୟାମା ଅବରୁଦ୍ଧ ଥାକାରେ
ନରର । ପ୍ରେବେଶିତେ ନାହିଁ ହୟ କ୍ରମତା ମିଜ୍ଞାର । ଏମତ ବିରହମୁକ୍ତ
ବନିତା ଆମାର ॥ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା ତୁମି ଗମନ କରିବୋ ହେବାଇ
ଆର୍ଥନା ମମ ନିଷ୍ଠଯ ଜାନିବେ ॥ ୮୧ ॥

ଶୂନ୍ୟ ।

ଆଦେୟ ବନ୍ଦୀ ବିରହ ଦିବମେ ଯା ଶିଖାଦାମ ହିନ୍ଦୀ
ଶାପପ୍ରୟାସେ ବିଗଲିତଶୁଚା ଯା ମଯୋଦ୍ଦେଶୀଯା ।
ପ୍ରଶ୍ରବ୍ଲିଷ୍ଟା ଅପମିତରେନାମକୁଳ ଆରରତ୍ତିଃ ଗଣ୍ଠ
ଭୋଗାଂ କଠିନ ବିବମା ମେକବେଣୀଂ କରେଣ ॥ ୧୦ ॥

ଶାପ ଅନ୍ତେ ଶୋକ ଶୂନ୍ୟ ସଥିନ ହେବ । ତୁମର ବେଣୀ ପୁନଃ
ବନ୍ଧନ କରିବ ॥ ବିରହେର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ପ୍ରକାର । ମନେ
ଚିନ୍ତା କରି ବନିତା ଆମାର ॥ ଏକ ବେଣୀ ବନ୍ଧନ କରେନ ମେ ସମୟ ।
ରୋଦନ ଘାରାର କୁଲିଯାହେ ଗଣ୍ଠରୁନ । ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ନଥ୍ୟତ୍ତ କରେର
ଦ୍ୱାରାଯ । ମେହି ବେଣୀ ସର୍ବର୍ଷନ ଟେଙ୍କିଶ୍ଚ ହେଯାଯ ॥ ଅନିକ୍ଷା
ଓ ବିବମା ହୋଇଯେହ ଏଥିନ । ଏ ପ୍ରକାର ମେନାବୀକେ କରିବେ ମୁହଁ ॥

ମେହି ମମ ପ୍ରଣିଲୀ ନିଶ୍ଚର ଜାନିବେ । ତାହାର ସଦନେ ତୁମି ସହରେ
ଥାଇବେ ॥ ୩୦ ॥

ମୂଳ ।

ପାଦାନିଷ୍ଠୋ ରହୁତ ଶିଶିରାନ୍ ଜାଲମାର୍ଗ ଅବି-
କ୍ରୀବ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରୀତ୍ୟା ଗତମଭିନ୍ନର୍ଥ ସମ୍ଭିବନ୍ତର୍ ତୈଥେ ।
ଚକ୍ରତ୍ଥେଦାନ୍ ସଲିଲ ଗୁରୁଭିତ ପଞ୍ଚଭିନ୍ନାଦୟନ୍ତ୍ରୀଂ
ସାତ୍ରେହହିବ ହୃଦକମଲିନୀଂ ନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧାଂ ନ ମୃଦ୍ଗ୍ରାଂ ॥ ୩୧ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆରୋ ମମ ହିତେହେ ଘନେ । ଶଶଧର ସମୁଦ୍ରିତ
ହିଲେ ଗଗଣେ ॥ ଗବାଙ୍କ ଦ୍ଵାରେତେ ପଡ଼େ ତାହାର କିରଣ । ତାହେ
ଶଶී ଛିଲ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଣୟ ଭାଜନ ॥ ତାହାଇ ଭାବିଯା ଘନେ ମମ ଆ-
ଶାଧିକେ । ଗବାଙ୍କେର ଦ୍ଵାର ଦିଯା ଦେଖିଯା ଶଶିକେ । ଏଥିନ ଶଶීର
କର ଶହ୍ୟ ନାହିଁ ହୟ । ଆହ୍ର ହିଯାଛେ ତାର ନେତ୍ର ପଞ୍ଚବସ୍ତ୍ର ॥ କରି
ତେହେ ତଦ୍ଵାରାୟ ନେତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ । ଯାହେ ନା ଦେଖିତେ ହର ଶଶීର
କୌରଣ ॥ ଏକମ ବନିତା ମମ ତାହାର ସଦନେ । ଗମନ କରହ ମେଘ !
ଆମାର କାରଣେ ॥ ଝାଗ୍ରଥ ଓ ନିଦ୍ରା ଏହି ଅବଶ୍ଳା ଉତ୍ତର । ତ୍ୟଜିଯାଇଛେ
ମମ ପତ୍ରୀ ଜାନିବେ ନିଶ୍ଚର ॥ ମେଘାଚନ୍ଦ୍ର ଦିବସେତେ ହିଲେ ଯେମନ ।
ମାର୍କଣ୍ଡ ଓ ଶଶାଙ୍କେର ବିହନେ କୌରଣ ॥ ମୁଦ୍ରିତ କି ପ୍ରକୃତି ପଞ୍ଚ
ମାହି ହସ । ମେହିକାପେ ଆହେ ମମ ବନିତା ନିଶ୍ଚର ॥ ୩୧ ॥

ମୂଳ ।

ମୀ ମଂନ୍ୟଜ୍ଞାନିତରଣ ମବଳା ପେଶଲାଂ ଧାରଯଣ୍ଠୀ ଶ୍ରୟୋଂ
ମଙ୍ଗେ ନିହିତମସଙ୍କ୍ରତ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖେନ ଗାତ୍ରାଂ । ଦ୍ଵା ମ-
ପାତ୍ରାଂ ଜଳକଣମୟେ ମୋଚଯିବ୍ୟତ୍ୟବଶ୍ୟାଂ ପ୍ରାୟଃ ସର୍ବୋ
ତର୍ବତ କରନ୍ତା ହଞ୍ଜି ରାତ୍ରାଂତିବାଜ୍ଞାଃ ॥ ୩୨ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆର ମେହି ବନିତା ଆମାର । ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ବଲରାଦି ଅଲଙ୍କାର ॥ କମଳ ଦେହକେ ଅତି ଦୁଃଖେର କାରଣ ॥ ଶର୍ଵ୍ୟୋ-
ପରେ ଅର୍ପଣ କୋରେହେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ॥ ତାହାକେ ଦଶ ନତୁରୀ ଯ ଯଥନ

କରିବେ । ଅବଶ୍ୟ ବେତ୍ରାଣ୍ଟ ତବ ପତନ ହୁଇବେ ॥ ଆତ୍ମ'ଚିନ୍ତ ସ୍ଵଜ୍ଞ
ପର ଛୁଟିବ ମନ୍ଦଶ୍ରୀନେ । କରନା ହୃଦୀର ବଶ ହନ ସେଇକଥେ । ୯୨ ॥

ମୂଳ ।

ଜାନେ ସଥ୍ୟ ଲ୍ବ ଯାଇ ଯନ୍ତ୍ର ସଂଭୂତଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ-
ଦିଶ୍ୱର ଭୂତାଂ ପ୍ରଥମ ବିରହେ ତା ଯହି ତକ୍ଷାମି ।
ବାଚାଲଃ ମାଂ ନ ଖରୁ ଦୁର୍ଗଂ ମୁୟାତ୍ମାବଃ କରୋତି ପ୍ର-
ତ୍ୟକ୍ଷତେ ମିଥିଲ ମଚିରାଣ୍ଟ ଭାତ ରୁକ୍ତଃ ଯା ଯୁଣ ॥ ୯୩ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଯିନି ପ୍ରିୟମଥୀ ଆପନାର । ମମ ପଢ୍ବୀ ; ପ୍ରାର୍ଥମିକ
ବିରହେ ତାହାର ॥ ହୋଇୟେହେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦଶା ଜାନିତେଛି ମନେ ।
ଯାହା ଆମି ବଲିଯାଛି ତୋମାର ମଦନେ ॥ ଯେ ହେତୁ ଆମାର ପ୍ରତି
ତାର ଶିଖ ମନ । ସମର୍ପିତ ହଇଯାଛେ ନିଶ୍ଚଯ ଏମନ ॥ ଯାହା ଯମ
ଅଶୁଭବ ନିଶ୍ଚର ଜାନିବେ । ସବ୍ରରେ ତୋମାର ତାହା ଅତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଇବେ
ବିରହେ କାତର ହୋଇୟେ ଆମି ଯେ ଏଥିନ । ବାଚାଲତା କରିତେଛି
ତେବନା ଏମନ ॥ ୯୪ ॥

ମୂଳ

କୁଙ୍କାପାଞ୍ଜ ପ୍ରସରମଳଟିକେ ରଙ୍ଗନ ଶ୍ରେଷ୍ଠନ୍ୟଃ ପ୍ରତ୍ୟା-
ଦେଶା ଦପିଚ ଯଧୁନୋ ବିଶ୍ୱତ ଅବିଳାସଃ । ଭୟା-
ସମ୍ବେ ନୟନ ସୁପରି ପ୍ରମଦି ଶଙ୍କେ ମୃଗାକ୍ଷ୍ଯା ଶୀନଙ୍କୋ-
ଭାକୁଳ କୁବଳୟ ଶ୍ରୀତୁଳା ଯେଷ୍ୟତୀତି ॥ ୯୫ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆର ବଲି ବୋଧାର୍ଥେ ତୋମାର । ବାଲମୃଗମମ
ଅକ୍ଷି ଯମ ବନିତାର ॥ ଭୁଗି ତାର ନିକଟେତେ ଦୈଇରେ ସଥନ ।
ତୋମାକେ ଦେଖିତେ ଉକ୍ତେ ହିଲିବେ ବସନ ॥ ପ୍ରମଦାନ ହଇବେକ
ନୟନ ତାହାର । ତାହାତେ ବିଶେବ ଶୋଭା ହଇବେ ବିଭାର ॥ ଯେ
କପ ହୁଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ଗମନ କରିଲେ । ପ୍ରମଦାନ ହସ କୌଣ କୁମୀନ
ମଲିଲେ ॥ ସେଇକପ ହଇବେକ ଶୋଭା ସମ୍ପଦାନ । ଆଜି ଯମ ଅଶୁଭବ
ହୋଇତେହେ ଏଥିନ ॥ ନୟନ ଯୁଗଳ ତାର ପାଦୁଲିତ ଆଜାର କୁମୃତନ

ଅନ୍ତକାବନ୍ଦିର ଆରା ତାହା ॥। ଅପାଞ୍ଜ ହେବେହେ କୁଳ, କଟାଙ୍ଗ
ତାହାଯ । ହଇବାହେ ଶୂନ୍ୟ ଇହା ବନିହେ ତୋମାଯ ॥। ଅଞ୍ଜଙ୍କ ଓ ମେହ
ନାହିଁ ତାହାତେ ଏଥନ କ୍ରମ ଭଞ୍ଜି ବିଲାସ ଆଦି ହେବେନା ଦର୍ଶନ । ୨୪ ।

ମୂଲ

ବୀମ ଶଚ୍ଚାସ୍ୟଃ କରଇହପଦୈ ମୁଚ୍ୟମାନୋ ମଦୀଯୈ ଶୁକ୍ଳା
ଜାଲଃ ଚିରପରିଚିତଃ ଯୋଜିତୋ ଦୈବଗତ୍ୟା ।
ସତ୍ତୋଗାନ୍ତେ ମମ ସମୁଚ୍ଚିତୋ ହଣ୍ଠମ୍ବାହନାନ୍ତଃ ବଦ୍ୟେ ।
ତୁର୍କୁଳଙ୍କ କନକ କମଳୀ ସ୍ତୁତଗୋର ଶତକ୍ଷେ ॥ ୨୫ ॥

ବିଶେଷ ତୋମାକେ ଆର ବନି ଜଳଧର ॥। ତୁମି ମମ ଶ୍ରୀର ହୋଲେ
ନୟନ ଗୋଚର ॥। କନ୍ଦକ ନିର୍ମିତ ରୀମ କଦମ୍ବୀ ପରମାନ । ମମ ବନିତାର
ତୁରୁ ଅତି ଶୋଭମାନ ॥। ତଥନ ବାମୋରୁ ତାର ହଇବେ ସ୍ପଦନ । ମେ
ତୁରୁର କଥା ଆର କି କବ ଏଥନ ॥। ମମ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଆର ନାହିଁ
ତାହାଯ । ବିଲାସାନ୍ତେ ଦେଇ ଉରୁ ହାଯ ହାର ହାର ॥। ସମ୍ବାହିତ
ହୋତୋ ମମ କର ସହ ଯୋଗେ । ଦେଇ ନିଷ୍ପନ୍ନିତ ଉରୁ ତାହା ଦୈବ
ଭୋଗେ ॥। ମମ ପ୍ରାଣମ ପ୍ରିୟା ଶୁକ୍ଳା ଅଭରଣ । ପରିତ୍ୟାଗ କରି-
ଯାଇଛ କି ମନୋବେଦନ ॥ ୨୫ ॥

ମୂଲ ।

ତମ୍ଭିରକାଳେ ଜଳଧ ବନି ମା ମନ୍ଦମିତ୍ରା ତୁମ୍ଭା ମ୍ୟାତତ୍ରାସୀ
ନ ଭନିତବିଯୁଥୋ ଯାମଗାତ୍ରଃ ସହେଥାଃ । ମାତ୍ରମ୍ୟା
ପରି ପ୍ରଗମିନୌ ସ୍ଵପ୍ନକୋ : କଥପିର୍ବ ମଦ୍ୟଃ କଞ୍ଚୁତ
ତୁର୍କୁଳର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥି ପାଢ଼ୋଲଗୁଚୁଥ ॥ ୨୬ ॥

ଓହେ ଜଳଧର ॥ ବନି ଇହା ଓ ତୋମାକେ । ସଥନ ଦେଖିବେ ତୁମି
ମମ ବନିତାକେ ॥। ଯଦ୍ୟପି ଆକେମ ତିନି ମିଜିତା ହଇବା । ପାତୀର
ମନ୍ଦମିତ୍ରା ତିନିଜାମା ତାଙ୍ଗିଯା ॥। କଦି ତର କଷ୍ଟ ହଣ୍ଠ ତାହା ଓ
ହେବେ । ଅହରେକ କମଳ ପ୍ରତି ତଥାମା ମରିବେ ॥। ଯ ହେବୁ ଯେ
ମାତ୍ରକ ବନି କରଣ ତାହାର । ଦୈବପରମ୍ୟଶେ ବନି ପ୍ରିୟମି ଆମାର ॥

স্বপ্ন থাগো আশ্চর্য হোয়ে থাকে অম সঙ্গ । তোমাৰ গুজনে
তাৰ নিজা হবে ভঙ্গ ॥ তাৰ ভূজ দ্বাৰা অম কষ্ট আৰক্ষিত ।
শোচন হইবে তাহা হলে জাগৰিত ॥ ইহাতে তাহাৰ ছৃংখ
হবে অতিশয় । ওহে জলধৱ ! সে সামান্য ছৃংখ নয় ॥ ৯৬ ॥

মূল ।

তাৰ মুখাপ্য স্বজল কণিকা শীতলেনামিলেন প্ৰত্যা
শুন্তাং সমগভিনবৈ র্জালকৈ র্মালভীনাং । বিহৃৎ-
কল্প স্তনিত নয়নাং ভৃৎ সনাখে গবাক্ষে বক্তু
ধীৱৰং স্তনিত বচনে র্মানিনীং প্ৰক্ৰমেথাঃ । ৯৭ ॥

ওহে মেঘ ! দেখিয়া অস্তিৰ সৌদামিনী । চঞ্চল লোচনা
আৱ বিশেষ মানিনী ॥ সেই অম কামিনীকে কৱিয়া যতন ।
ছুকণাবাহি যে শীতল সৰীৱণ ॥ তাৰ মন্দ অম শুভ গতিৰ
দ্বাৰায় । ধৰাতল শৰ্যা হোতে তুলিৱা তাহাৱ ॥ ক্ষণকাল স্থিতি
কৱি গবাক্ষেৱ দ্বাৰে । গৰ্জন স্বৰূপ ধীৱ বাক্য সহকাৱে ॥ আ-
লাপ কৱিবে অম বনিতাৰ সনে । ওহে মেঘ ! এমৰ ভাবিবে
তাঁৱে অনে ॥ আৱো আমি বলিতেছি শুন বাক্য অম । অভিনৰ
মালভী কুসুম কলি সম ॥ অম বনিতাকে তুমি অস্তৱে ভাবিবে ।
দেখিবে যথন তব প্ৰত্যাৱ হইবে ॥ ৯৭ ॥

মূল

ভৃত্যু পৰ্য্য প্ৰিয় অবিধিবে বিক্রি মা মনুষাহং ভৃৎ-
সন্দেশাং সনসি মিহিতাদাগতং ভৃৎ সমীপং । বো
ৰুদ্ধানি দুরয়তিপথি আম্যাতাং প্ৰেহিতানাং অস্ত-
মিষ্টকে ধৰনিতি রবলা বেণিমোক্তোৎ তুকানি । ৯৮ ॥

হে মেঘ ! আমাৰ সেই প্ৰিয়াৰ সদন । এইকপ কহিবে
কৱিয়া পঞ্চাধৰ ॥ হে বিধিবে ! শুন তুমি বচন আমীৱ । অকৃতিম

ବନ୍ଦୁ ଆମି ଲାଥେର ତୋମାର ॥ ହଦୟ ନିହିତ ତୀର ସଂବାଦ ରହିତ ।
ତୋମାର ମଦନେ ହଇଯାଛି ଉପହିତ ॥ “ମେଘ” ମମ ନାମ, ଏହି
ଲାଜ ପରିଚାଳ । ପତିର ବିରହେ ହୋଇଲେ କାତର ହଦୟ ॥ ଏକ ବେଣୀ
ଧରିଯା ଯେ ରହେ ନାରୀଗଣ । ତାହାଦେଇ ମେହି ଛଟ୍ଟ କରିଲେ ମୋ-
ଚଳ ॥ ପ୍ରୋବିତ ଜନେରା ଯବେ ଗୁହମୁଖୀ ହୁଯ । ତପନ ତାପେତେ
ହୋଇୟେ ତାପିତ ହଦୟ ॥ ବିଜ୍ଞାମାର୍ଥେ ଶିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନେ ବସିଲେ ତଥନ
ଯେ ମେଘ କରିଯା ଶିଙ୍ଗ ଗନ୍ଧୀର ଗର୍ଜନ ॥ ପ୍ରୋବିତ ନିକରେ ଅତି-
ଦ୍ଵରା ଘୁଷ୍ଟ କରେ । ମେହି ମେଘ ଆସିଯାଛି ତୋମାର ଗୋଚରେ ॥ ୯୮ ।

ମୂଳ ।

ଇତ୍ୟାଖ୍ୟାତେ ପବନ ତନଯେ ମୈଥିଲୀ ଚୌମୁଖୀ ସା
ନ୍ଧାମୁଖ କଟ୍ଟୋଛ୍ଛ ସିତ ହଦୟା ବୌଙ୍ଗ୍ୟ ସନ୍ତାଷ୍ୟ ଚୈବ ।
ଶ୍ରୋଷ୍ୟତ୍ୟାଶ୍ୟାଂ ପରମବହିତା ଦୌଗ୍ୟ ସୀମନ୍ତିନୀନାଂ
କାନ୍ତୋଦନ୍ତଃ ମୁହୁରପ ନତଃ ସନ୍ତମାଂ କିଞ୍ଚିଦୂନଃ ॥ ୯୯ ॥

ଓହେ ଜଳଧର ! ନିଜ ମଧୁର ବଚନେ । ଆମାର ରୁତାନ୍ତ ଭୁମି ବ-
ଲିଲେ ତ୍ରୁକ୍ଷଣେ ॥ ଉତ୍ୱକଠିତା ଅନ୍ୟାଚନ୍ତା ବନିତା ଆମାର । ଅବ୍ୟ-
ର୍ଥନା ବିଧିମତେ କରି ଆପନାର ॥ ବିଶେଷ ଉତ୍ୟୁଖୀ ତିନି ହଇଯା
ତଥନ । ଭୁମି ଯା ବଲିବେ ତାହା କରିବେ ଅବଶ ॥ ପବନ-ପୁଞ୍ଜେର
ମୁଖେ ମୈଥିଲୀ ଯେମନ । ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ତ୍ତା କରେନ ଶ୍ରବନ ॥ ତଜ୍ଜପ
ତୋମାର ମୁଖେ ମମ ସମାଚାର । ଅବଶ କରିବେ ମେହି ବନିତା ଆମାର ॥
ମିତ୍ର ଦ୍ଵାରାନିର୍ଭୁତି ନିଜ ପତିର ମଙ୍ଗଳ । ବିରହିଣୀଗଣେ ଲଭେ ମିଳ-
ନେଇ କଳ ॥ ଓହେ ମେଘ ! ତବ ବାକ୍ୟ କରିଯା ଯତନ । ମମ ପ୍ରାଣ ମମ
ପଙ୍ଗୁ କରିବେ ଅବଶ ॥ ୧୦୧ ॥

ମୂଳ ।

ତା ମାୟାକୁ ମମ ଚାଚନା ଦାୟାନ ଶ୍ରୋପକର୍ତ୍ତୁଂ କ୍ରୟା
ଏକଂ ତୟ ସରଚରୋ ରାମଗିର୍ଯ୍ୟାଅମନ୍ତଃ । ଅବ୍ୟାପନ୍ତଃ

କୁଶଲମରଳେ ପୃଜ୍ଞତି ସ୍ଵାଂ ବିଯୁକ୍ତଃ ଭୂତାନାଂ ହି
କରିଯୁକରଣେଷ୍ଟାତ୍ମ ମାତ୍ରାସ୍ୟ ମେତ୍ ॥ ୧୦୦ ।

ଓହେ ମେଘ ! ଆରୋ ଆମି ବଲି ଆପନାରୁ । ପତି-ବିରହିଣୀ
ମେଇ ମମ ବନିତାଯ ॥ ମମ ଉପକାର ଜନ୍ୟ କହିବେ ଏମତ । ହାତ-
ଗିରି ନାମେତେ ଯେ ଆହୟେ ପର୍ବତ ॥ ତଥାଯ ଆଶ୍ରମ ଏକ ଆହୟେ
ଶ୍ଵାସିତ । ତାହାତେ ତୋମାର ପତି ଆହେନ ଜୀବତ ॥ ପ୍ରାଣିଦେର
ଈନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ଦୟପି କ୍ଷୟ ପାଇ । ଜୀବିତ ଧାକିଲେ ରହେ ଆଶ୍ଵାସ
ତାହାର ॥ ୧୦୦ ॥

ମୂଳ ।

ଅଙ୍ଗେନାଙ୍କଃ ସୁତମୁ ତମୁନା ଗାଁଚ ତମେନ ତଞ୍ଜଃ ସା-
ଶ୍ରେଣୀଶ୍ରେଣୀତମବିରତୋତ୍କଷ୍ଟ ମୁଢକଷ୍ଟିତେନ । ଦୀର୍ଘ-
ଚ୍ଛୁଟଃ ସମ ଥିକତରୋଚ୍ଛୁଟିନା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକ-
ତୈପାତ୍ରେ ବିଶତି ବିଧିନା ବୈରିଣା ରୁଦ୍ଧମାର୍ଗଃ ॥ ୧୦୧ ॥

ଇହାଓ ବଲିବେ ମେଘ ! ମମ ବନିତାଯ । ହେ ଅବଲେ ! ଶକ୍ତିକପୀ
ବିଧିର ଦ୍ଵାରାଯ ॥ ବଞ୍ଚିତ ଓ ଆଗମନେ ଅକ୍ଷମ ହିଁଯା । ତବ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ
ତର୍ତ୍ତ ଭାବିଯା ଭାବିଯା ॥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯେହେ କ୍ଷୀଣ ମନ୍ତ୍ରାପିତ ଆର ।
ଅବିରତ ବହିତେହେ ନେତ୍ରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାର ॥ ବିଶେଷ ଉତ୍କଷ୍ଟାସ୍ତିତ
ହୋଇଯେହେ ଏମନ । ଶୁଦ୍ଧୀଯ ନିଃଶାସ ସଦା କରିଯା କ୍ଷେପଣ ॥ ମାନୁମ
ଦ୍ଵାରାଯ ମେଇ ଦେହ ଆପନାର । କରିଛେନ ନିବେଶନ ଦେହେତେ ତୋ-
ମାର ॥ ୧୦୧ ॥

ମୂଳ ।

ଶବ୍ଦାଖ୍ୟେରଃ ସନ୍ଦୟି କିଲ ତୋଯଟ ସଥୀନାଂ ପୁର-
ଶାତ୍ରକଣେ ଲୋଲଃ କଥରିତୁ ମତ୍ତୁଦାନନ୍ଦପର୍ମଲୋଭାତ ।
ବୋତିକାନ୍ତଃ ଶ୍ରବନ ବିହରୁଃ ଲୋଚମାଭ୍ୟ ର୍ମତ୍ତ୍ୟ ତା
ଶୁତ୍ରକଷ୍ଟାବିରଚିତପଦଃ ଗମ୍ଭୁଖେନ୍ଦ୍ର ମାହ ॥ ୧୦୨ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆର ଭୁବି କରହ ଅବଧ ! ସେକପ କହିବେ ମମ
ପଦ୍ମୀର ମଦନ ॥ ଅବଧ ଓ ନରନେର ଗୋଚର ରହିତ । ଏମତ ତୋମାର
ମେହି ତର୍ତ୍ତୀ ଦୂରଶ୍ଵିତ ॥ ତୋମାର ବିରହେ ହୋଇୟେ ଉତ୍ସକଣ୍ଠିତ ମନ ।
ଅମହ ଯଜ୍ଞନା ମହ୍ୟ କରିଯା ଏଥନ ॥ ସେ ସକଳ ପଦ୍ମବଲୀ ରଚେନ
ସତନେ । ଅବଧ କରହ ତାହା ଆମାର ଆନନ୍ଦ ॥ ତବ ମେହି
ପତି କୋନ ମନେର ବିଷୟ । ତବ କରେ ବଲିବେଳ କରିଯା ଆଶ୍ୟ ॥
ତବ ମୁଖପଦ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ ଲୋଡ଼େର କାରଣ ॥ ସର୍ଥୀଗଣ ସମ୍ମିପେତେ ସତକ୍ଷଳ
ହନ ॥ ୧୦୨ ॥

ମୂଳ

ଶ୍ୟାମାସ୍ତ୍ରଙ୍କଃ ଚକିତହରିଣୀ ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଦୃଷ୍ଟିପାତାନ୍
ଗଣ୍ଡଛାଯଃ ଶଶିନି ଶିଥିଲାଃ ବହ୍ରାରେସୁ କେଶାନ ।
ଉତ୍ସପଶ୍ୟାମି ପ୍ରତମୁଷୁ ନନ୍ଦୀବୀଚିଷ୍ୟ ଜ୍ଵଲାମାନଃ ହୈତ୍ତେ-
କଞ୍ଚଃ କ୍ରଚିଦପି ନ ତେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଦଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ॥ ୧୦୩ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆର ଆମି ବଲି ତବ ଶ୍ରାନ୍ତେ । ଏକପ କହିବେ ମମ
ପ୍ରିୟା ବିଦ୍ୟମାନେ ॥ ଓହେ କୋପଯୁକ୍ତେ ! ତବ ମବ ଅବସ୍ଥବ । ଏକ
ଶ୍ରାନ୍ତେ ଦରଶନ ନା ହୟ ମୁକ୍ତବ ॥ ନାନାଶ୍ରାନ୍ତେ ନାନା ଅଙ୍ଗ ସମ ଶୋଭା-
କର । ଶ୍ୟାମାସ୍ତ୍ରୀର ଅଙ୍ଗ ସମ ତବ କଲେବର ॥ ଚନ୍ଦ୍ରଲ ହରିଣୀ ନେତ୍ର
ମନ୍ତ୍ରଶ ନଯନ । ନିର୍ମଳ ପୁର୍ଣ୍ଣଦୂ ସମ ଗଣ୍ଡ କୁଶୋଭନ ॥ କଳାପିର କୁ-
ଲାପ ସେକପ ଚମ୍ପକାର । ତାଦୃଶ ତୋମାର ଶିରେ ଶୋଭେ କେଶ
ଭାର ॥ କୀଣା ବ୍ରଦୀ ତରଙ୍ଗ ସେମତ କୁଶୋଭନ । ତାଦୃଶ ଅଭିଜ୍ଞ ତବ
ହୟ ଦରଶନ ॥ ୧୦୪ ॥

ମୂଳ ।

ଧାରାସିତ୍ତ ହଳମୁରାତିନ ସ୍ତ୍ରୀନ୍ଦ୍ରିୟମାନ୍ୟ ବାଲେ ଦୂରୀ-
ଭୂତଃ ପ୍ରତମୁ ମପି ମାଂ ପଞ୍ଚବାଣଃ କିଣୋତି । ସର୍ବାନ୍ତେ
ମେ ବିଗଧ୍ୟ କଥଃ ବାସରାଣି ଜଜେସୁ ଦିକ୍ଷମନ୍ତ୍ର
ପ୍ରବିଭତସ୍ଵର ବ୍ୟକ୍ତମୁର୍ବ୍ୟା ତପାନି ॥ ୧୦୫ ॥

ଓহେ ଶେଷ ! ଆର ଆମି ସଲିହେ ତୋମାଯ । ଏକପ ସଲିବେ
ତୁମି ମମ ବନିତାଯ ॥ ହେ ବାଲେ ! ମବୀନ ବାରି ଧାରାଯ ଯେମନ ।
ମୃତ୍ତିକା ହଇଲେ ମିଳା ତାହାତେ ତଥନ ॥ ସୁଗଙ୍କ ଉଥିତ ହୟ, ତଙ୍କପ
ପ୍ରକାର । ସୁଗଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ ବଦନ ତୋମାର । ତାର ମୂରୀତ୍ତ,
ଆର ବିରହ ଜାଲାଯ । କଲେବର ଫୀଣ ହଇଲେଓ ଶ୍ଵର ତାଯ । ଅଚୁକ୍ଷନ
କରିତେଛେ ଶର ନିକ୍ଷେପଣ । ଶ୍ରୀଯକାଳ ଯେ ସମରେ କରିବେ ପମଳ ॥
ଦିକ୍ ଦିବ ମବୀନ ନୌରଦେ ଆଚ୍ଛାଦିବେ । ତପନେର କର ତାହେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ
ଜାକିବେ ॥ ସେଇ ସରବାଯ ଦିନ କିନ୍କପ ପ୍ରକାରେ । ଯାପନ କରିବ
ଇହା ଜିଜ୍ଞାସିବେ ତୀରେ ॥ ୧୦୪ ॥

ମୂଳ ।

ସ୍ଵା ମାଲିଖ୍ୟ ପ୍ରଗୟକୁପିତାଂ ଧାତୁରାଗୈଃ ଶିଳାଯା ମା-
ଆନନ୍ଦେ ଚରଣ ପତିତଃ ଘାବଦିଚ୍ଛାମି କର୍ତ୍ତୁଃ । ଅତ୍ରେ-
ସ୍ଵାବ ଅୟୁତ୍କପର୍ଚିତେ ଦୃଷ୍ଟି ରାତ୍ମପାତେ ମେ କୁର କୁମି-
ନ୍ଦ୍ରି ନ ମହତେ ସଂଗମଃ ନୌ କୃତାନ୍ତଃ ॥ ୧୦୫ ॥

ଓହେ ମେଧ ! ଆର ଆମି ସଲି ତବ ସ୍ଥାନେ । ଏକପ ସଲିବେ
ମମ ପଡ଼ୀ ବିଦ୍ୟମାନେ ॥ ଶିଳାପଟ୍ଟେ ଗୈରିକାଦି ରାଗେର ମହିତ ।
କୋପମୁକ୍ତ ତମୁ ତାର କରି ଆଲିଧିତ । ପଦତଳେ ନିଜ ତମୁ କରିବ
ପତନ । ଏକପ ମାନସ ଆମି କରି ବୈଙ୍ଗଳ ॥ ସେ ସମରେ ମେତ୍ର
ହେତେ ଅଞ୍ଚପାତ ହୟ । ମହଜେଇ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କିଛୁ ନାହି ରାଯ ॥ କ୍ରତ-
ଏବ ବୋଧ କରି ତାହାତେ ଏମନ । ଦେହ ପ୍ରତିହିୟ ଜାରା ହୟ ଯେ
ମିଳନ ॥ ନିଷ୍ଠୁର କୃତାନ୍ତ ଦେଖ ତାହା ନାହି ଶର । ଆରାଦେର ପ୍ରତି
ତିନି ଏମତ ନିଦର ॥ ୧୧୫ ॥

ମୂଳ ।

ମା ଶାକାଶପ୍ରଗିହିତତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ନିର୍ବିରାଜ୍ୟହତ୍ତେ ଲକ୍ଷ-
ଯା କ୍ଷେ କଥମପିମଙ୍ଗ ଅପ୍ରସନ୍ନକ୍ରେସ । ପଶ୍ୟତୀଜ୍ୟ

ନ ଥିଲୁ ବହଶୋ ନହଲୀ ଦେବତାନାଂ ମୁକ୍ତାଷ୍ଟୁଲାଙ୍ଗର
କିଶଲୟେସନ୍ତ ଲେଖାଃ ପତ୍ରି ॥ ୧୦୬ ॥

ହେ ମେଘ ! ତାହାକେ ଆର ବଲିବେ ଏମନ । ଅପରେ ତାହାର କୃପ
କରିଯା ଦର୍ଶନ ॥ ବିଶେଷ ଛୁଟିତ ହଇ ଜାଗ୍ରତ ହିୟା । ଗାଡ଼ ଆଲି-
ଙ୍କଳ ଆଶା ଅନ୍ତରେ କରିଯା ॥ ଶୂନ୍ୟଦିକେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଭୁଜସ୍ଵର ।
ଅରହ୍ୟ ବିରହେ ଅମ ବିଦରେ ହୁଦୁଯ ॥ ଦୟାଯ ଆନ୍ତିତ ବନ ଦେବ ଦେବୀ
ପଶ । ଆମାର ଏ ଛୁଟ ତାରା କରିଯା ଦର୍ଶନ ॥ ତାହାଦେର ନୟନ
ହିତେ ମେ ମଯ । ଶୂଳ ମୁକ୍ତାକଳ ମମ ଅଞ୍ଚ ଶୋଭାମସ ॥ ନବୀନ
ଭକ୍ତର କିଶଲୟର ଉପରେ । ହୟନା କି ପାତ ? ଛୁଟ ସହେନା
ଅନ୍ତରେ ॥ ୩୦୬ ॥

ମୂଳ ।

ଭିଜା ମନ୍ୟଃ କିଶଲୟ ପୁଟାନ୍ ଦେବଦାରୁ ଦ୍ରମାଣଃ ମେତ୍ୟ
କ୍ଷୀର ଅତି ଶୁରଭୟୋ ଦକ୍ଷିଣେ ପ୍ରବୃତ୍ତାଃ । ଆଲି-
ଙ୍କ୍ସତେ ଗୁଣବତି ଘୟା ତେ ତୁଷାରାନ୍ତିବାତାଃ ପୂର୍ବଂ ଦୃଷ୍ଟଂ
ସହି କିମ ତବେ ମଙ୍ଗ ମେତି ଶୁବେତି ॥ ୧୦୭ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆର ଆମି ବଲିହେ ତୋମାର । ଏକପ କହିବେ
ଭୂମି ମମ ବନିତାଯ ॥ ଓହେ ମେଘ ! ତାହେ ଭୂମି କରଇ ଅବଶ । ଯେବପ
କହିବେ ମମ ପଞ୍ଚୀର ମନମ ॥ ଓହେ ଗୁଣବତି ! ତବ ଚାରୁ କଲେବର ।
ଅତି ଶୁଶ୍ରୋଭିର୍ତ୍ତ ଆର ଅତି ମନୋହର ॥ ତବ ମେଇ ଦେହ ଆହା
ଅତି ଶୁଚିକଣ । ହିମାଲୟ ବାୟୁ ପୂର୍ବେ ବରେହେ ଦର୍ଶନ ॥ ଏକାରଣ
ଆମି ମେଇ ତୁଷାର ପବନେ । ଆଲିଙ୍କଳ କରିତେହି ପରମ ଯତନେ ॥
ଯେ ପବନ ଦେବଦାରୁ ତଙ୍କ କିଶଲୟେ । ଭେଦ କରି ତାର ଅତି କିର
ପଞ୍ଜ ଲମ୍ବେ ॥ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ ହୋତେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଭାବେ । ଗମନ
କରିବେ ଶଶ ଆପନ ଶତାବେ ॥ ୧୦୭ ॥

ମୂଳ

ସଂକିପ୍ତେ କ୍ଷଗମିବ କଥି ଦୀର୍ଘ୍ୟାମା ତ୍ରିଯାମଃ
ସର୍ବାବସ୍ଥାସ୍ଵହରପି କଥି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦାତପଃ ସ୍ୟାତ ।
ଇଥି ଚେତ ଶଟ୍ଟୁଳ ନଯନେ ଦୁଲ୍ଲଭ ପ୍ରାର୍ଥନଃ ମେଗା--
ଢୋକାତିଃ କୁତ ମ ଶରଣଃ ତ୍ରଦ୍ଵିରୋଗବ୍ୟକ୍ତାତିଃ ॥ ୧୮ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ଆର ତୁମି ପ୍ରିୟାକେ ଆମାର । ଏକପ ପ୍ରକାରେ
ଗିଯା ଦିବେ ସମାଚାର ॥ ହେ ଚଞ୍ଚଳନେତ୍ରେ ! ତବ ବିରହ କାରଣ ।
ଉତ୍ତମ ହିୟା ମମ ଅନ୍ତର ଏଥନ ॥ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଯେଛେ, ଯାହା ହିୟା
ବାର ନୟ । ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ ହିୟେତେହେ ତାହା ଏମଯା ॥ ଦୀର୍ଘ୍ୟାମା ତ୍ରି-
ଯାମା ହର୍ତ୍ତନ ସଂପାଦକାର । ପ୍ରାତଃ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳ ମାର୍ଗକାଳ ଆର ॥
ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ତାପଯୁକ୍ତ ହୋକ ସର୍ବକଣ । ଅନେମନେ କରିବେଛି ପ୍ରାର୍ଥନା
ଏମନ ॥ ୧୦୮ ॥

ମୂଳ ।

ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାନଃ ବହୁବିଗନ୍ଧରାତ୍ମନୈବାବଲମ୍ବେ ତ୍ରେ କୁ-
ଲ୍ୟାଣି ତୁମପି ତୁତରାଂ ମାଗମଃ କାତରଙ୍ଗଃ । କଲ୍ୟା-
ତ୍ୟନ୍ତଃ ତୁଥ ମୁପଗତଃ ଦୁଃଖ ମୈକାନ୍ତତୋ ବା ମୌଚେଗ-
ଚଛ୍ବ୍ୟପରି ଚ ଦଶା ଚକ୍ରନେମିକ୍ରମେନ ॥ ୧୦୯ ॥

ଆରୋ ଯମ ଶ୍ରୀକେ ଏହି କବେ ଜଳଧର ! । ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତା
ଆମି କରିଯା ବିନ୍ଦୁର । ଆପନିହି କରିଲାମ ବୈର୍ଯ୍ୟବଲମ୍ବନ । ହେ
କଲ୍ୟାଣି ! ତୁତରାଂ ତୁମି ଏଥନ ॥ . ଦୈରଙ୍ଗ ପ୍ରରହ; ମାହି କାତରଙ୍ଗ
ହିୟେ । ଚିରକାଳ ମୁଦ୍ରିତ କେହିନା ତୁମିରି ॥ ରୁଥଚକ୍ରନେମୀ
ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ତାହାର । ମୌଚେଗ ଉଚ୍ଚର ଦୁଃଖ ଲଭେ ସେ ପ୍ରକାର ॥
ମେଇକପ ତୁଥ ଦୁଃଖ ଦଶା ତୋଗ ହୟ । ଇହାଜ୍ଞାବି ଶୀରା ତୁମି ହିୟେ
ନିଶ୍ଚର ॥ ୧୦୯ ॥

ମୂଳ ।

ଶାପାତ୍ମା ସେ କୁଳଗଶ୍ମରମୋହିଷିତେ ଶାକ'ପାଖେ
ମାତ୍ରା ବେତାନ୍ତ ଗମର ଚତୁରୋ ଲୋଟିନେ ଶୀଳମୁଦ୍ରା ।
ପଞ୍ଚଶାହାବାଂ ବିରାହ ଶୁଣିତଃ ତଃ ତ ମାଜାତିଲାମିହ
ବିରେକ୍ଷ୍ୟାବରତ ପରିଷ ତଶରତକ୍ରିକାରୁ କପାତୁ ॥ ୧୫୯ ॥

ହେ ମେଘ ! କହିବେ ଏହ ସନିଭାର ହ୍ରଦୀ । ସରଷୀର ଆକୁଷେର
ହଇଲେ ଉଥାନ ॥ ନିଶ୍ଚଯ ଶାପାଷ୍ଟ ମମ ହଇବେ ତଥମ । ଚଙ୍ଗୁ ବୁଝେ
ତାହା ଧାନ ଧରଇ ଯାପନ ॥ ହେ କଶାନ । ଶତ କାଳେ ପ୍ରାଣମାତ୍ର
କମିତେ ଏହାହିତ ହଜାର ଦୋଷଗମ ମେ ପରମ ମନୋରଥ ବିରାହ
ପରାମା । କରିବାର କାଳ କରିବେ ନିଶ୍ଚଯ କରିବେ । ମେ ମନରେ ଦେଖ
ଦେଖ ପ୍ରତିକରିତି । ଯମଦୀ ହଇବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚଯ କରିବେ ॥ ୧୬୦ ॥

ଅନ୍ତ ।

କବିତାନ୍ତକରଣ କବିତାନ୍ତକରଣ କବିତାନ୍ତକରଣ

ମୂଳ ।

ଏତମାଜ୍ଞାଂ କୁଶଲିନ ଅଭିଜାନିଦାରୀବିଦିତ୍ତା । ମା
କୌଲୀନ୍ୟାଦସିତନୟନେ ସୟବିଶ୍ୱାସିନୀ ଜୁଣ । ମେହା-
ନାହାଃ କିମପି ବିରହବ୍ୟାପନ ତେହ୍ୟ ତୋଗ୍ୟା ଦୂଷ୍ଟେ
ସ୍ଵତ୍ତ୍ତୁମୁଖଚିତ ରମାଃ ପ୍ରେମରାଶୀଜ୍ଵରତି ॥ ୧୧୨ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ମୟ ବିରହିଣୀ ବନିଭାର । ଇହାଓ କହିବେ ହୋଇଲେ
ମଦୟ ଆମାର ॥ ହେ ଅମିତନେତ୍ରେ ! ଶେଷ ପୂର୍ବୋତ୍ତ ବଚନେ ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିଯା, ତାବି କୁଶଲୀ ଏଜନେ । କୁଲୀନ ସଭାବ ଭୂମି
ଥିରିଯା ଧାରନ । ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନା ଏହି ନିବେଦନ ॥ ପଣ୍ଡିତେ
ବଲେନ ମେହ ପରାର୍ଥ ଯାହାକେ । ତାହାଓ ବିଶେଷ କରି ଜାମୀ
ତାମାକେ ॥ ବିରହ ବିପଦ ହୟ ଏବନ ଉଦୟ । ପରମ୍ପର ବାକ୍ୟା-
ଶାପେ କମ ନାହି ହୟ ॥ (ସେ ପ୍ରକାର ଆମାର ଏ ହୋଇଲେ
ଶଟନ । ଶୁଣିତେ, ବଲିତେ, ନାହି କ୍ଷମତା ଏଥନ ॥) ମେହି ବିରହେ
ତୋଗ ରହିତ ହିଇଲା । ଶୁନାଯି ମଦର୍ମନେ ରମାଲ ହିଇଲା ॥ ପ୍ରେମରାଶି
କ୍ଷପ ହୟ ବଲିଲୁ ତୋମାକେ । ପଣ୍ଡିତେ ବଲେନ ମେହ ପରାର୍ଥ ତା-
ହାକେ ॥ ୧୧୨ ॥

ମୂଳ ।

କଙ୍କିଳ ମୌମ୍ୟ ବ୍ୟବଗିତ ମିହଂ ସ୍ଵରୂପତ୍ୟଃ କୁରା ଯେ
ଅତ୍ୟାଦେଶାମ ଧନୁତବତୋ ଧୀରତାଂ ତକରାନ୍ତି ।
ଲିଚିଲଦୋପି ପ୍ରଦିଶମି ଜଳଂ ସାଚିତ ଶଚାତକେତ୍ୟଃ
ଅତ୍ୟକ୍ରମିତିରୁ ଶୁଣିଲା ଶ୍ରୀପ୍ରମିତାର୍ଥମିତିର ॥ ୧୧୩ ॥

ଓହେ ମେଘ ! ବାହୁଦର୍ଶକ ବିଶେଷମ ଦ୍ୱାରି ନା କରିଲୁ
କୌଶି ଉତ୍ସର୍ଗ ଅବ୍ୟାପନ ॥ କଥାର ବିତକ ମନ କରିଲେ ଆମାର
କାର୍ଯ୍ୟକେ କଥା କରିଲେ ଆମାରରେ ଆମାରର ॥ କାର୍ଯ୍ୟ ବିତକ ମନ
କରିଲେ ଆମାର କଥା କରିଲେ ଆମାର କଥା । ଶୁଣିଲା ଶ୍ରୀପ୍ରମିତାର୍ଥମିତିର
କଥା ॥

कामोदीकृत्तुष्टगावा ।

ताहादेव वाक्ये ना उच्चर करि धान । यनोमत वारि कर
पहजे अदान ॥ पाखुट्टर शिलजने शाङ्कनोप्र धान । अङ्गुष्ठर
वलि ताहा होत्रेहे विधान ॥ ११७ ॥

मूल ।

एतद्वाप्ता अधिगम्युचितः आर्द्धवं चेत्तनो ये
सोहान्निष्ठा विधुर इति वा मवामूकोश वृक्षा ।
इतोम् देशान् विचर अनह आद्या अस्तु अस्ति
र्मा छृदेवं कथमपि च ते विद्युता विअ-
प्रयाप्त ॥ ११८ ॥

एतद्वाप्ता अधिगम्युचितः विनाशिते निरापा विधा-
निष्ठा अन्नेन विनाशे ॥ अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति
अस्ति विनाश अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति ॥ अस्ति अस्ति
अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति ॥ अस्ति अस्ति
अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति ॥ अस्ति अस्ति ॥

प्रसादुष्टकाम्य श्रमाद्या ।

प्रसादुष्टकाम्य श्रमाद्या ।

